ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়

আবেদ মুহাম্মাদ

ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়

জাবেদ মুহাম্মাদ

খেয়া প্রকাশনী

www.pathagar.com

ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়

জাবেদ মুহাম্মাদ

খে-২১
প্রকাশনায়
খেয়া প্রকাশনী
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
পরিবেশনায়
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
আহসান পাবলিকেশন
মক্কা পাবলিকেশন্স
মাওলা প্রকাশনী
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী : ২০১২
ফালগুন : ১৪১৮
স্বত্ব সংরক্ষণ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ
শাহ্ ইফতেখার তারিক
কম্পোজ
ফরিদ উদ্দীন আহমদ
মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

E-mail : zabedmbd@yahoo.com
ISBN : 978-984-90136-2-4

মূল্য : ১১০.০০ টাকা

Valo Satro Satri Ghathon Hower Opay (The art of becoming good Student) : Zabed Mohammad. Published by Kheya Prakashoni 230 New Elephant Road Dhaka-1205,. First Edition: February 2012, Falgun 1418.
Copy Right : Wtiter. E-mail : zabedmbd@yahoo.com.

Price : Tk. 110.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ছাত্র-ছাত্রী ১১

২. ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক অবয়বে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন ১২

৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন ১৩

- ❖ ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ ১৩
- ❖ ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ১৫

৪. ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র ১৮

- ❖ সর্বদা জ্ঞানোন্মুখ ১৮
- ❖ পড়ালেখায় মনোনিবেশ ১৯
- ❖ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ২০
- ❖ ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ২২
- ❖ আদর্শিক গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ২৩

৫. ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার উপকরণের প্রতি যত্নবোধ জাগ্রত হওয়া ২৪

৬. ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়া ২৫

- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা ২৫
- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সম্মান করা ২৭

৭. ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশ ও সংরক্ষণে করণীয়-বর্জনীয় বিভিন্ন দিক ২৮

- ❖ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় ২৮
- ❖ মধ্যম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় ২৯
- ❖ কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় ২৯

▲ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বক্ষণিক ও দৈনন্দিন করণীয় ৩০

৮. ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বের দাবি অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা ৩১

- ❖ পড়ালেখায় বেশি মনোযোগী হওয়া ৩১
- ❖ কল্পনায় জীবনের চিত্র অঙ্কন করা ৩২
- ❖ সময়ের সদ্ব্যবহার ৩৩

www.pathagar.com

▲ সময় সদ্ব্যবহারের কতিপয় ধরন ও নীতি অবলম্বন ৩৪
ভালো বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক গঠন ৩৪
আল্লাহর ভয় বা তাকওয়াভীতি মনে বদ্ধমূলকরণ ৩৫
স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হয়ে সকল কার্যসম্পাদন ৩৭
আদর্শিক নেতৃত্ব প্রাপ্তি ও প্রদান যাদের একমাত্র তামান্না ৩৯
▲ সময় অপব্যয়ের কতিপয় ধরন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা ৪০
❖ ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠা ৪৩
রাতে যথাসময়ে ঘুমানো ৪৩
রাতে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা ৪৪
পরিমাণ মতো ঘুমানো ৪৪
ভোরে ঘুম থেকে উঠার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৪৫
▲ ঘুম থেকে জেগে উঠার পদ্ধতি ৪৫
ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে পানি পান করা ৪৫
ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা ৪৬
পিতা-মাতা ও অন্যান্যদেরকে জাগিয়ে দেয়ার অনুরোধ ৪৬
প্রতিবেশি কাউকে জাগিয়ে দেয়ার অনুরোধ ৪৬
মোরগ প্রতিপালন ৪৭
ভোরে জেগে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ ৪৭
▲ ঘুম বেশি হওয়ার কারণ অনুসন্ধান ৪৮
❖ অলসতা পরিহার করা ৪৮
❖ এইচএসসি পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বেশি মেলামেশা না করা ৪৯
❖ অহেতুক কথা-বার্তা না বলা ৫০
❖ টেলিভিশন দেখার প্রতি কম আগ্রহী হওয়া ৫১
❖ খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে না যাওয়া ৫৩
❖ দিবস বরণে সংগীত বা কনসার্টে গা ভাসিয়ে না দেয়া ৫৩
❖ কম্পিউটার গেমস বা নেটে বসে চ্যাট করে সময় নষ্ট না করা ৫৪
❖ মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া ৫৪
❖ অবসরে আদর্শ গ্রন্থ পড়া ৫৫

www.pathagar.com

৯. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে পিতা-মাতার উপদেশ শ্রবণ ও গৃহ অঙ্গনে নিজেদের সম্পৃক্ততা ৫৬
- ❖ পিতা-মাতাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা ৫৬
- ❖ পিতা-মাতার কথা মতো পড়ালেখা করা ৫৭
- ❖ পিতা-মাতার সাথে রাগ-ঢাক না করা ৫৭
- ❖ পিতা-মাতার আদর্শিক জীবনবোধ থেকে শিক্ষা ৫৮
- ❖ পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী দাবি পেশ করা ৫৯
- ❖ অসময়ে পিতা-মাতার কাছে বেড়ানোর দাবি পেশ না করা ৬০
- ❖ পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহে কোনো পক্ষ অবলম্বন না করা ৬১

১০. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ৬১
- ❖ শিক্ষকদের সালাম দেয়া ৬২
- ❖ শিক্ষকদের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বলা ৬৩
- ❖ শিক্ষকদের সম্মান করা ৬৩
- ❖ শিক্ষকদের আদর্শিক জীবনবোধ থেকে শিক্ষা ৬৩
- ❖ শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে জীবন পরিচালনা ৬৪

১১. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় গুণাবলী অর্জন ৬৪
- ❖ ভালো চিন্তা-চেতনার বোধোদয় ৬৫
- ❖ সুন্দর রুচিবোধের সম্মিলন ৬৬
- ❖ অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দুর্নিবার ইচ্ছা শক্তি ৬৭
- ❖ নিয়মিত সালাত আদায় ৬৮
- ❖ মাহে রামাদানে সিয়াম আদায় ৭০
- ❖ আমানতের হিফাযত ৭২
- ❖ দান-সাদাকা করা ৭৩
- ❖ সুন্দর কথোপকথন ৭৫
- ❖ আদবের সাথে পথ চলা ৭৬

মুরুব্বিদের চোখে বেয়াদব হিসেবে পরিগণিত না হওয়া ৭৭

নিজেদের গৃহে প্রবেশে সালাম দেয়া ৭৮
- ❖ আত্মীয়-স্বজনদের অবমূল্যায়ন না করা ৭৮
- ❖ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ৭৯

www.pathagar.com

❖ সৌন্দর্য প্রিয়তা ৮০
❖ বিনয় ও নম্রতা ৮১
❖ সতর সম্পর্কে সচেতনতা ৮৩
❖ আত্মসচেতন ও চৌকস দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া ৮৪
❖ সৎ কাজে উৎসাহী ও অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়া ৮৫
❖ সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণে তৎপর হওয়া ৮৬
হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া ৮৭
ব্যালেন্সড ডায়েট ও পরিমিত খাবার খাওয়া ৮৮
অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া ৮৯
❖ কঠোর পরিশ্রমী হওয়া ৮৯
❖ নিয়মানুবর্তিতা ৯০
❖ শৃঙ্খলাপরায়ণ ৯১
❖ তর্ক-বিতর্ক করে নিজের ধারণাকে উপরে রাখার অপচেষ্টা না করা ৯২
❖ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে নিজের দোষ ও গুণের তালিকা করা ৯২
❖ আদর্শের বিপরীত অন্য কোনো অনাদর্শের পেছনে ছুটে না চলা ৯৪
❖ আদর্শের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ৯৫
❖ দুনিয়ার বুকে চিরন্তন আদর্শের ঔজ্জ্বল নক্ষত্র রাসূল (সা.) ৯৬
❖ আল-কুরআন আদর্শের বাণী সম্বলিত সংবিধান ৯৭
❖ লজ্জা শরমের প্রতি সতর্ক থাকা ১০১
❖ পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকা ১০১
পাপের ক্ষতিসমূহ ১০২
১২. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত নানামুখী কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ততা ১০৩
❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে নেয়া ১০৩
❖ ক্লাসে সবসময় উপস্থিত থাকা ১০৩
❖ ছাত্রাবাস ও হলের পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে নেয়া ১০৪
❖ লাইব্রেরী ও পাঠাগারে বইয়ের যোগান ও সংরক্ষণ ১০৪
■ ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বহুমুখী বিকাশে নানা কর্মসূচী ১০৬

www.pathagar.com

❖ উপস্থিত বক্তৃতা ১০৬
❖ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ১০৭
❖ প্রাতিষ্ঠানিক ও টিভি বিতর্ক ১০৭
❖ আল কুরআন তিলাওয়াত ও আযান প্রতিযোগিতা ১০৭
❖ হামদ ও নাত ১০৮
❖ খেলাধুলা ১০৮
❖ বিএনসিসি, স্কাউটিং ও গার্লস গাইড ১০৯
❖ পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী সংগীতের প্রতিযোগিতা ১০৯
❖ দেশাত্মবোধক, জাগরণমূলক ও সর্বস্তরের অধিকারের কথা সম্বলিত সংগীত প্রতিযোগিতা ১১০
❖ ম্যাগাজিন ও বার্ষিকীতে লেখায় উদ্বুদ্ধ হওয়া ১১১
❖ সুন্দর হাতের লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতা ১১১
❖ সমসাময়িক ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ১১২
❖ জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১১২
❖ শিক্ষা সফর ১১৩

১৩. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের কর্মকাণ্ড ১১৪

১৪. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে কতিপয় কু-অভ্যাস বর্জন ১১৫
❖ মিথ্যা ও ফাঁকিবাজি থেকে মুক্ত থাকা ১১৫
❖ দৃষ্টিকটু আচরণ কারোর সাথে না করা ১১৭
❖ বাজে বন্ধু বা সহপাঠীর সাহচর্য ত্যাগ করা ১১৮
❖ বাজে চিন্তা না করা ১১৮
❖ অহংকারী না হওয়া ১১৯
❖ ধূমপানে অভ্যস্ত না হওয়া ১২০
❖ অর্থ ও সম্পদের প্রতি ঝুঁকে না যাওয়া ১২১

১৫. ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিজ আগ্রহেই জবাবদিহির মনোভাব গঠন ১২২
❖ অভিভাবককে পরীক্ষার ফলাফল জানানো ও মার্কশীট দেখানো ১২৩
❖ বাসা বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে যাওয়া ১২৪
❖ পড়ালেখায় ভালো করার ব্যাপারে অভিভাবককে আশ্বস্ত করা ১২৫

www.pathagar.com

১৬. ছাত্র-ছাত্রীদের স্বদেশ বা জন্মভূমিকে ভালোবাসায় আত্মনিয়োগ ১১৫
- ❖ জন্মভূমির পতাকাকে উচ্চাসনে তুলে ধরতে নিজেদের যোগ্যতম করে গঠন ১২৬
- ❖ স্বদেশের সম্পদ সংরক্ষণে সোচ্চার হওয়া ১২৬
- ❖ প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে যারা ভূমিকা রেখেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দু'আ করা ১২৭

১৭. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শকে রোল মডেল ধরে নিজেদের গঠন ১২৭
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় ১৩০
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তা ১৩২
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আচার-আচরণ ১৩২
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ১৩৩
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ১৩৪
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইবাদত ১৩৪
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্ব ১৩৫
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্বের প্রথম সংবিধান প্রণেতা ১৩৫
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রাষ্ট্র প্রধান হয়েও দরিদ্রদের ন্যায় জীবন যাপন ১৩৬
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পররাষ্ট্র নীতি ১৩৬
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বীরত্ব ১৩৬
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ক্ষমা ১৩৭
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিত্র মাধুর্য ১৩৭
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ : ৯ যিলহজ্জ, ১০ হিজরি ১৩৮
- ❖ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করে জীবন গঠন প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ ১৪১

■ তথ্যসূত্র ১৪৩

■ ■ ■

www.pathagar.com

লেখকের অভিব্যক্তি

ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়

ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই ভালো হতে চায়। ভালো হওয়ার উপায় জানতে চায়। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো বই তারা হাতের কাছে পায় না। তাইতো তারা হয়ে থাকে বিপথগামী, তাদের পড়ালেখা হয়ে থাকে দিন দিন অধঃমুখী। আর এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে তাদের যথার্থ গঠন এবং তাদের মাঝে আদর্শিক গুণাবলীর পরিস্ফুটন ঘটাতে বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে একটি চমৎকার বই– 'ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়।'

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এ বইটি হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করো। দেখবে তোমাদের অজানা অনেক বিষয় দৃষ্টিতে আসবে। আর তা এক এক করে তোমাদের চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা থেকে দূর হবে। তোমরা চোখে মুখে নতুন স্বপ্ন দেখবে। তোমাদের জীবনকে গড়তে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে এই প্রথম সকল ধর্মাবলম্বী তথা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, উপজাতি ও আদিবাসিসহ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ছাত্রত্বের যে গুণাবলী তা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে শুদ্ধতায় উপনীত হয়ে সত্যিকার ভালো ছাত্র-ছাত্রীতে পরিণত হতে এ বইটি দারুণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বইটি রচনায় কোনো একপেশে মনোভাব পোষণ করা হয়নি।

আমি মনে করি, ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই আমার পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই এ বই পড়তে পারা তাদের অধিকার। আর তাইতো সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সকলের হাতে তুলে দেয়ার উপযোগী এ বইটি রচনা করেছি। আশা ও বিশ্বাস তোমাদের সুন্দর জীবন গঠনে এর ভূমিকা হবে অনবদ্য।

জাবেদ মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১. ছাত্র-ছাত্রী

যারা পড়ালেখা বা শিক্ষা গ্রহণ করে তারাই ছাত্র-ছাত্রী। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে পরিচিত। এবার যারা শিক্ষকদের আদর্শের অনুকরণে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশিত ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথ ও মতের সাথে একমত পোষণ করে পড়ালেখা, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা এবং পিতা-মাতা, শিক্ষকবৃন্দ ও বড়দের সাথে আদর্শিক আচার-আচরণ প্রকাশ করে তাদেরকেই বলা হয় ভালো ছাত্র-ছাত্রী।

এমন ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু যে পরিবারেরই সম্পদ তা নয়; তারা দেশ ও দশের সম্পদ এবং আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সার্থক উত্তরসূরি; সমগ্র দুনিয়ার সকল মানবতার মুক্তিকামী। আর এজন্যে সকলেই তাদের প্রতি হয় সদয় ও গঠনে অত্যন্ত সচেতন এবং যত্নশীল।

মূলত ভালো ছাত্র হওয়া; ভালো ফলাফল অর্জন করা, আদর্শ জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত মেনে জীবন পরিচালনা করার জন্যে প্রত্যেকের প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। দুঃখজনক হলেও সত্য, আত্মিকভাবে আমাদের সমাজ আজ কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত; লোকজন বিপথগামী। যার ফলে এখানে যে কোনো ভালো ও উপকারী বিষয় সকলের কাছে পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও ভুল ও মন্দ বলে বিবেচিত হয় আর অন্যায়, অসত্য বিষয়গুলো হয় প্রশংসিত ও সমাদৃত।

এ অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত ও পড়ালেখায় মনোনিবেশ করে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শিখে ছাত্র-ছাত্রীরা অসত্য ও অন্যায়ের বুকে দুর্বার আঘাত করে ভাল হওয়ার প্রতি সচেষ্ট হওয়া উত্তম ও আদর্শিক লক্ষণ।

www.pathagar.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"কোনো ব্যক্তি চেষ্টার ফলে তাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩৯)

কাজেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালোভাবে পড়ালেখা করে ভালো ফলাফল অর্জন ও সর্বোত্তম বিকাশে সচেষ্ট হওয়ার বিকল্প নেই।

২. ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক অবয়বে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন

ছোটবেলায় গ্রামের সরু পথ ধরে গমনকারী এক ধরনের ব্যক্তিদের খুব দেখতাম। অনেক দূর থেকে দেখলেও তাদের বেশভূষা, তথা মাথায় লম্বা চুল, হাতে পায়ের আঙ্গুলে লম্বা নখ, গায়ে পোশাক-পরিচ্ছদ তথা বড় পকেটওয়ালা চক্কর-বক্কর জামা, গলায় ঝুলানো চাদর বা ওড়না, হাতে জড়ানো শিকল, লাল-সাদা সুতা, কাঁধে বহু পকেটওয়ালা কাপড়ের ব্যাগ যা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলানো, পরনে প্যান্ট যা বহু দিনের পুরনো একদিকে তালি, আরেক দিকে বালি, অন্যদিকে লাগানো ভূতের ছবি আর সামনের দিকে পকেটের ছড়াছড়ি, পায়ে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু আড়াই কেজি ওজনের জুতো ইত্যাদি দেখে যে কেউ তাদের সন্ন্যাসি বা সন্ন্যাসিনী বলেই চিনত। সময়ের ব্যবধানে, ফ্যাশনের ছড়াছড়িতে নিজেদেরকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের নেশায় আজকে এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও যেন সেই রকম বেশ ধরে নিজেদের পরিচয়কে সকলের কাছে তুলে ধরতে চায়! কিন্তু এ কী ঠিক। বরং তাদের সবচাইতে বড় পরিচয় তারা ছাত্র-ছাত্রী এ কী যথেষ্ট নয়! ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সবাই আদর করে, ভালোবাসে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাদের সুন্দর জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দু'আ করে এ কী যথেষ্ট নয়! অবশ্যই যথেষ্ট।

কাজেই আজকের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলব ছাত্র-ছাত্রী মানেই ফ্যাশনের পরিচয় বাহক না হয়ে ছাত্রত্বের পরিচয় বাহক হওয়া চাই। তোমাদেরকে দেখলে যেন কেউ এমন মন্তব্য না করে যে, সে কি ছাত্র! সে কি ছাত্রী! ছাত্র-ছাত্রীদের বেশভূষা কি এমন হয়! এটা দুঃখজনক। ছাত্র-ছাত্রী নামের কলঙ্ক। সেই সাথে ব্যাগে বই-খাতা ও শিক্ষা উপকরণ নিয়ে এমনভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা যা পায়ের সাথে হাঁটতে বার বার ধাক্কা খায়– এমনটি বড়ই বেদনাদায়ক। শিক্ষা উপকরণ অত্যন্ত পবিত্রতম জিনিস। এগুলো বার বার পায়ের সাথে লাগা আর হাঁটতে-চলতে ধাক্কা খাওয়া আদবের বিপরীত। তাই এভাবে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আর সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনী বেশ ধারণ করে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় আসা-যাওয়া না করে প্রকৃত অর্থে আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের মতো সবকিছু করা উত্তম।

www.pathagar.com

৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন

আল-কুরআনুল কারীমে পোশাক-পরিচ্ছদকে মানব সভ্যতার মূল ও আদর্শের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে এটি মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যতম নিয়ামত ও করুণা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

"হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফাযত ও সাজসজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভাল। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে।" (আল কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : আয়াত-২৬)

উল্লিখিত আয়াতে তাকওয়ার পোশাককে সর্বোৎকৃষ্ট বলতে যা বুঝানো হয়েছে তার ব্যাখ্যায় মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) লিখেছেন, 'লিবাসুত তাকওয়া' তথা পরহেজগারীর পোশাক বলে এমন পোশাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হবে শরীর আবৃতকরণ, সৌন্দর্য বিধান ও অলংকরণের মাধ্যমে আল্লাহভীতি অর্জন। অর্থাৎ লজ্জাস্থানগুলো এমনভাবে আবৃত করা, যাতে শরীর উলঙ্গও না থাকে আবার এতো টাইট হবে না, যাতে কাপড়ের উপর থেকেই আবৃত অঙ্গ পূর্ণরূপে ভেসে উঠে বা দৃশ্যমান হয়। অধিকন্তু সেই পোশাকে অহংকার ও বড়ত্বের কোনোরূপ ছাপ থাকবে না, থাকবে না অপব্যয়ের কলঙ্ক। বরং তাতে বিনয় ও ভদ্রতার প্রভাব থাকবে সুস্পষ্ট। এককথায় যে পোশাক গুরুত্বের সাথে প্রয়োজন ও শালীনতা রক্ষিত হবে সে পোশাকই উত্তম। (মা'আরিফুল কুরআন, ২/৫২৬)

৩.১. ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ

ছাত্রদের গায়ের শার্ট, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী কোন রঙের হবে? কী একদম কালো না সাদা? লাল না হলুদ? সবুজ না বেগুনী? আকাশী না জাফরানী রঙের ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নেয়া উত্তম। কেননা আজকে আমাদের ছাত্রদেরকে যদি আমরা যথানিয়মে আদর্শিক ছাঁচে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমাদের আগামী হবে বিপদগামী, অনাদর্শিক। আর তাহলে সামগ্রিকভাবে আমরাই পিছিয়ে পড়বো, জাতিতে হবো আমরা দুর্বল। তাছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ মেনে চলা যে আমাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণকর। তাই এখানে ছাত্রদের শার্ট, গেঞ্জি ও পাঞ্জাবীর রঙ-চং কেমন হওয়া উত্তম সে বিষয়ে হাদীসে পাক থেকে উল্লেখ করছি ঃ

www.pathagar.com

সামূরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। জীবিতরা তা পরবে আর মৃতদেরকে তা দিয়ে কাফন দেবে। কেননা, এটাই উৎকৃষ্ট কাপড়। (আল হাদীস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, অধ্যায় : সাজসজ্জা, হাদীস নং-৫৩২৩, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২১, ই.ফা.)

আবুল রামছা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আমি আমার পিতার সাথে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দু'টি সবুজ রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই। (আল হাদীস, আবু দাউদ শরীফ, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ, হাদীস নং-৪০২১, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৫, ই.ফা.)

বারা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির। আমি তাঁকে লাল হুল্লা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছু আমি দেখিনি। (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ, হাদীস নং-৫৪৩০, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৪১, ই.ফা.)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আমি একটি চাদর কালো রঙে রাঙিয়ে দেই, তিনি তা পরিধান করেন। পরে ঘামে ভিজে তা থেকে পশমের গন্ধ বের হওয়ায়, তিনি (নবী সা.) তা ফেলে দেন। (আল হাদীস, আবু দাউদ শরীফ, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ, হাদীস নং-৪০৩০, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৮, ই.ফা.)

ছাত্রদের জন্য হলুদ রঙের পোশাক পরিধান মাকরূহ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মফাদ্দাম' পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযীদ (র.) বলেন, আমি হাসান ইবনে সুহাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুফাদ্দাম' কী? তিনি বলেন, হলুদ রঙ-এ রঞ্জিত বস্ত্র। (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ, হাদীস নং-৩৬০১, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৪, ই.ফা.)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দু'টি কুসুম রঙ-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন : এটা কাফিরদের পোশাক। অতএব, তুমি তা পরিধান করো না। (আল হাদীস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, অধ্যায় : সাজসজ্জা, হাদীস নং-৫৩১৬, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৯, ই.ফা.)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দু'টি কুসুম রঙ-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন : ফেলে দাও। তিনি বললেন : ইয়া

www.pathagar.com

রাসূলাল্লাহ! কোথায় ফেলবো? তিনি বললেন : দোযখে। (আল হাদীস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, অধ্যায় : সাজসজ্জা, হাদীস নং-৫৩১৭, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৯, ই.ফা.)

পায়জামা ও প্যান্ট প্রায় সমজাতীয় পোশাক। তবে কাপড় ও সেলাইয়ের ধরনে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত পায়জামা সাদা কাপড়ে আর প্যান্ট তুলনামূলক কালো মোটা কাপড়ে তৈরি করা উত্তম। তবে প্যান্ট যেন কোনোভাবেই আঁটশাঁট তথা পায়খানা ও প্রস্রাব করতে সমস্যা, সালাত আদায়ে প্রতিবন্ধক এমন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। অন্যদিকে দেশ এবং বিদেশে গ্রাম এবং শহরে সর্বত্র ছাত্রদের কাছে অতি পরিচিত একটি প্যান্ট হলো জিন্সের প্যান্ট।

অবশ্য জিন্স প্যান্ট পরিধানকে এক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা আরামদায়ক মনে করলেও আজ পর্যন্ত এ কাপড়কে "ইনফরমাল ড্রেস" বলে অভিহিত করে অফিস আদালতসহ বাংলাদেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ড্রেস কোড হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নেই। বরং ছাত্র-ছাত্রী তথা সন্তানদের এ প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় পিতা-মাতা দেখলেও অনেক সময় ভাল লাগছে না বলে ভর্ৎসনা করে থাকে। সেই সাথে থ্রি কোয়ার্টার নামে এক ধরনের প্যান্ট আছে যা পরিধান করলে আমার কাছে মনে হয় পরিধানকারী অর্ধ নগ্ন হয়ে আছে। এমন ড্রেস পরিধান ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। বরং আল-কুরআন ও আল হাদীসে পোশাকের যে উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, সতর ঢাকা এটা তার বিপরীত। কাজেই শালীনতার দাবি, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী উপেক্ষা করে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট বা হাফপ্যান্ট পরিধানে ছাত্ররা বিরত থাকবে বলে প্রত্যাশা করছি।[১]

৩.২. ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ

ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছাত্রী সুলভ হওয়া উত্তম। তবে সাধারণত স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করে থাকে। কিন্তু শিক্ষার উচ্চতর স্তরে ছাত্রীদের পোশাক ও পরিচ্ছদের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক

১. ভালো ছাত্রদের মডেল তথা মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, গায়ের পোশাক থেকে শুরু করে পায়ের জুতাসহ যা-যা নিত্য ব্যবহার্য উপকরণ আছে এগুলো কেমন হবে? কেন এমন হবে? কোন্‌গুলো সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য– এসব কিছুর আরো বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত চমৎকার একটি বই– **"আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ"**। রচনায় : জাবেদ মুহাম্মাদ। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের বলব, পৃথিবী নামক এ গ্রহে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে আদর্শিক মডেলের বিকল্প নেই। তাই নিজেদেরকে গড়তে এ বইটিও সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে। ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী, একদিন তোমরাই হতে পারবে দেশ ও জাতির কর্ণধার। আগন্তুকদের ভবিষ্যৎ।

www.pathagar.com

কোনো নিয়ম-নীতি না থাকায় ছাত্রীরা যে কোনো ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও ছাত্রী মাত্রই তাদের আত্মপরিচয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে, আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত। অর্থাৎ আমি বুঝাতে চাচ্ছি– একজন ছাত্রী মাত্রই অন্য নারীদের মতো শাড়ি, গহনা যেমন পরিধান করতে চাইবে না তেমনি আবার অশিক্ষিত অবলা মেয়েদের ন্যায় পোশাকও পরিধান করবে না; সিনেমার নায়িকা, নাটকের অভিনেত্রী, গার্মেন্টস কর্মী ও যাত্রাপালার নর্তকীদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে না।[২] ছাত্রী মাত্রই ছাত্রীদের পরিচয় জ্ঞাপক, শিক্ষার মূল্যমান সংরক্ষক হয়ে প্রতি মুহূর্ত চলাফেরা করা উত্তম।

ছাত্রীদের জামা হবে সুন্দর পরিপাটি ও শালীন। জামা পরিধানের যে উদ্দেশ্য তা পুরোপুরি এখানে সংরক্ষিত হওয়া উত্তম। আর তাই জামাকে কখনো আঁটশাঁট, ছোট রং-ঢং ও ফ্যাশনের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ না করা; কখনো অন্যকে আকৃষ্ট করার মতো না হওয়া; অনেক বেশি দামি অর্থাৎ পিতার আর্থিক অবস্থা মাথায় রেখে জামা তৈরি করা উত্তম। সেই সাথে বহু সংখ্যক জামা বানিয়ে টাকা অপচয় না করাও উত্তম। ভালো ছাত্রী মাত্রই পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্য ও মন-মানসিকতার দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। ভালো ছাত্রী কখনোই কারোর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে বা কারোর মনে কষ্ট লাগবে এমন কিছু করতে পারে না। বরং তাদের জামা কাপড় কম থাকলেও তা ধৌত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, তারা সব সময় বিনয় ও নম্রতার সাথে পোশাক পরিধান করবে, তারা হবে অত্যন্ত শালীন ও আদর্শের পথযাত্রী– এমনটিই ছাত্রীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা।

ছাত্রীরা ছোটবেলা থেকেই শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে। মাথায় স্কার্ফ ও ওড়না ব্যবহার করে পোশাক পরিধান করার যে মহৎ উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিধান মেনে চলার প্রতি তাদের নমনীয়তা তা অভ্যাসে পরিণত করে তোলা চাই। এ ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই মায়ের দিক-নির্দেশনা এবং সর্বোপরি মায়ের পোশাক ব্যবহারের পছন্দ-অপছন্দও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেন :

---

২. ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করতে যেয়ে আমি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন বা খাটো করছি না। আমি যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হলো– প্রত্যেক মানুষই তাদের কর্ম, চিন্তা, পেশা, নেশা বা প্রাতিষ্ঠানিক ড্রেস কোড অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাই ছাত্রীদেরও তাদের ছাত্রী পরিচয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা তাদের ছাত্রীত্বের দাবি। এ দাবি উপেক্ষা করে অন্য কোনো রকম বা রং-ঢংয়ের পোশাক পরিধান করা তাদের উচিত নয়।

www.pathagar.com

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়ে ও সাধারণ মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। তারপরও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আল কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : আয়াত-৫৯)

আজকাল সমাজে কতিপয় ছাত্রীদের দেখা যায় যারা পিতা-মাতার কাছ থেকে অনেক দামী পোশাক বা কয়েক সেট পোশাক দাবি করে থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে থাকে। তারা মনে করে, অনেক দামি পোশাক পরিধান করলে সবাই আমার দিকে তাকাবে, তাতে আমার সুনাম বৃদ্ধি পাবে। অথচ এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ, হাদীস নং-৩৬০৬, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৬, আ.প্র.)

ছাত্রীরা এমনভাবে সাজ-সজ্জা করবে না যাতে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ভালোভাবে পড়ালেখা করা তা ব্যাহত হয়। অন্যদিকে অধিক সাজ-সজ্জা শরীয়াতসম্মতও নয়। সুতরাং ছাত্রীদের পদচারণা হবে ভদ্র-নম্র ও বিনয়ের সাথে; নতুবা তা হবে শাস্তিযোগ্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (আল কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪ : আয়াত-৩১)

আবার ছাত্রীদের সুগন্ধি বা খোশবু ব্যবহার করার প্রতিও রাসূল নিরুৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোনো মহিলা খোশবু লাগিয়ে পুরুষদের মাঝে যায়, যাতে তারা তার খোশবুর ঘ্রাণ গ্রহণ করে, তবে সে এরূপ, এরূপ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সম্পর্কে জঘন্য ধরনের মন্তব্য করেন। (অর্থাৎ সে যেন ব্যভিচারিণী।) (আল হাদীস, আবু দাউদ শরীফ, অধ্যায় : চিরুনি করা, হাদীস নং-৪১২৫, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬১, ই.ফা.)

সুতরাং অন্যদের আকৃষ্ট হওয়ার মতো সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি ছাত্রীদের ব্যবহার না করাই উত্তম এবং আদর্শসম্মত।

www.pathagar.com

৪. ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র কাজ

৪.১. সর্বদা জ্ঞানোন্মুখ

ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময় থাকবে প্রাণ-চঞ্চল, উদ্যমী, জ্ঞান অর্জনের নেশায় বিভোর। এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন যা দেখবে, যা শুনবে, যা পড়বে, তা দ্রুত গ্রহণ করবে এবং মাথায় ধরে রাখবে। তারপর তার পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করার মধ্যদিয়ে নিজেদের জীবন গঠনের পাশাপাশি তা কাগজে লিখে আজ ও আগামীর প্রয়োজনে সংরক্ষণ করবে। আজ ও আগামী আগন্তুকদেরকে জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের চৌকস হতে সহায়তা করবে। এভাবে ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের গঠনের পাশাপাশি অন্যদের জ্ঞানার্জনেও সাহায্য করবে।

মূলতঃ ইলম বা জ্ঞানই মানুষকে পশু বা অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। ইলমের মাধ্যমেই মানুষ পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জীবের শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। তাইতো পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইলম বা জ্ঞান অর্জনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অর্জনই হচ্ছে উত্তম। জ্ঞানই মানুষকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম আসনে আসীন করতে পারে। জ্ঞানই মানুষকে সৃষ্টিকর্তার প্রিয় করে তুলতে পারে। জ্ঞানই মানুষকে সকল ক্ষেত্রে সমাসীন করে তুলতে পারে। তাইতো হযরত আলী (রা.)-কে একদল লোক একত্রিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো : 'ইলম উত্তম না ধন-সম্পদ?' উত্তরে তিনি বললেন : 'ইলম'। ইলম উত্তম এর প্রমাণ কী? তিনি বললেন :

❖ ইলম হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরাধিকার আর ধন-সম্পদ হচ্ছে ফিরাউন এবং কারূনের উত্তরাধিকার।

❖ ইলমের দ্বারা বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় ধন-সম্পদ দ্বারা সৃষ্টি হয় হিংসা-বিদ্বেষ।

❖ ইলম চুরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথচ সম্পদের কোনো নিরাপত্তাই নেই।

❖ ইলম পুরাতন হলে পরিপক্ক ও পরিমার্জিত হয়, আর সম্পদ পুরাতন হলে তার মূল্য কমে যায়।

❖ ইলম বা জ্ঞান অর্জনকারী আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মান ক্রমে ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, আর সম্পদশালীর দুর্নাম ক্রমে ক্রমেই বাড়তে থাকে।

❖ ইলম ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়, আর সম্পদ ব্যয় করলে হ্রাস পেতে থাকে।

❖ কিয়ামতের ময়দানে ইলমের হিসাব নেয়া হবে না, অথচ সম্পদের হিসাব কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে।

❖ ইলমের দ্বারা অন্তর আলোকিত হয় আর সম্পদের দ্বারা অন্তর অন্ধকার হয়।

www.pathagar.com

❖ ইলম মানুষকে হিফাযত করে অথচ সম্পদের হিফাযত মানুষকে করতে হয়।

❖ অধিক ইলমের কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজের সম্পর্কে– "আমি তোমার ইবাদতের হক আদায় করতে সক্ষম হইনি–" ঘোষণা করেছিলেন। আর অধিক সম্পদের কারণে ফিরাউন (আমিই তোমাদের বড় খোদা) ঘোষণা করেছিল।

অবশ্য একথা সত্য, সম্পদ দ্বারা দুনিয়ার অনেক ভালো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। সম্পদ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কাজ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তথাপি যে কোনো কঠিন কাজ অর্থ বা সম্পদের দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব নয়। উপমা স্বরূপ :

❖ সম্পদের দ্বারা আয়না ক্রয় করা তো সম্ভব কিন্তু চোখের দৃষ্টি ক্রয় করা সম্ভব নয়।

❖ সম্পদের দ্বারা নরম তুলতুলে বিছানা ক্রয় করা তো সম্ভব কিন্তু পরম তৃপ্তির নিদ্রা ক্রয় করা সম্ভব নয়।

❖ সম্পদের দ্বারা শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা সম্ভব কিন্তু ইলম ক্রয় করা সম্ভব নয়।

❖ সম্পদের দ্বারা চাটুকার বা তোষামোদকারীদের ক্রয় করা সম্ভব কিন্তু অন্তরের ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ক্রয় করা সম্ভব নয়।

❖ সম্পদের দ্বারা অলঙ্কারাদি ক্রয় করা সম্ভব কিন্তু রূপ-লাবণ্য এবং সৌন্দর্য ক্রয় করা সম্ভব নয়।

❖ সম্পদের দ্বারা বাড়ির চাকর রাখা সম্ভব কিন্তু সন্তান ক্রয় করা সম্ভব নয়।

❖ সম্পদের দ্বারা খিযাব ক্রয় করা সম্ভব কিন্তু যৌবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

উল্লিখিত কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত সম্পদের পেছনে না দৌড়িয়ে সর্বদা জ্ঞানার্জনে প্রতি উন্মুখ হওয়া জ্ঞান অর্জন করে আদর্শ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা, আদর্শ মানুষে পরিণত হয়ে দেশ জাতি ও বিশ্ব মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া, মহান স্রষ্টার কাছে মাথা নত করে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেয়া।

৪.২. পড়ালেখায় মনোনিবেশ

পড়ালেখায় ভাল করার জন্য একান্ত মনোযোগ সহকারে মনোনিবেশ করার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দীর্ঘ গবেষণায় দু'টি বিষয় প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। **এক.** একাগ্রচিত্রে প্রচুর পড়ালেখা করা এবং **দুই.** দীর্ঘ সময় ধরে পড়ালেখা করা। মূলত পরিপূর্ণ জীবন গঠনের প্রধান ও একমাত্র সঠিক ও সোজা পথই হলো পড়ালেখা করা। পড়ালেখা ব্যতিরেকে শান্তিময় জীবন পরিচালনা করা কখনোই

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। আর যাদের ব্যক্তিগত জীবনই অশান্তির করাল ছোবলে আছন্ন তাদের কাছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কিছু প্রত্যাশা করাতো অবশ্যই সুদূর পরাহত। কাজেই বলব প্রথমত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয়ত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে সোচ্চার হতেই ছাত্র জীবনে পড়ালেখার প্রতি জোর মনোনিবেশ করতে হবে। পড়ালেখার প্রয়োজনে অন্য যেকোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। পড়ালেখাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে, পড়ালেখাকে নিয়েই সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যস্ত থাকতে হবে।

৪.৩. ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ

ইতিহাস অতীতকে চোখের সামনে তুলে ধরে বর্তমানের পথ সুগম এবং ভবিষ্যতকে সবার সামনে কার্যকরভাবে উপস্থাপন হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইতিহাস বর্তমানের পথ চলার পরিধিকে করে সুবিস্তৃত। ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলকে করে আলোকিত। তাইতো ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিত। ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ মানব জাতিকে দুনিয়াতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রথম ওহী পাঠিয়েছেন 'ইক্বরা'-জ্ঞান অর্জন কর আর সে আহরিত জ্ঞান দ্বারা জীবন পরিচালিত কর। তোমার উপর মহান প্রভুর পক্ষ থেকে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যে মহান গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা আল কুরআনুল কারীম অনুযায়ী পালন কর। মূলত আল কুরআনুল কারীম মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে অবতীর্ণ একটি জীবন বিধান। এতে রয়েছে অতীতের সকল জাতি গোষ্ঠীর আগমন, উত্থান, পতন, ধ্বংসসহ সকল ইতিহাস, সে সময়ের নবী ও রাসূলদের কর্মকাণ্ড এবং যুগে যুগে অবতীর্ণ আল কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী সকল কিতাবসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আর এ জন্যেই জ্ঞান আহরণের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতির মধ্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ অন্যতম। পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান স্রষ্টা বহু ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করে তা থেকে মানব জাতিকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

"আমি আপনার নিকট উত্তম (ঐতিহাসিক) কাহিনী বর্ণনা করছি, যা আমি আপনার কাছে ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি। অথচ তার আগ পর্যন্ত আপনি (এ কাহিনী

www.pathagar.com

সম্পর্কে) ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন।" (আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২ : আয়াত-০৩)

অনুরূপভাবে আল কুরআন-এর অনেক আয়াতে আদম আলাইহিস সালাম এবং তার জাতি থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলগণের কাওম বা জাতি গোষ্ঠীর অনেক ঘটনা, অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেগুলো ভালোভাবে পড়ে তা থেকে জ্ঞান আহরণ করে, সে জ্ঞানের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করার জন্য বারবার তাকিদ প্রদান করা হয়েছে।

এমনিভাবে আমরা যদি আল কুরআনুল কারীম ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিতাদর্শের প্রতি মনোনিবেশ করি তবে দেখতে পাবো যে, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য দু'টি ধারায় বর্ণিত হয়েছে। একটি হচ্ছে সে যুগের সাধারণ মানুষ কিভাবে নিজেদের আসল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে গুমরাহীর অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং অপরটি হচ্ছে সমকালীন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী রাসূলগণ কিভাবে দ্বীনের দাওয়াত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সেই গোমরাহ জাতিকে বিভ্রান্তির অতল গহ্বর থেকে মুক্তির চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা যদি ওহী ভিত্তিক ইতিহাস তথা আল কুরআনুল কারীম ও আল হাদীসে বর্ণিত ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, ঐসব যুগের পথভ্রষ্ট মানুষের নিকট সমকালীন নবী রাসূলগণ (আ.) যখনই সঠিক দাওয়াত পৌঁছাতেন, তখনই তারা এর বিরোধিতা করে বলতো, আমরা ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যে জীবন ব্যবস্থা পেয়েছি তা কোনো অবস্থায়ই বর্জন করে নতুন জীবন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো না।

মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে আমাদের জীবনে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে গেলে পূর্বের যুগের মতো এ যুগেও যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করার জন্য আল্লাহ পাক একদিকে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের (আ.) এবং অপরদিকে তাঁদের অনুসারী ও তাঁদের সাথে বিদ্রোহ করেছে এমন জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন। যাতে আমরা এগুলো গভীরভাবে পড়ে তা থেকে জ্ঞান আহরণ করে আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলার খলিফা হিসেবে আমাদের গঠন করতে পারি।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নামে অনৈতিহাস, অনৈতিহাসিক ঘটনাসহ আমরা যেন কোনো ভুলের বেড়াজালে

www.pathagar.com

আটকে না পড়ি। আমরা যেন মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত ইতিহাস পড়ে তা বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে না পড়ি। ভুল পথের দিকে যেন ধাবিত না হই সেদিকে আমাদের প্রত্যেককে গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর তবেই ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে জ্ঞান আহরণ করে আমরা সঠিক ও সত্য পথে পরিচালিত হতে পারবো।

৪.৪. ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ

ভ্রমণ বা শিক্ষা সফর জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে আমাদের স্রষ্টা ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ করেছেন :

"বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা আর-রূম, ৩০ : আয়াত-৪২)

হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন : সফর বা ভ্রমণ দু'ধরনের। যথা : পার্থিব ও পারলৌকিক। এ উভয় ভ্রমণের জন্যই পাথেয় দরকার। পার্থিব ভ্রমণে পাথেয় সাথে রাখতে হয়, আর পারলৌকিক ভ্রমণে যাত্রার আগেই পাথেয় পাঠাতে হয়।

আসমান-জমিন, জান্নাত-জাহান্নাম, বায়তুল মামুর, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশ-কুরসী, আল্লাহর নিজস্ব সিফাত ইত্যাদি সম্বন্ধে বাস্তব শিক্ষা ও জ্ঞান দান করার মহান উদ্দেশ্যে মিরাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যান এবং এ প্রসঙ্গেই আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ ইরশাদ করেন :

"সেই পবিত্র সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে (মুহাম্মাদ সা.) রাতের কোনো অংশে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম (কাবা শরীফ) থেকে মসজিদে আকসা (বায়তুল মাকদিস) পর্যন্ত, যার চতুর্দিক আমি বরকতময় করেছি। এজন্য যে, আমি তাঁকে আমার কতিপয় নিদর্শন প্রদর্শন করাব।" (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : আয়াত-০১)

নবী করীম (সা.) মিরাজের ভ্রমণেই অনেক জ্ঞান আহরণ করেন। তাইতো তিনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা সম্বন্ধে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন :

যে ব্যক্তি ইলম তলব (জ্ঞান অন্বেষণ) করার উদ্দেশ্য কোনো রাস্তায় চলে আল্লাহ তাকে বেহেশতের একটি পথ সুগম করে দেন। ফিরিশতাগণ জ্ঞান অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ অবনমিত করেন। আর জ্ঞান অন্বেষীর জন্য

www.pathagar.com

আসমান ও জমিনবাসী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও। নিশ্চয় ইবাদতকারীর উপর আলেমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদা সমতুল্য। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসেবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা ওয়ারিসী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো। (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : মুকাদ্দিমা (ভূমিকা), হাদীস নং-২২৩, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৫, আ.প্র.)

মহাকাশ, জমিন ও পানিতে ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষের জন্য বহুবিধ জ্ঞান আহরণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

"পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো, অতপর দেখো যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।" (আল কুরআন, সূরা আল-আন'আম, ০৬ : আয়াত-১১)

ভ্রমণের যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে গিয়ে শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন, "ভাবুক ভ্রমণকারী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দরবেশ।"

সুতরাং বলা যায়, ভূমণ্ডল, আকাশ-পাতাল, সাগর-মহাসাগর, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি পরিভ্রমণ করে যথাযথ জ্ঞানার্জন ও জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

৪.৫. আদর্শিক গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন

ছাত্র-ছাত্রীরা যে যে ধর্মের অনুসারী বা ধর্মীয় গোত্রেরই হোক না কেন প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি করে আদর্শ গ্রন্থ তথা জীবন বিধান রয়েছে। যেমন : খৃস্টানদের জন্যে বাইবেল, হিন্দুদের জন্য গীতা, এভাবে মুসলিম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল-কুরআন। বিশ্বের সমগ্র মানব জাতি তাদের দুনিয়ার জিন্দেগীকে সাফল্যময় ও সুন্দর করে সাজাতে সর্বত্রই মানবতার হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে সকল প্রকার অনৈতিকতা দূর করতে এ সকল আদর্শিক গ্রন্থ পাঠ করে তা জীবনে বাস্তবায়ন করার বিকল্প নেই। পৃথিবীর বুকে সকল ধরনের ভালোর উৎস ও মন্দের পরিচিতি এ সকল আদর্শিক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়।

তাইতো ভালো ছাত্রী-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে সকলকে তাদের স্ব-স্ব ধর্ম অনুযায়ী আদর্শিক গ্রন্থ রীতিমতো পাঠ করা প্রয়োজন। সেই সূত্রে জ্ঞান আহরণের তাকিদে সকলকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শিক গ্রন্থ মহান স্রষ্টার বাণী আল কুরআন এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী আল হাদীস-এ দু'টি গ্রন্থ পাঠ করে নিজেদের গঠন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

৫. ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার উপকরণের প্রতি যত্নবোধ জাগ্রত হওয়া

পড়ালেখা ও শিক্ষা উপকরণ যেমন : চেয়ার-টেবিল, বই, খাতা, কলম, কাঠপেন্সিল, ইরেজার বা রাবার, শার্পনার, জ্যামিতি বক্স, রুলার, ক্যালকুলেটরসহ শিক্ষা সহায়ক সকল উপকরণ পবিত্র ও সম্মানের বস্তু। ফলে এসকল উপকরণ ও বইগুলো আজ ও আগামীর জন্য সংরক্ষণ কথা আবশ্যক। কেননা এসকল উপকরণ অন্যান্য উপকরণের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যমানের, অনেক অনেক বেশি দামী। এসব উপকরণগুলোকে গায়ে লেখা মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। এসবের মূল্যায়ন করতে হবে কার্যকারিতা বা গুণাবলীর ভিত্তিতে। অর্থাৎ যেসব উপকরণগুলো মানুষকে অনেক উপরে উঠতে সহায়তা করে, মানুষকে সভ্যতার শীর্ষে উন্নীত করে, মানুষকে মহান আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় করে দুনিয়ার বুকে মহাসম্মানের আসনে আসীন এবং আখিরাতেও মুক্তি পেতে সহায়তা করতে পারে সে জিনিসগুলোর মূল্যায়ন কত হওয়া উচিত তা বোধহয় আর লেখার অপেক্ষা রাখে না।

এ জন্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ছাত্রত্বের দাবি অনুযায়ী দিক নির্দেশনা হলো কখনো শিক্ষা উপকরণ ঢিল ছুঁড়ে ফেলা বা রাখা, পায়ের সাথে টাচ হওয়া, ব্যাগ কাঁধে নিলে হাঁটুর সাথে ধাক্কা খাওয়া, বাসায় টেবিলের নিচে শিক্ষা উপকরণ ফেলে রাখা, শিক্ষা উপকরণ কলম, খাতা-বই হারানো, ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি কখনোই করবে না। তাছাড়া তোমার ছাত্রত্বের পরিচয়ও এ সকল শিক্ষা উপকরণের সাথে জড়িত। এসব শিক্ষা উপকরণের সাথে তোমাদের সম্পর্কের ঘাটতি হলে তোমাদের পড়ালেখা কেমন হবে তাও চিন্তা করবে।

মনে রাখবে, শিক্ষা উপকরণ জড় বস্তু হলেও তা জীব বস্তুর ন্যায়। যে উপকরণগুলো মানুষকে উজ্জীবিত করতে পারে, জীবন গড়ে দিতে পারে, জীবনের গতিকে উদ্দ্যমশীল করে দিতে পারে, ভিশন অর্জনে সহায়তা করতে পারে, পিতা-মাতার আশা পূর্ণ করতে পারে, প্রতিবেশীকে নতুন আলোতে আলোকিত করতে পারে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেয়ার যোগ্য করে তুলতে পারে, সর্বোপরি সকলকে নতুন স্বপ্নে বিভোর করতে পারে সে শিক্ষা উপকরণগুলোর মূল্যায়ন তো অবশ্যই অনেক অনেক বেশি হওয়া উচিত। আর এ কথাগুলো মনে রেখে যারা সেসবগুলোর সাথে গ্রহণযোগ্য আচরণ করবে কেবল তারাই এর সুন্দর সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

৬. ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়া

শিক্ষা দান বা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার কেন্দ্র হিসেবে যে প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয় তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি যে ব্যবস্থাপনায়ই গড়ে তোলা হোক না কেন এর উদ্দেশ্যই হলো ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ার নিমিত্তে নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানগুলো অব্যক্তভাবেই জ্ঞান অর্জনে সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে থাকে। ফলে বছর গড়িয়ে যুগ পেরিয়ে শতাব্দীকাল ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে এ শিক্ষাঙ্গনগুলো। তাইতো দেশ ও দশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সমূহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার এ অঙ্গনগুলোও শ্রেষ্ঠ, এ শিক্ষাঙ্গনগুলোও পবিত্র। আর এজন্যেই হয়তো এ প্রতিষ্ঠানগুলোর নামও সর্বত্র পরিচিত।

৬.১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা

ভালো ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানেই ভালো ছাত্র-ছাত্রী। অর্থাৎ ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভালো ছাত্র-ছাত্রী একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। তাইতো ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ প্রয়োজনে, নিজেদের আত্মপরিচয়ের স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্ব শক্তিশালী করার মানসে নিজ থেকেই তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। তাছাড়া ভালো ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই শিক্ষা উপকরণের প্রতি যেমন যত্নশীল হবে যেমন সম্মান দেখাবে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি উপকরণের প্রতিও যত্নশীল হবে, সম্মান প্রদর্শন করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিতই হয়েছে মানুষ গড়ার আঙ্গিনা হিসেবে, এ প্রতিষ্ঠান জড়বস্তু হলেও তা শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে প্রকৃত অর্থেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ প্রতিষ্ঠান জড়বস্তু হলেও দু'হাত ছানি দিয়ে এলাকার সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তার অঙ্গনে মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে নিরবে আহ্বান জানিয়ে থাকে। যেমনি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র দেশ ও বহির্বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের ছাত্র হতে আহ্বান জানিয়ে থাকে। এবার যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি হয় সে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটি ইট, বালুকণা, ক্লাস রুমের বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার, টেবিলসহ প্রতিটি জিনিসের সাথে মিশে থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের অস্তিত্ব; তৈরি হয় নাড়ির বন্ধন। আর এভাবেই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম স্থান দখল করে নেয় ছাত্র-ছাত্রীদের পবিত্র অন্তরে; ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে হাতে, ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রয়ার বা লকারে, ঘরের সুকেস বা ড্রয়িং রুমে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথোপকথনে, ছাত্র-

www.pathagar.com

ছাত্রীদের আত্মপরিচয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদের পজিশন নির্ণয়ে অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা যতদিন পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে ততদিন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তারা বহন করে, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পতাকা তারা ডান হাতে উঁচু করে ধরে রাখে। এমনকি অভিভাবকগণও স্বগৌরবে ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম সর্বত্র বলে থাকে।

কাজেই এমন যে প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে ছাত্র-ছাত্রীদের অস্তিত্ব, যে প্রতিষ্ঠানের সুউচ্চ ভবন ও চাকচিক্যপূর্ণ সুসজ্জিতকরণের সাথে মিশে আছে ছাত্র-ছাত্রীদের দেয় অর্থ, যে প্রতিষ্ঠানের সুনামের সাথে মিশে আছে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যময় কীর্তিকথা, যে প্রতিষ্ঠানকে দিকে-দিকে পরিচয় ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে যুগে-যুগে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সেই প্রতিষ্ঠানটি সংরক্ষণে, সে প্রতিষ্ঠানটির বিকাশে তো ছাত্র-ছাত্রীদেরই এগিয়ে আসা কাম্য। কিন্তু তা না করে শিক্ষকদের অপারগতা বা শিক্ষকদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের অভাবে বা বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার নামে এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি চড়াও হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গায়ে আঁচড় লাগিয়ে থাকে, ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিয়ে আনন্দ উল্লাস করে– যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ধ্বংসযজ্ঞে নেতৃত্ব দেয়া, উস্কানি দেয়া, নিজে বা অন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জড়ানোর অপচেষ্টা ছাত্র-ছাত্রীদের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তাদের ছাত্রত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তাদের ভালোত্বকে বিলীন করে দেয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি বা শিক্ষকদের কোনো গৃহীত নীতির বিপক্ষে তোমাদের অবস্থান হতে পারে, তোমাদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি, কোর্স ফি বৃদ্ধি, ফরম ফিলাপের ফি বৃদ্ধি হোস্টেল বা আবাসিক হলে থাকা খাওয়ার চার্জ বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনা হয়তো ঘটতে পারে। এ অবস্থায় তোমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে আলাপ-আলোচনা করে দেখ; স্যারদের সাথে কথা বলো; বুঝানোর চেষ্টা করো। কিন্তু এর বিপক্ষে শিক্ষকদের সাথে খারাপ বা মন্দ আচরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের নীতি অবলম্বন তো কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। বরং এমন কিছু করা মানে নিজেদের অস্তিত্বে নিজেরাই আঘাত করার শামিল নয় কি? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি কাঁচ খসে পড়া কি নিজেদের শরীর থেকে রক্ত ঝড়ার শামিল নয়? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর– এমন খবর প্রচার কি তোমাদের সম্মান হানি নয়, কেউ কি নিজের অস্তিত্ব গড়ার অঙ্গন ধ্বংস করে নিজেকে গড়তে সক্ষম হবে– এ বিষয়গুলো একটু ভেবে দেখবে। নিজেদের বিবেককে নিজেরাই প্রশ্ন করবে।

তবে আমার মনে হয় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই আমার সাথে একমত হবে এই

www.pathagar.com

মর্মে যে, এটা দুঃখজনক। কেউ তার নিজ অস্তিত্বের রক্ত ক্ষরণ ঘটাতে পারে না। বিশেষ করে শিক্ষা পিপাসু ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনের প্রতিটি উপকরণ যেমন, চেয়ার-টেবিল না ভাঙা, বেঞ্চের উপর নানা কথা লেখালেখি না করা, দরজা-জানালা ধপাস-ধপাস করে খোলা ও বন্ধ না করা, ক্লাস রুমের ভিতর কাগজ পত্র ও অন্যান্য ময়লা না ফেলা, বৈদ্যুতিক সুইচ অফ করে ক্লাস রুম ত্যাগ করা, ব্লাকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে লেখার উপকরণ ওএসপি, প্রজেক্টর এবং পাওয়ার পয়েন্টে শো করার মতো উপকরণ ইত্যাদির প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। এমন ছাত্র-ছাত্রীরা কখনোই উল্লিখিত উপকরণ ধ্বংস বা নষ্ট হোক তা চাইতেই পারে না। আর এমন ছাত্র-ছাত্রীই ভালো ছাত্র-ছাত্রী বলে পরিগণিত।

৬.২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সম্মান করা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড গতিশীল ও সচল রাখার লক্ষ্যে নিয়োজিত বহু লোকের সম্মিলনে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে উদ্যোক্তা, এ প্রতিষ্ঠানের স্থান ও অর্থের যোগান দাতা; প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি সেক্টরকে কর্মক্ষম ও গতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিয়োজিত কর্মীবাহিনী ও শিক্ষকগণ সবাই মিলেই মূলত একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রচিত হয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সাথে যাদের সম্মিলন ঘটে তাদের সকলের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলা, নানা প্রয়োজনে তাদের কাছে সহনশীলতার পরিচয় দেয়া, তাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করা। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার মতো এতো মহৎ ও উন্নত কাজ সমাজে আর অন্য কোন্‌টি নেই। এ লেখার অর্থ এই নয় যে, আমি অন্য প্রতিষ্ঠান ও তার উদ্যোক্তাদের খাট করছি। আমি মনে করি, সকল প্রতিষ্ঠানই স্ব-স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তুলনা করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হবে সকল প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। আর এটা হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ পৃথিবীর বুকে সকল কিছু গড়ার প্রতিষ্ঠান যে মানুষ গড়ে। আর সেই মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা গড়ে তাদের দু'গ্রুপ তো কখনোই এক হতে পারে না। অবশ্যই মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠানই হলো শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠান নির্মাণই হলো ভালো কাজ, উত্তম কাজ। কাজেই যে বা যারা এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তারা যে ভালো কাজ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সকলেই ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার হকদার। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত তাদের প্রতি সম্মান পেশ করা, তাদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব গড়ার এক-একটি অংশ মনে করে শ্রদ্ধা পেশ করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেট রক্ষক তথা গেটে অভ্যর্থনাকারী ভাই থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

অফিসের কোনো সেক্টরের কোনো একজন ভাই যেন ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো আচরণ কথা-বার্তা বা চাহনী দ্বারা কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষণ। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক সকলেরই দায়িত্ব হলো তাদের প্রতি সচেতন ও সুন্দর আচরণ করা। কেননা সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলই হলো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাজেই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও সুনামকে মাথায় রেখে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অভিভাবকগণ ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য চেষ্টা করছেন বা করাচ্ছেন তিল-তিল করে। ঐ ঐতিহ্য গড়ার রাজমিস্ত্রী ও যোগানদাতা তো ঐ প্রতিষ্ঠানের গেইট থেকে শুরু করে প্রধান পর্যন্ত সকলেই। কাজেই সকলেরই উচিত দায়িত্ব পালনে তাদের সহযোগিতা করা, উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের প্রতিও যথাযথ মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ পেশ করা।

৭. ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশ ও সংরক্ষণে করণীয়-বর্জনীয় বিভিন্ন দিক

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র কাজ হলো পড়ালেখা করা। পড়ালেখায় ভালো হওয়ার লক্ষ্যে অন্য সবকিছু হতে নিজেদের দূরে রাখা। বিশেষ করে প্রখর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার আরো বিকাশ ও সংরক্ষণ, মধ্যম ও কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাকে লালন এবং বিকাশে উন্নীত করার টার্গেট গ্রহণে প্রতিদিন কিছু কাজ করা আর কিছু বর্জন করার প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। এখানে সেই রকম কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হলো :

৭.১. প্রখর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয়

০১. ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মিলে মিশে চলবে এবং সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

০২. স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার প্রাঙ্গনে কোনো কাজ করতে হলে শিক্ষকদের অনুমতি ও পরমার্শ গ্রহণ করবে।

০৩. অন্যদেরকে পড়ালেখায় উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাবে।

০৪. কারোর সাথে অহংকার করবে না।

০৫. ক্লাসের দুর্বল ও কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

০৬. নিজে ভালো ছাত্র বলে পড়ালেখা কম না করে বরং আরো বেশি-বেশি পড়ালেখা করবে। কেননা একটি প্রবাদই আছে 'যতই পড়বে ততই শিখবে' তাই বেশি করে পড়ার চেষ্টা করবে।

০৭. শিক্ষকদের সবসময় সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা করবে। শিক্ষকদের আদেশ নিষেধের বাইরে কোনো কাজ করবে না।

www.pathagar.com

০৮. জীবনে ভালো করার স্পিরিটে এগিলে চলবে; দেশ ও দশের কল্যাণের দৃপ্ত শপথে আত্মনিয়োগ করবে।

০৯. শিক্ষকদের চোখে বেয়াদবি বলে গণ্য হবে এমন যে কোনো কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবে।

১০. শিক্ষকগণ কোনো কারণে কোনো কর্মকাণ্ডে ভুল বুঝলে তা শুধরিয়ে নিবে এবং শিক্ষকদের কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাইবে।

১১. রীতিমতো স্রষ্টার আদেশ অনুযায়ী প্রার্থনা করবে।

১২. সবসময় চেষ্টা, চর্চা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা অব্যাহত রাখবে।

৭.২. মধ্যম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয়

মধ্যম মেধাবী বলতে কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা শ্রেণীতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মধ্যম মানের ছাত্র-ছাত্রী বলে পরিচিত বা তারা নিজেরাও মনে করে আমরা তো আর বেশি ভালো করতে পারব না। আমরা এই তো আছি। পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি। ঠিক এমন মনোভাব পোষণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় বিষয়গুলো কি হবে তা জানাতেই এ লেখা।

০১. প্রখর মেধাবী বা ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন দশম স্থান পর্যন্ত রোল নম্বরধারী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুকরণ-অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে।

০২. পড়ালেখায় অধিক মনোযোগ দিবে এবং সর্বদা পড়ালেখা সংক্রান্ত আলোচনায় মগ্ন থাকবে।

০৩. পড়ালেখায় অলসতা করবে না।

০৪. অনর্থক ঘোরাফেরা করে সময় নষ্ট করবে না।

০৫. পড়ালেখায় আরো ভালো করার লক্ষ্যে চেষ্টা ও চর্চা অব্যাহত রাখবে।

০৬. শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না।

০৭. সহপাঠীদের সাথে পড়ালেখার বাইরে কোনো কিছু নিয়ে অহেতুক মেতে উঠবে না।

০৮. সবসময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে মেধা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবে।

৭.৩. কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয়

পড়ালেখায় যারা দুর্বল, ক্লাসে যারা পিছিয়ে তারাই মূলত কম মেধাবী বলে গণ্য। এমন ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো হলো :

০১. ক্লাসের প্রখর মেধাবী ও মধ্যম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছাকাছি থাকবে। তাদের পড়ালেখার স্টাইল আয়ত্তে নিতে চেষ্টা করবে।

০২. পড়ালেখার ক্ষেত্রে নিরাশ হবে না।

www.pathagar.com

০৩. খেলাধুলা ও গল্প-গুজব থেকে দূরে থাকবে।

০৪. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে বেশি-বেশি সাহায্য চাইবে; দু'আ করবে।

০৫. গুনাহ ও সকল অপছন্দনীয় পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে।

০৬. সর্বদা পড়ালেখায় ভালো হওয়ার চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকবে।

০৭. শিক্ষকদের কাছাকাছি থেকে খিদমত করতে চেষ্টা করবে।

০৮. কখনো আমার মেধা খারাপ, আমার দ্বারা কিছুই হবে না, আমার পড়ালেখা করে লাভ কী– এমন মনে করবে না, বরং মনে করবে অন্যরা যদি পারে আমিও পারব ইনশাআল্লাহ।

■ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বক্ষণিক ও দৈনন্দিন করণীয়

ছাত্র-ছাত্রীরা সার্বক্ষণিক শেখার নেশায়, জানার নেশায়, বুঝার নেশায় জ্ঞানোন্মুখ হওয়ার কারণে মানুষের চিরশত্রু শয়তান তাদের বিপথগামী করানোর চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বক্ষণিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র থাকা উত্তম। মূলত শিক্ষা লাভ করা আল্লাহর আদেশ। মানুষ যখন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী পথ চলতে শুরু করে তখন আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনকারী শয়তান মানুষকে বিপথগামী করে তাদের দলে নিতে চায়। আর এ অবস্থা বা শয়তানের মোকাবেলা থেকে বেঁচে থাকতে সার্বক্ষণিক ছাত্র-ছাত্রীদের থাকতে হবে সতর্ক ও সচেতন। এ জন্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের যা-যা করণীয় তা হলো :

০১. পড়ালেখার শুরুতে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং বিসমিল্লাহ পড়া।

০২. মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় ও অন্যান্য মতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী প্রতিদিন প্রার্থনা করা।

০৩. সবসময় পাক-পবিত্র থাকার লক্ষ্যে পায়খানা-প্রস্রাব করে ঢিলা-কুলুব (টয়লেট পেপার দিয়ে মুছে নেয়া) ব্যবহার করা ও পানি ব্যবহার করে অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা।

০৪. পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

০৫. হাত পায়ের নখ প্রতি বৃহস্পতিবার ও দাঁত প্রতিদিন সকাল ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ব্রাশ করে নেয়া।

০৬. প্রতিদিন গোসল করা।

০৭. নিজ নিজ পড়ার কক্ষ, টেবিল, বুক সেলফ, শিক্ষা উপকরণ ও বিছানাপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা।

www.pathagar.com

০৮. প্রতিদিন সকালে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা ফজর সালাত আদায়ের পর ন্যূনতম আধা ঘণ্টা আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত আর অন্যান্য মতাবলম্বীরা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ধর্ম গ্রন্থ পড়া এবং পুরো দিনের কল্যাণ কামনা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

৮. ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছাত্রত্বের দাবি অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা

ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়া সকলেরই কামনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের রয়েছে অনেক অভাব। একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট, সকলেরই জানা। ফলে দিন দিন প্রতিদিন আমরা আমাদের মৌলিকত্ব হারাতে বসেছি। শ্রেষ্ঠ জাতি থেকে ক্রমেই দিনের পর দিন অন্য প্রাণীর মতো আচার-আচরণ করে তাদের সাথে তুল্য হচ্ছি। ফলে থমকে দাঁড়াচ্ছে মানবতা, রুখে যাচ্ছে প্রকৃতি, ধেয়ে আসছে ধ্বংস-লীলা, তাইতো এ অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী এবং কিভাবে তা থেকে মুক্ত থেকে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদেরকে যোগ্যতম করে গড়ে তুলবে, দেশ ও দশের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবে তা এখানে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো :

৮.১. পড়ালেখায় বেশি মনোযোগী হওয়া

ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বের প্রধান দাবি হচ্ছে পড়ালেখা করা এবং পড়ালেখার সময়ে মনে অন্য কোনো কিছুকে স্থান না দেয়া। কেননা একথা সর্বজনবিদিত পড়ালেখায় মনোযোগী না হলে কেউ ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারবে না। ফলশ্রুতিতে জীবনে ভাল কিছু করা যাবে না। এতে ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ থেকে রাষ্ট্র ও বহিঃরাষ্ট্রের স্বজাতি তথা মুসলিম উম্মাহ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ আজকে যে ছোট, কাল সেই-ই তো হতে পারে অনেক বড়। তখন তার সুশিক্ষার বদৌলতে সুকর্মের সুফল ভোগ করবে জগতবাসী। তাই কোনো এক অজানা অজপাড়া গাঁয়ে ছোট্ট কুটিরে জন্মগ্রহণকারী সেই সন্তানই হয়তো আদর্শ শিক্ষা অর্জন করে পরিচিত করে তুলতে পারে সেই গ্রামকে সকলের মাঝে। সুতরাং আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী হয়ে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করে ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশের সম্পদে পরিণত হওয়ার চেষ্টা ও তামান্নাই হোক ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র ব্রত।

www.pathagar.com

৮.২. কল্পনায় জীবনের চিত্র অঙ্কন করা

কল্পনা মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক মানুষ কোনো কাজ করার পূর্বে এ কাজের সফলতা-বিফলতা সম্পর্কে মনে মনে কল্পনা করে থাকে। কল্পনাকে কোনো কাজের প্রাথমিক প্রস্তুতি বলা যায়। অর্থাৎ কল্পনা হলো জীবনের ভিশন বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে সফলতা অর্জনের পর্যায়ক্রমিক সিঁড়ি। যা মানুষের চিন্তা-চেতনায় আঘাত করে তাদের মেধা ও প্রতিভাকে সক্রিয়, সৃজনশীল ও গ্রহণক্ষম, বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক পর্যায়ে উপনীত করে।

কল্পনা মানুষের ভাল গুণ। যার কল্পনাশক্তি যত বেশি তার বুদ্ধি তত প্রখর। তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কল্পনায় নিজের জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে হবে। কল্পনায় আজ এখানে আছি কাল ইনশাআল্লাহ ওখানে যাব; এভাবে কল্পনা করে জীবনে সফলতার চিত্র অঙ্কন করে নেয়া উত্তম।

অবশ্য সতর্ক বাণী হচ্ছে, এ কল্পনা যেন কখনোই এমন না হয়–যা বাস্তবে রূপদান অসম্ভব তথা আকাশ-কুসম কল্পনা; লাগামহীন কল্পনা; অযৌক্তিক কল্পনা; যা কখনো আয়ত্তে আসার সম্ভাবনা নেই; এমন কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হ্যাঁ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে ভালো ফলাফল অর্জন, ছাত্র জীবনের পূর্ণতা আনয়ন, লেখক গবেষক হওয়া, একজন বিজ্ঞানী, ডাক্তার হওয়া ইত্যাদি কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করে যদি সে অনুযায়ী মনোযোগের সাথে সময়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে পড়ালেখা করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে হয়তো তা অর্জন সম্ভব। তবে বিজ্ঞানী ও ডাক্তার হওয়ার জন্য নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিজ্ঞান বিভাগে রেজিস্ট্রেশন ও ভালো ফলাফল অর্জন করতে হবে নতুবা কল্পনা থাকলেও তা হওয়া যাবে না। আর তাই বলব, কল্পনাকে শুধু কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কোনো দিন বাস্তবে ফলাফল আশা করা যায় না। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবেও চেষ্টা করতে হবে। কল্পনার মধ্যেই থাকতে হবে সেই অনুযায়ী কাজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা।

এবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও কথা আছে, পরিকল্পনা করতে গিয়ে আবেগবশত ও লাগাম ছাড়া হওয়া ঠিক হবে না। নিজেদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য, অধিক চর্চা ও চেষ্টার সমন্বয় ঘটিয়ে যা নিজেদের আয়ত্তে আছে বা ভবিষ্যতে আনয়ন সম্ভব তার পরিকল্পনা করা উত্তম। যেমন ভালো ছাত্র-ছাত্রী হয়ে ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব, আর তাহলে লেখক, গবেষক হয়ে জাতির খেদমত করা, তাদের জ্ঞানার্জনে ভূমিকা রাখা, শিক্ষক হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়া, ডাক্তার হয়ে ধনী-দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবা দেয়া, বিজ্ঞানী হয়ে জীবনের গতিশীলতায় নতুন নতুন আবিষ্কার যোগ করা, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন করা, সংগঠক বা উদ্যোক্তা হয়ে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া

www.pathagar.com

ও পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান গড়ে দিয়ে দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং দেশের সম্পদে পরিণত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু এতসব ভালো বা উত্তম কাজগুলো যদি কেউ আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী না হয়ে বা উত্তমভাবে পড়ালেখা না করে কল্পনা ও সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করে তাহলে তা কখনো বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হবে না। কেননা কেউ যদি কল্পনা করে সে একজন আদর্শ শিক্ষক হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়বে অথচ সে নিজেই পড়ালেখা করে না, আদর্শ লেখক হয়ে জাতির খেদমত করবে, জাতিকে সংশোধন ও আদর্শিক গঠনে ভূমিকা রাখবে অথচ সে নিজেই আদর্শবান না তাহলে তা কখনোই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনি করে আরো অনেক অবাস্তব কল্পনা কখনো কখনো শয়তানের প্ররোচনায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সেগুলো থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদেরকে ঘুরিয়ে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কল্পনা ও তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করার চেষ্টা করবে। নিজেদেরকে সব সময়ই মেধাবী ভাববে এতে পড়ালেখায় প্রচণ্ড আগ্রহ ও ইচ্ছা জাগবে। তবেই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে না পাওয়ার হতাশা, নিরাশা বা দুঃখ-কষ্ট ও দীর্ঘশ্বাস আসতে পারবে না এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ভিশন অর্জনে হবে চূড়ান্তভাবে সফল।

৮.৩. সময়ের সদ্ব্যবহার

ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠন হতে সকলকে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সময়ের কাজ সময়েই করতে হবে। পড়ালেখা ও নিজেদের আদর্শিক গঠন মূলত ছাত্র জীবনেরই দাবি। এ দাবি ছাত্র জীবনেই পূরণ করতে হবে। ছাত্র জীবনে পড়ালেখা ছাড়া অন্য কোনভাবে সময় নষ্ট করা মানে নিজের জীবনকে নিজেই কুঠার দিয়ে আঘাত করার শামিল। নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেয়ার নামান্তর।

অন্যদিকে মানব জীবন নির্দিষ্ট। মৃত্যু আমাদের জীবনে আসবেই এবং মৃত্যুর সময় চূড়ান্ত। আর তাই প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রম করা মানে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া, মৃত্যুর কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়া, জীবনের সময় কমে যাওয়া। কাজেই সময় থাকতেই সময়ের কাজ সম্পাদন না করা বা সময়ের অপব্যবহার করা যে কত বড় রকমের আত্মঘাতী কাজ তা হয়তো অনেকেই টের পায় না। তাই আমাদের সকলের উচিত এ সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন করা, সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার করা। অবশ্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে হতে হবে কঠোর অধ্যবসায়ী ও কঠোর পরিশ্রমী। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা সময়ের সদ্ব্যবহারের পাশাপাশি সময় জ্ঞান ঠিক রেখে কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা শিক্ষা জীবনে ভালো ফলাফল অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

■ সময়ের সদ্ব্যবহারের কতিপয় ধরন ও নীতি অবলম্বন

সময়ের সদ্ব্যবহারে সকলেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু সময়ের গতিকে কেউ রোধ করতে পারে না, থামিয়ে রাখতে পারে না, এর নিয়ন্ত্রক যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেহেতু এর প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টার যথাযথ ব্যবহার হওয়া চাই।

আর তাই আশা করছি, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি প্রখর দৃষ্টি দিবে। নতুবা এক নম্বরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে জবাবদিহি এবং দ্বিতীয় নম্বরে জীবনে সফলতার সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়া যে নিশ্চিত। এতে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর বিধি বিধান বাস্তবায়ন করা যে হবে কঠিন।

এ জন্যেই আদর্শিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বলবো, সময়ের যথাযথ হিসাব করে নিজেদেরকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভিন্ন মতবাদ বা ব্যক্তি মতাদর্শের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও এ মিছিলে শামিল করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা তারাও এ দেশেরই সন্তান, এ ভূমিরই নাগরিক। তারা আমাদের ভাই, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন, তাদের আদর্শিক পথে ফিরিয়ে আনা, যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা ছাড়া যে আমাদেরও উপায় নেই।

ভালো বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক গঠন

যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো দৃষ্টিভঙ্গি, ভালো চিন্তা-চেতনা, সুন্দর জীবন গড়তে সচেষ্ট হয় তারা ভালো বন্ধুর সংস্পর্শ লাভ করে। তারাই ভালো বন্ধু-বান্ধব গড়তে সক্ষম হয়। এবার প্রশ্ন আসতে পারে ভালো বন্ধু-বান্ধব কারা? কী তাদের পরিচয়? ভালো বন্ধু-বান্ধবের পরিচয় স্বয়ং মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন এভাবে–

"নিশ্চয়ই তোমাদের সত্যিকারের বন্ধু হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর এসব ঈমানদার হলো যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা রুকুকারীও। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে সেসব আল্লাহর জামায়াতই সফলকাম হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, ০৫ : আয়াত-৫৫-৫৬)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব করার মানে মূলতঃ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখাকেই বুঝানো হয়েছে। আর ঈমানদার তথা আল্লাহতে বিশ্বাসীদের সাথে শর্ত সাপেক্ষে বন্ধুত্ব গড়ার কথা বলা হয়েছে। সে শর্তগুলো হলো :

০১. যারা ঈমানের দাবিতে স্থির থাকে;

www.pathagar.com

০২. সালাত কায়েম করে;
০৩. যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে;
০৪. নিজেদের সর্বদা দ্বীনি কাজে রত রাখে এবং
০৫. সর্বদা আল্লাহর হক ও মানুষের হক সম্পর্কে থাকে তৎপর।

এ শর্তগুলোর ভিত্তিতে যারা জীবন পরিচালনা করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়া মানে আল্লাহ তা'আলার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যারা বন্ধুত্ব গড়বে তাদের দ্বারা সময়ের সদ্ব্যবহার হবে। সময়ের সদ্ব্যবহারকারীরা ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও সমগ্র উম্মাহর কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবে। দিকে দিকে ছড়িয়ে দিবে আদর্শের জয় জয়ো গান।

অপরপক্ষে মন্দ বন্ধুত্বের সহপাঠী, সহযোগিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় অপব্যয় করে অনাদর্শিক চিন্তা-চেতনা তথা পড়ালেখা বাদ দিয়ে ছাত্র জীবনেই সম্পদ অর্জন ও ভোগের নেশায় অন্যদেরকে ধরাধরি, মারামারি, কাটাকাটি করার পরিকল্পনায় মগ্ন থাকে। আর শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারসহ হল দখল ও টেণ্ডারবাজির লোভে নিজেদের বন্ধুদেরকে আহত-নিহত ও রক্তাক্ত করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য এসব হওয়াই স্বাভাবিক এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা ঐ শ্রেণীর কাছ থেকে দূর হবে না, হতে পারে না। কারণ ব্যক্তি আদর্শের মতবাদে গড়া বা ব্যক্তি পূজারীরা ব্যক্তি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কখনই সমষ্টিক স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করতে পারে না। এটা তাদের আদর্শের বিপরীত। তাছাড়া চিরন্তন আদর্শকে দূরে ঠেলে একক ব্যক্তি আদর্শের মতানুসারে পরিচালিত গ্রুপ যখনই সময়, সুযোগ পাবে তখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক এবং একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাই দেখছি। কাজেই আজ প্রয়োজন ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্ব গঠন। মন্দ চিন্তা-চেতনাকে পরিহার করে ভালো চিন্তা ও কর্মের পেছনে সময় ব্যয়করণ। তবেই ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে শান্তির সুবাতাস, দূর হবে অভাব দারিদ্র্য ও হতাশা, প্রতিষ্ঠা পাবে মানবতাবোধ।

আল্লাহর ভয় বা তাকওয়াভীতি মনে বদ্ধমূলকরণ

তাকওয়া আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ– বিরত থাকা, পরহেয করা ইত্যাদি। শরীয়াতের পরিভাষায় তাকওয়া হলো, একমাত্র আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকে, তাকে মুত্তাকী বলা হয়। সৎ গুণাবলীর মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে অন্যতম। আর এ জন্যেই তাকওয়ায় বিশ্বাসীরা কখনই সময়ের অপব্যবহার করতে পারে না। তারা সব সময় মনে করে

www.pathagar.com

মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে আমাদের পাকড়াও করতে পারে। কাজেই প্রতিটি মুহূর্তের সময়কে সদ্ব্যবহার করা তাদের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। আর তখনই তাদের পরিচয় হয় তারা মুসলিম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে তেমনি ভয় করো, তাঁকে যেভাবে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : আয়াত-১০৩)

মূলত তাকওয়ার অধিকারী আদর্শ চিন্তা-চেতনার মানুষেরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তাঁরা গুনাহ ও অকল্যাণমূলক কাজে কাউকে সহযোগিতা করে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন :

"তাকওয়া ও কল্যাণকর কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, ০৫ : আয়াত-০২)

তাকওয়া আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে মন্দ কাজে বা খারাপ চিন্তা-চেতনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাকওয়ার বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীরা কখনই নিজেদেরকে অপরের অকল্যাণে নিয়োজিত করে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চায় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"হে ঈমানদারগণ! খুব বেশি কু-ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কোনো কোনো অনুমান গুনাহের নামান্তর। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? না, বরং তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান।" (আল কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : আয়াত-১২)

তাকওয়ার অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করিডোরে, ক্যাম্পাসে, সমাজ-সামাজিকতার অঙ্গনে সর্বত্র ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলকে আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য বানানোর নেশায় আদর্শিক পথে আহ্বান করে। সকলকে সর্বত্র যার যা অধিকার তা প্রদান করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিড়াড়িত নয়, একত্রিতকরণ তথা সহঅবস্থানে থেকে আদর্শিক জীবন গঠন, আদর্শ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে আল্লাহর আহ্বানেই যোগ্য করে দেশ ও জাতির কল্যাণে পেশ করতে চায়। কারণ তারা জানে, পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

www.pathagar.com

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে সংশোধিত করে নাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমাদের প্রতি রহম বা অনুগ্রহ করা হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : আয়াত-১০)

এছাড়াও আদর্শিক আদর্শের বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীরা আরো জানে :

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বলো তখন গুনাহ, সীমালঙ্ঘনমূলক ও রাসূলের নাফরমানির কথা-বার্তা বলো না, বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার কথা-বার্তা বলো এবং আল্লাহকে ভয় করো। যাঁর সামনে তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল মুজাদালাহ, ৫৮ : আয়াত-০৯)

কাজেই তারা সর্বদা সময় সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাদের কর্ম ও চিন্তা-চেতনার পরিধিকে বিস্তৃত করে থাকে। তারা মহান স্রষ্টার কাছেই তাদের কাজের পুরস্কার প্রত্যাশা করে। ফলে তারা দুনিয়ার অঙ্গনে দখল আর করায়ত্ত করার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে না, তারা অন্যের অধিকার খর্ব করে কাউকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা আটে না, তারা হয়ে থাকে সময় সচেতন এবং সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্বাসী।

স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হয়ে সকল কার্যসম্পাদন

আদর্শিক আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীরা স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনের সকল কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে তারা ব্যক্তি মতবাদে বিশ্বাসী বা নানা মতবাদে বিশ্বাসীদের তুলনায় ব্যতিক্রম। যদিও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ পৃথিবীর বুকে সকল সৃষ্টিকেই একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করার কথা বলেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন :

"(হে নবী!) একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রাখুন, যিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না। তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করুন। তাঁর বান্দাহদের গুনাহ সম্পর্কে শুধু তাঁর জানা থাকাই যথেষ্ট।" (আল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ২৫ : আয়াত-৫৮)

"কাজেই আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর কায়েম আছেন। (আল কুরআন, সূরা আন নামল, ২৭ : আয়াত-৭৯)

তারপর অন্যত্র কেন সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা বা আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করা উচিত এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

"(হে নবী!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যখন বাস্তব সত্য এটাই (তখন তোমরা কি চিন্তা করো না যে) আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা কি তাঁর ক্ষতি থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি মেহেরবানী করেন তাহলে তারা কি তাঁর রহমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? আপনি বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা শুধু তাঁরই উপর ভরসা করে থাকে।" (আল কুরআন, সূরা আয যুমার, ৩৯ : আয়াত-৩৮)

তাই তো ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা জানে, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গেও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"আর এমন জায়গা থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই পুরা করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্যই তাকদীর ঠিক করে রেখেছেন।" (আল কুরআন, সূরা আত তালাক, ৬৫ : আয়াত-০৩)

কিন্তু দুর্ভাগ্য আজ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী না হওয়ার ফলে শয়তানের মদদে যা ইচ্ছা তা করে বেড়াচ্ছে। নিজেদের জীবন ধ্বংস করছে, নিজেরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পরছে, আহত হয়ে পঙ্গুত্ব জীবন ধারণ করছে। রাষ্ট্রের শত সহস্র কোটি টাকা আধিপত্য বিস্তারের নামে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভাঙচুর করে বিনাশ করে দিচ্ছে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরাই হওয়ার কথা দেশের ভবিষ্যৎ সেখানে তারাই হচ্ছে দেশের অতীত, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্থলে দেশকে পেছনের দিকে লেজ ধরে টানছে– যা কোনোভাবেই সভ্য মানুষ, সভ্য সমাজ, সভ্য দেশের জন্য কাম্য হতে পারে না। আর এসব কিছু যখন বর্তমান তখন একজন চিন্তাশীল গবেষক এবং প্রিয় সম্পদ ছাত্র-ছাত্রীদের আগলে রাখার মানসে বলব, ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত অবশ্যই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া, আল্লাহর কাছে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শকে একমাত্র আদর্শ মনে করে তা আঁকড়ে ধরে জীবন পরিচালনা করা। আর তাহলেই তারা শয়তানের ফিতনা থেকে থাকবে নিরাপদ। আল্লাহ বলেন :

"যখন তোমরা কুরআন পড়তে শুরু করো তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপর ভরসা রাখে, তাদের উপর শয়তানের কোনো জোর খাটে না।" (আল কুরআন, সূরা আন নাহল, ১৬ : আয়াত-৯৮-৯৯)

আর এমনটি যারা করবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ তা'আলা সে ঘোষণা দিয়ে বলেন :

www.pathagar.com

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি বেহেশতের উঁচু দালানে রাখবো, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। কতই না ভালো বদলা ঐসব আমলকারীদের জন্য, যারা সবর করেছে এবং যারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে।" (আল কুরআন, সূরা আল আনকাবূত, ২৯ : আয়াত-৫৮-৫৯)

সেই সাথে তাদের অভয় দিয়ে আল্লাহ আরো বলেন :

"তোমাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য হয়, সেসবের ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ। ঐ আল্লাহই আমার রব। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং আমি তাঁরই দিকে রুজু করছি" (আল কুরআন, সূরা আশ শূরা, ৪২ : আয়াত-১০)

সুতরাং বক্তব্য পরিষ্কার যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তারা সময়কে যথা নিয়মে যথাযথ কাজে ভাগ করে প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারে সচেতন থাকে। আর তাই তারা সময় সদ্ব্যবহার করে নিজেদের জীবন গড়ার পাশাপাশি জাতির কল্যাণ ও দেশ গঠনেও নিজেদেরকে খুব ভালোভাবে নিয়োজিত করতে পারে।

আদর্শিক নেতৃত্ব প্রাপ্তি ও প্রদান যাদের একমাত্র তামান্না

আদর্শিক নেতৃত্ব বলতে ঐ নেতৃত্বের কথা বুঝায় যে নেতৃত্ব তার অধীনস্থ এলাকা বা দেশবাসীর যার যা হক বা অধিকার তা সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করে। যে নেতৃত্ব আল কুরআনুল কারীম ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্বের আদলে পরিচালিত। যে নেতৃত্ব রাস্তার ভিখারিণী থেকে নেতার নিজের ক্ষেত্রেও সমভাবে কার্যকর। দল-মত, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরীব, উচ্চ-নিম্ন কালো-ধলো এসব কিছুর ভেদাভেদ দূরে ঠেলে সকলেই দেশের সীমানায় জন্মগ্রহণকারী নাগরিক হিসেবে সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ ও তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাবে এমন স্বীকৃতি দেয়। এমন নেতৃত্ব প্রাপ্তি যাদের কামনা, যাদের মধ্যে এমন নেতা হওয়ার তামান্না তারা কখনোই আল্লাহর দেয়া মূল্যবান সময় অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। নিজেদের প্রচারে তারা সময় ও অর্থ ব্যয় করে না। বরং তারা যে কোনো কাজ করতে যেয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করার কথা মাথায় রাখে। আর এ প্রসঙ্গেই আল্লাহর রাসূল (সা.) মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

ইবনে উমার (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন : সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী (দায়িত্ব পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যিনি জনগণের নেতা তাকে তার রাখালী (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের

www.pathagar.com

রাখাল (অভিভাবক)। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রাখাল (ব্যবস্থাপক)। এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের রাখাল (পাহারাদার)। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব, সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (জামে আত তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুল জিহাদ, হাদীস নং-১৬৫০, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৯, বিআইসি)

■ সময় অপব্যয়ের কতিপয় ধরন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা

ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত শক্তি। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তোমার আমার আমাদের এমন বলে শ্রেণীভেদ করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র কাজ পড়ালেখা করা। কাজেই সেদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি দেশের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং দেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে এখন যে কোনো বৈরি পরিস্থিতিতে অতীতের ন্যায় দৃঢ় পদক্ষেপে দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে চলবে এমনটি আমাদের প্রত্যাশা। তাছাড়া সমগ্র বিশ্ব জুড়েই ছাত্র-ছাত্রীদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজকাল আদর্শ শিক্ষার অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শিক চেতনা বিমুখ। আদর্শিক স্পিরিট তাদের অন্তর থেকে দূরীভূত। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী আজ অনাদর্শিক ও লক্ষ্যভ্রষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল হিসেবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। সেই সাথে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আজ অনাকাঙ্খিতভাবেই ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারীরা এগিয়ে চলছে। আর তাদের সাথে একাত্ম হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশপ্ত বিপথগামী শয়তানের দল। কেননা এ কথা মুসলিম মাত্রই জানা, শয়তান আদর্শ বিরোধী কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সোচ্চার এবং মানুষকে বিপথগামী করানোই তাদের একমাত্র কাজ। তাছাড়া মানুষ যখন কুরআন, হাদীস অধ্যয়ন ও জীবনে তার বাস্তব অনুসরণ থেকে দূরে সরে পড়ে তখন শয়তান তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে। ফলে সেই সকল মানুষের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা জনকল্যাণমুখী হয় না, আদর্শিক নীতি নৈতিকতা তখন তাদের কাছে স্থান পায় না, তারা তখন শয়তানের মদদ অনুসারে যখন যা ইচ্ছা তাই করে। তাদের নীতি হয়ে যায়, খাও দাও ফূর্তি কর যা ইচ্ছা তাই কর এমন একদল লোকের ন্যায়। আর এ ধরনের লোকদের লক্ষ্য করেই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

আসমা বিনতে উমাইস আল-খাসআমিয়্যা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে নিজেকে বড় মনে করে এবং

www.pathagar.com

অহংকার করে আর মহান আল্লাহকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে যালেম হয়ে যুলুম করে এবং পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে সত্যি বিমুখ হয়, অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় এবং গোরস্তান ও মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে বিদ্রোহী হয়ে অবাধ্যতা করে এবং তার সূচনা ও পরিণতিকে ভুলে যায়। আর সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে দীনের বিনিময়ে দুনিয়া হাসিলের কৌশল অবলম্বন করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে সন্দেহজনক বিষয়ের উপর আমল করে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে লালসার গোলাম হয়ে যায়, লালসা তাকে টেনে নিয়ে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে তার প্রবৃত্তি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে প্রবৃত্তির চাহিদা লাঞ্ছিত করে। (আল হাদীস, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, হাদীস নং-২৩৯০, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৯, বিআইসি)

কিন্তু তবু জগতের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষীমহল আমাদের আদর্শিক ভবিষ্যৎ, আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের নানা মতাদর্শে, ব্যক্তি মতবাদে স্রষ্টা ও রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ, অনুসরণ থেকে বিমুখ করে বিপথগামী করছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যথাযথ জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার সুযোগ না দিয়ে, ছাত্র জীবনে তাদের যা-যা করার কথা তা করতে না দিয়ে তাদের মূল্যবান সময়কে অপব্যয় করার ব্যবস্থা করেছে। অত্যন্ত সুকৌশলে মেধাবীদের নানা প্রলোভন ও নানা জিনিসে অভ্যস্ত করে তাদের জীবন গঠনের যে মূল্যবান সময় তা কেড়ে নেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদেরকে ব্যক্তি নির্ভরশীল করে দেয়া। আর এ ক্ষেত্রে তারা শতভাগ সফলও বটে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র জীবনের মূল্যবান সময়টুকু যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, বিপথগামী মতাদর্শের মানুষের চরিত্রকে নিজেদের জীবনে ধারণ করেছে, দুনিয়ার প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি তারা যে আজ ক্ষতিগ্রস্ত। অবশ্য আলোচনার এ পর্বে প্রশ্ন আসতে পারে কেন তারা ভালো ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মন্দ পথে ধাবিত করছে? কী তাদের এমন লক্ষ্য?

- ❖ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কথা অন্ধের ন্যায় শুনবে, কোনো মতবিরোধ ছাড়াই মেনে চলবে, এমন দিকে ধাবিত করা;
- ❖ ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়া, মেনে চলার প্রবণতাকে/মনমানসিকতাকে পাকাপোক্ত করা
- ❖ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের পেছনের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা;
- ❖ ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মনন ও চিন্তা-চেতনাকে তাদের মুখী করে তার সুফল তাদের সংগঠনের দিকে নিয়ে যাওয়া;

www.pathagar.com

❖ ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থন নিয়ে সংগঠনে তাদের আসনকে শক্তিশালী করা;

❖ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রকৃত আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত রাখা;

❖ দুনিয়ার অঙ্গনে তাদের নাম যশখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে বাহবা অর্জন করা;

❖ নিজেদের নেতৃত্ব ও সংগঠনের কার্যক্রমকে স্থায়ীরূপ দেয়া;

❖ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটা ইজমের দিকে এনে তাদের আদর্শিক পথচলাকে থমকে দেয়া, তাদেরকে নিজেদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করা;

❖ সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের সত্য ও আদর্শিক চিন্তা-চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে তাদের মুখে মুখে নিজেদের জয় জয়কার শ্লোগান, তাদেরকে নিজেদের আদর্শের সৈনিক হিসেবে ঘোষণা করে নিজেদের হীনস্বার্থ ও নানামুখী কামনা-বাসনাকে স্থায়ীরূপ দেয়ার প্রবল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষায় তাদেরকে পড়ালেখা বিমুখ করে নানা মতাদর্শের অনুসারী করে তোলে। তাদের হাতে আদর্শের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ তুলে দেয়ার বিপরীতে তাদের নিজেদের লেখা ব্যক্তি মতবাদে ভরা, ব্যক্তি আদর্শের নানা অহংকারী কথা সম্বলিত গ্রন্থ তুলে দেয়। যা পড়ে এক কথায় ছাত্র-ছাত্রীরা স্রষ্টা বিমুখ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শের পরিপন্থী হচ্ছে। ফলে আজ সমাজ সামাজিকতার অঙ্গনে এমন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সময় অপব্যয়ে তুঙ্গে দেখা যায়। তারা সময়ের প্রতি সচেতন নয়, তাদের চিন্তা-চেতনা স্বচ্ছ নয়, তারা দেশ ও জাতি সত্তার কল্যাণের কথা মুখে বললেও তাদের উপর নির্ভর করা যায় না। কারণ তারা এ কথাগুলো যাদের কাছ থেকে ধার করেছে বা শিখেছে তাদের কথার ক্ষেত্রে হেরফের হতে দেখা যায়। পরিণামে আদর্শ বিহীন এমন ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে সময় অপব্যয় করতে দেখা যায় অবাধে। যেমন :

০১. অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত ঘুম;

০২. সালাত আদায়ে গাফলতি;

০৪. কুরআন তিলাওয়াতে অনীহা;

০৪. অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে যাওয়া;

০৫. ধূমপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া;

০৬. চায়ের দোকানে আড্ডাবাজি করা;

০৭. কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকা, চ্যাট করা;

০৮. মোবাইল ফোনে সারাক্ষণ কথা বলা;

www.pathagar.com

০৯. গীটার তবলা ও হারমোনিয়াম নিয়ে গান চর্চা ও কনসার্টে মশগুল এবং

১০. খেলা-ধুলা করা ও দেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

পরিশেষে বলবো, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বড় ভাইয়েরা নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন আদর্শের দিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে থাকে। এতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা চিরন্তন আদর্শিক আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হয় তারা তো সেই আদর্শের পানে ছুটে চলে। আর যারা অন্য আদর্শের দিকে ছুটে চলে তারা জড়িয়ে পড়ে নানা কর্মে নানা দিকে। ফলে তাদের সময় অপচয় হয় বেশি। সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা তখন আদর্শিক জীবনের দিকেও এগিয়ে যেতে পারে না। জীবন হয়ে পড়ে তাদের কাছে বিষাদময়, নিরর্থক। তাই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শিক বন্ধু-বান্ধব থাকা উত্তম। আর তাহলেই তাদের দ্বারা সময় ক্ষেপণ বা অপব্যয় হবে না বরং সময়ের যথাযথ ব্যবহার হবে।

৮.৪. ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠা

ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র জীবনের পূর্ণতা আনয়নে দিনের শুরুতে তথা মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ বা ফজরের সালাত আদায়ের এ সময়টুকুতে, অন্যান্য মতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দিনের শুরুতে অর্থাৎ পূর্ব আকাশে সূর্য উদয়ের পূর্বেই ঘুম থেকে জেগে উঠা উত্তম নিয়ম। এতে দিনের কর্মসূচি নির্দিষ্ট করা এবং সে অনুযায়ী সবকিছু করা সম্ভব হয়।

কাজেই মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের বলবো, ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে কমপক্ষে ফজরের সালাত আদায় ও আধ ঘণ্টা আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করার চেষ্টা করবে। তারপর একাডেমিক বই নিয়ে পড়তে শুরু করবে। দেখবে পড়া খুব দ্রুত আয়ত্তে আসবে। আর আন্যান্য মতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ধর্মীয় মত অনুসারে সকল নিয়ম নীতি বাস্তবায়ন করবে। এভাবেই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ছাত্রত্বের দাবি পূরণে হবে সতর্ক ও যত্নশীল।

রাতে যথাসময়ে ঘুমানো

রাতে কখন ঘুমাবে এটি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একটি প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বলছি, ছাত্র-ছাত্রীরা রাত ১১.০০ টা থেকে ১২.০০ টার মধ্যে ঘুমিয়ে যাবে। কোনোভাবেই এর চেয়ে বেশি সময় জেগে থাকা উচিত নয়। সাধারণত রাত ১১.০০ টায় ঘুমিয়ে গেলে ভোর ৫.০০ টায় ঘুম থেকে জেগে উঠা সহজ হয়ে থাকে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা ঋতুভেদে তাহাজ্জুদ (এটি বাধ্যতামূলক নয়) ও ফজর

www.pathagar.com

সালাত (এটি অবশ্যই বাধ্যতামূলক) আদায়ের পর আল কুরআন তিলাওয়াত করে একাডেমিক পড়া শুরু করতে পারবে। এবার যে ঋতুতে রাত ছোট দিন বড় সে ঋতুতে ১১.০০ টার আগে ঘুমিয়ে যাবে। অর্থাৎ ০৬ ঘণ্টা ঘুমিয়ে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা যেন ফজর সালাত ও আল কুরআন তিলাওয়াত করে একাডেমিক পড়া শুরু করতে পারো সেদিকে খেয়াল রাখবে। আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ভোরে প্রার্থনা শেষে একাডেমিক পড়ালেখায় মনোযোগী হবে।

রাতে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা

রাতে খাবার খাওয়ার সাথে সাথে কারো কারোর ঘুম আসতে শুরু করে। অর্থাৎ ভাত বেশি খেলে ঝিমুনী বা ঘুম আসে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পরামর্শ হলো, যদি তোমাদের কারোর রাতে খাবার খাওয়ার সাথে সাথে ঘুম আসে তাহলে তোমরা রাতের খাবারটিকে দু'ভাগে খেতে পারো। মনে করো মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা এশার সালাত আদায়ের আগে কম-কম এক প্লেট ভাত আর অন্যান্য মতাবলম্বীরা ৮.০০ টার দিকে তারপর রাত ১০.৩০ টার দিকে আবার কম-কম এক প্লেট ভাত খেয়ে নিবে। এভাবে রাতের খাবার গ্রহণ করা হলে খাবার খাওয়ার সাথে সাথে ঘুম আসার সম্ভাবনা কম থাকবে।

তবে রাতে খাবার খেলে ঘুম আসে এ অজুহাতে রাতে খাবার না খাওয়া বা একদম ঘুমাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে খাবার খাওয়া ঠিক হবে না। রাতে অবশ্যই খাবার খেতে হবে, তা না হলে মুখমণ্ডলে যেমন বৃদ্ধদের মতো ছাপ পড়বে তেমনি শরীর স্বাস্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়বে। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সুযোগও থাকে। আবার রাতে একদম শেষ মুহূর্তে ঘুমাতে যাওয়ার আগে খাবার খাওয়া ঠিক নয়। রাতে খাবার খাওয়ার পর অন্তত দেড় থেকে দু'ঘণ্টা পড়ালেখা করলে খাবার ভালোভাবে হজম হয়, আর তখন ঘুম ভালো হয়। তাই রাতে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থেকে নিজ নিজ স্বাস্থ্য ও পড়ালেখার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীরা যত্নবান হবে বলে আশা করছি।

পরিমাণ মতো ঘুমানো

ছাত্র-ছাত্রীরা কতক্ষণ ঘুমাবে? এ বিষয়ে তাদের মনে জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। তাই পরামর্শ হলো ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বোচ্চ সময় ০৬ ঘণ্টা ঘুমাবে। এবার ছাত্র-ছাত্রীরা যদি রুটিন অনুযায়ী সবকিছু করে তাহলে তারা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ০৫ ঘণ্টা ঘুমালেও চলবে। হ্যাঁ যদি ০৫ ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাকী ১৯ ঘণ্টা কোনো ছাত্র-ছাত্রী তাদের রুটিন অনুযায়ী পড়ালেখা করতে সমস্যাবোধ করে তাহলে ০৬ ঘণ্টাই

www.pathagar.com

ঘুমাবে। কিন্তু ০৬ ঘণ্টার বেশি ঘুমকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দিবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা অবস্থায়ই এমন একটি অভ্যাস নিজেদের মাঝে গঠন করে নেয়ার চেষ্টা করবে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠার জন্য যে কারোর দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণই যথেষ্ট। অর্থাৎ প্লেনের যাত্রী যদি ভোর রাত ৪.০০ টায় / ৫.০০ টায় বা রাতের যে কোনো সময়ে প্লেন মিস না করে, কোথাও খুব ভোরে যাওয়ার সিডিউল যদি মিস করতে না হয়, পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যার যদি অফিসের উদ্দেশ্যে সকাল ৭.০০ টার মধ্যে গৃহ ত্যাগ করতে পারে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা কেনো খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারবে না, তাদের রুটিন ওয়ার্ক করতে পারবে না, ফজরের সালাত আদায় ও আল কুরআন তিলাওয়াত করবে না, নির্ধারিত সময়ে একাডেমিক পড়ালেখা শুরু করতে পারবে না– এটা তো হতেই পারে না, এটা তো দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ; আর এ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে অনুগামী ছাত্র-ছাত্রী সূর্য উদয়ের আগে ঘুম থেকে জেগে উঠবে না, কোথাও কোথাও শুনি জেগে উঠতে পারে না, অথচ ভোরের হাওয়ায় চারদিক থেকে ভেসে আসে কাক আর ছোট ছোট পাখির কিচিমিচির শব্দ, খাদ্যের অন্বেষণে কর্মের খুঁজে বেরিয়ে পড়া পাখিদের গুঞ্জন এটা কী করে হয়? ছাত্র-ছাত্রীরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হয়ে চারদিক জ্বলমলে আলোয় আলোকিত এটা কী করে হয়?

তাইতো ছাত্র-ছাত্রীদের বলবো, ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। দেখবে তোমরা নিজেরাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেগে উঠতে সক্ষম হবে। তোমরা ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারবে না এটি হতেই পারে না। বরং তোমরাই পারবে। পাখিরা হারবে। অবশ্য এ জন্য দরকার ছোট বয়স বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন থেকেই প্রাকটিস করা, ঘুমকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। তবেই এ ঘুম তোমাদের অস্তিত্বকে পরবর্তী জীবনে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে পারবে না। ছাত্র জীবনের পুরো সময়টুকুতে তোমরা ঘুমকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ভালোভাবে পড়ালেখা করে ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

■ ঘুম থেকে জেগে উঠার পদ্ধতি

ঘুম ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখাকে যখন বাধাগ্রস্ত করে তখন এ ঘুমকে দূর করার বা এ ঘুম থেকে দূরে থাকার জন্য কতিপয় পলিসি বা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যা বেশি ঘুম থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে। সেই পদ্ধতিগুলো হলো :

www.pathagar.com

ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে পানি পান করা

যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ফজর সালাতের পূর্বেই ঘুম থেকে জেগে উঠতে চাও তোমাদের প্রতি পরামর্শ হলো, প্রতিদিন রাতে পড়ালেখা শেষ করে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দুই থেকে তিন গ্লাস পানি পান করবে। তাহলে দেখবে রাতের শেষ অংশে শারীরিক সুস্থতার লক্ষ্যে প্রস্রাব করা প্রয়োজন হবে এবং ফজর সালাতের সময়টুকুতে শরীরের অন্ত্রতন্ত্র, মূত্রকোষ তোমাদেরকে জাগিয়ে দিবে। সুতরাং ঘুম থেকে জেগে উঠে ফজর সালাত আদায় করে আল কুরআন পাঠ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা শেষে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করবে।

ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা

টেবিল ঘড়িতে এলার্ম সেট করে রাখলে নির্ধারিত সময় শেষে ঘুম থেকে জেগে উঠা সম্ভব হবে। তাই দীর্ঘ সময় বা পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর এলার্ম বাজে এমন ঘড়ি দেখে ক্রয় করবে। কোনোভাবেই সফট মিউজিক বা কম সময় বা কম ভলিউমে বাজে এমন ঘড়ি ক্রয় করা উচিত নয়। এবার ঘড়িটি বিছানার পাশে টেবিলের উপরে রাখা যেতে পারে। এতে এলার্ম বাজতে শুরু করলে ঘুম থেকে জেগে বিছানা ছেড়ে উঠে তারপর এলার্ম বন্ধ করে দাঁত ব্রাশের উপকরণ নিয়ে বাথরুমে যেতে হবে। অনেক সময় দেখা এলার্ম ঘড়িটি মাথার নিচে বালিশের পাশে রাখা হয়। এতে এলার্ম বেজে ঘুম থেকে জেগে হাত দিয়ে ঘুমের ঘোরে ঘড়ির এলার্ম বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপর আবার ঘুমিয়ে যাওয়া হয়। তাই যারা মনে করে কানের কাছে বা মাথার পাশে ঘড়িতে এলার্ম বাজলে ভালো হবে তাদের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করে থাকি। এমন সুযোগ সুবিধা যারা নিতে চায় তাদের অধিকাংশই এলার্মের শব্দে ঘুম থেকে জেগে হাত দিয়ে এলার্ম বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তাই পরামর্শ হলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট জোরে এলার্ম বাজে এমন একটি ঘড়ি আছে সেটি ক্রয় করবে। তাহলেই দীর্ঘক্ষণ ধরে বাজার কারণে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আর ঘড়িটি টেবিলের উপর থাকায় তোমাদেরকে বিছানা ছেড়ে উঠে তারপর গিয়ে ঘড়ির এলার্ম বন্ধ করতে হবে। এ অবস্থা ঘুম দূর হওয়ার জন্য প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পিতা-মাতা ও অন্যান্যদেরকে জাগিয়ে দেয়ার অনুরোধ

যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারো না তারা পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদেরকে ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

জন্য অনুরোধ করবে। অবশ্য এখানেই শেষ নয়, পিতা-মাতা বা অন্যান্যরা ডাক দিলে সাথে সাথে উঠে যাবে তারপর বিছানা ত্যাগ করে হাতমুখ ধৌত করতে বাথরুমে চলে যাবে। অন্যথায় কেউ ডেকে দিয়েছে তোমরাও উঠবে-উঠবে বলবে তারপরই আবার ঘুমিয়ে পড়বে। আবার ডাকলে বিছানায় নড়াচড়া করে আবারও ঘুমিয়ে যাবে। তাহলে তো একদিকে সময় অতিবাহিত হচ্ছে আরেকদিকে যিনি ডাক দিচ্ছেন তিনি রেগে যাবেন, তাই এ রকম বিরূপ পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয় সেজন্য কারোর ডাকে ঘুম ভাঙার সাথে-সাথে ঘুম থেকে উঠে যাবে।

প্রতিবেশি কাউকে জাগিয়ে দেয়ার অনুরোধ

প্রতিবেশিদের মধ্যে যারা ফজরের সালাত মসজিদে আদায় করে এবং যারা ভোরে ভ্রমণ করেন তারা অপরকে জাগিয়ে দিতে পারে। এ জন্যে প্রতিবেশিদের মধ্যে যারা সমবয়সী বা সহপাঠী তাদের একে অপরের সাথে এ ধরনের সমঝোতা হতে পারে। এতে যে আগে উঠবে সে অন্যদেরকে জাগিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে গেইটে কলিং বেল টিপবে বা দরজার করাঘাত করে বা বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকাডাকি করবে। এভাবে বাড়ি বা পাড়ায় সকল ছাত্র-ছাত্রীরা একে অপরকে ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে পারে।

মোরগ প্রতিপালন

গ্রামের বাড়িতে মোরগ পালন করা উত্তম। মোরগ সবসময় তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের এ সময়টুকুতে খুব জোরে ডাক দিতে শুরু করে। এতে মোরগের ডাক শুনে বাড়ির সবাইর ঘুম ভেঙে যায়। তাই যে সকল বাড়িতে মোরগ আছে সে সকল বাড়িতে এলার্ম ঘড়ি না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য শহর এলাকায় মোরগ পালন করা সম্ভব নয়। তাই শহরের বাসায় এলার্ম ঘড়ি ও মোবাইল ফোনে এলার্ম সেট করা উত্তম।

ভোরে জেগে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ

ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠা নিজের ইচ্ছা ও যোগ্যতার কারণে হয়েছে এমন মনে না করে আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে হয়েছে মনে করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ করা উত্তম।

মূলত ঘুম মৃত্যুসম। ঘুমের পর জাগ্রত হওয়া পরম করুণাময় আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সম্ভব হতো না। ঘুমের মধ্যেই হয়তো মৃত্যু হতে পারতো। মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মহা অনুগ্রহে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন একথা মাথায় রেখে ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

www.pathagar.com

■ ঘুম খুব বেশি হওয়ার কারণ অনুসন্ধান

ঘুম থেকে জেগে উঠার নিজ চেষ্টা বা উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করার পরও যদি ছাত্র-ছাত্রীদের ঘুম খুব বেশি-বেশি আসে, তাহলে ঘুম আসার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। অনেক সময় দেখা শরীর দুর্বল হলে খুব বেশি ঘুম আসে। তাই এদিকে খেয়াল রেখে খাবার ঠিকভাবে খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আবার অনেক সময় দেখা যারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু বেশি করে বিশ্রাম ও ঘুম দিয়ে ফ্রেশ হয়ে পড়ালেখা করতে বসলে ভালো হবে। এবার তারপরও যদি কারোর ঘুম বেশি আসে তাহলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে। আর তাহলেই হয়তো ঘুম দূর হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে।

৮.৫. অলসতা পরিহার করা

ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে পিছু টানে অলসতা। পড়তে মন চায় না, তারপর পড়লে তো লিখে প্রাকটিস করে না, স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় যেতে মন চায় না, সময়মতো সালাত আদায় ও আল কুরআন পাঠেও মনোযোগ আসে না, পিতা-মাতার কথা মতো চলতে ভালো লাগে না ইত্যাদি সবই অলসতা থেকে সংঘটিত। মূলত এ অলসতার হোতা হলো ইবলিস শয়তান। তাই এ অলসতা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরিহার করে জীবন গড়ার নেশায় ব্যস্ত হতে হবে। এখানে অলসতা পরিহার করার কতিপয় পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

০১. অলস ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে সবসময় দূরে থাকতে হবে।

০২. বেহুদা, অনর্থক বা অর্থহীন কোনো কিছুতে মগ্ন হওয়া থেকে দূরে থাকবে।

০৩. বিছানায় শুয়ে শুয়ে বা বিছানায় বসে পড়ালেখা করবে না।

০৪. সোফা বা নরম চেয়ারে বসে পড়ালেখা করার চেষ্টা করবে না।

০৫. অতিরিক্ত খাবার খাবে না।

০৬. পড়ালেখার চ্যালেঞ্জ ও প্রখর মেধাবীদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চেষ্টা করবে।

০৭. রুটিন ও প্রতিদিন ক্লাসের পড়ালেখার প্রস্তুতি ঠিকভাবে নিবে।

০৮. চোখে ঘুম আসলে ঘুম দূর করার নিয়ম মেনে পুনরায় পড়ালেখা করার চেষ্টা করবে। পড়ার সময়ে ঘুমের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে।

০৯. মনের মধ্যে হেরে যাওয়ার ঘৃণা ও লজ্জাবোধ প্রতিষ্ঠা করবে। অন্যরা পারলে

www.pathagar.com

আমিও পারব এই দৃঢ় মনোভাব জাগ্রত করে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করবে।

১০. শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হবে।

সর্বোপরি অসুস্থ বা শরীর দুর্বল হলে পড়ালেখায় অলসতা আসবে। তাই এ অবস্থায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করার চেষ্টা করবে। তবেই আশা করা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের অলসতা দূর হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রধান ও একমাত্র কাজ পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে।

৮.৬. এইচএসসি পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবের সাথে বেশি মেলামেশা না করা

ছাত্র-জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের এইচএসসি পর্যন্ত বই বা শিক্ষা উপকরণ ছাড়া অন্য কারোর সাথে বন্ধুত্ব গড়া ঠিক নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বের দাবি এ সময়ে স্কুল-কলেজে বন্ধু-বান্ধব গড়া সমর্থন করে না। এমনকি এ সময়টাতে অধিকাংশ অভিভাবকগণও ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে সমর্থন করেন না। কেননা সত্যি কথা বলতে কী এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পড়ালেখার চাপ থাকে বেশি। পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রাপ্তি, অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রাপ্তিসহ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের উপরই ছাত্র-ছাত্রীদের পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এইচএসসি পর্যন্ত যেসকল ছাত্র-ছাত্রীরা আশানুরূপ ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয় কেবল তারাই ভবিষ্যতে দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে। দেশ ও জাতিকে দিন বদলের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে। এমনকি বিশ্ববাসীর কল্যাণও তাদের দ্বারাই সম্ভব। আর তাই জীবন গঠনের ভিত মযবুত করার শ্রেষ্ঠতম এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধুত্ব গড়ে মূল্যবান এ সময়ের অবমূল্যায়ন করবে এটা কোনোভাবেই তাদের কাছে কাম্য নয়।

হ্যাঁ, এইচএসসি-তে ভাল ফলাফল অর্জন করে উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধুত্ব গড়বে। এ সময়টাতে হাতে হাত মিলিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে উচ্চতর পড়ালেখা শেষ করে সফলতার সাথে কর্ম ও পেশায় আত্ম নিয়োগ করবে। কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হবে, কেউবা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তা হবে। এ পর্যায়ে এসে মিলেমিশে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনে সবাই এগিয়ে চলবে। আর এভাবেই অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে গড়া প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে সত্যিকার সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু তা না করে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি স্কুল-কলেজ জীবনে বন্ধু-বান্ধবের সাথে জড়িয়ে যায়– তাহলে তাদের যেসকল ক্ষতি হতে পারে– তা এখানে এক নজরে উপস্থাপন করা হলো :

www.pathagar.com

০১. বন্ধু মানেই বন্ধুর সাথে নানা কাজে, বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে কেনাকাটায় শপিং সেন্টারে সময় দিতে হবে, বন্ধু খেলাধুলা করলে তাদের সাথে খেলাধুলা করতে মন চাইবে। তারা বনভোজনে গেলে তোমাকেও যেতে হবে। তারা কোনো বিনোদনে গেলে তোমাকেও যেতে হবে ইত্যাদি।

০২. বন্ধু বা বন্ধুর পিতা-মাতা অসুস্থ হলে তোমাকেও যেতে হবে, বন্ধু হিসেবে তোমার মনেও বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে।

০৩. বন্ধুর সাথে গল্প-গুজবে মেতে উঠতে যেয়ে সময় দিতে হয়। তাতে সময়ের অপব্যবহার হবে।

০৪. বন্ধু-বান্ধবের সাথে জড়াতে যেয়ে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

০৫. বন্ধুদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে যেয়ে মেধা ব্যয় করতে হয়, চিন্তা বা টেনশনে পড়তে হয়। দুশ্চিন্তায় মগ্ন হতে হয়।

০৬. মিথ্যা কথায় জড়াতে হয়।

০৭. পড়ালেখায় একাগ্রতা আসে না, পড়তে বসলেই বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। নানা রং-ঢং চোখের সামনে ভেসে উঠে।

০৮. বন্ধুর সাথে জড়াতে গিয়ে অন্ধের মতো বন্ধুকে অনুকরণ করা হয়– যা অনৈসলামিক।

সুতরাং বক্তব্য স্পষ্ট, বন্ধু আদর্শবান না হলে বন্ধুর জন্য যে শুধু সময় অবমূল্যায়ন হয়, অর্থের অপব্যয় হয়, মেধা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ সামাজিকতার অঙ্গনসহ সর্বত্রই মান-সম্মান ও পজিশানও বিনষ্ট হয়। সবশেষে মহান স্রষ্টার কাছেও ঈমানদার হওয়ার বিপরীতে বেঈমান হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে হয়। যার সর্বশেষ পরিণাম জাহান্নামের আগুনের সাথে চিরস্থায়ী বসবাস।

৮.৭. অহেতুক কথা-বার্তা না বলা

ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা অহেতুক কথা-বার্তা থেকে দূরে থাকবে। বিশেষ করে যে সকল কথা-বার্তা অর্থহীন, যে সকল কথা-বার্তা নিজেদেরকে বড়দের চোখে দোষী সাব্যস্ত করে দেয়, যেখানে যেসব কথা-বার্তা বলা আদৌ প্রয়োজন নেই, সেখানে সেসব কথা-বার্তা না বলাই উত্তম। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মন-মনন ও চিন্তা-চেতনা থাকে সুরক্ষিত।

তাছাড়া মানুষ যে কথাই বলে সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা ক্বাফ, ৫০ : আয়াত-১৮)

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

www.pathagar.com

ওয়াররাদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) সালাত থেকে ফিরার সময় বলতেন "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং হামদ তাঁরই। তিনি সবার উপর শক্তিমান। আর তিনি নিষেধ করতেন অনর্থক কথা-বার্তা, অধিক সাওয়াল, মালের অপচয়, উচিত বস্তুকে দেয়া, অনুচিতকে চাওয়া, পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং কন্যাদেরকে জীবিত কবরস্থ করা থেকে। (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস নং-৬০২৯, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬১, ই.ফা)

রাসূল (সা.) আরো বলেন : "যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফাযত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করি। (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস নং-৬০৩০, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬২, ই.ফা)

অন্যত্র রাসূল (সা.) আরো বলেন : "নিশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস নং-৬০৩৪, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৩, ই.ফা)

৮.৮. টেলিভিশন দেখার প্রতি কম আগ্রহী হওয়া

জীবন ক্ষণিকের কিন্তু তার সফলতা বা বিফলতার রেশ দীর্ঘদিনের। প্রবাদ আছে মানুষ কর্মের মাধ্যমেই বেঁচে থাকে বয়সের মধ্যে নয়। আর সেই রকম কর্মের দিকে যেতে হলে ছোটবেলা থেকেই তাদের থাকা চাই ক্যারিয়ার গঠনের প্রতি দৃঢ় সংকল্প। ছাত্র জীবন থেকেই হওয়া চাই প্রতিটি সময় বা মুহূর্তের প্রতি সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল। তাই প্রতিটি মুহূর্তে আসতে, যেতে, খেতে, বসতে, চলতে তাদের মনের কোণে স্থির করে রাখা স্বপ্নের বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে তাদেরকে সেদিকে যাওয়ার লক্ষ্যে সবাই সহযোগিতা করা উচিত।

টেলিভিশন নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। এর নেগেটিভ-পজিটিভ অনেক দিক আছে। কেউ বলেন, এতে শিক্ষণীয় দিক আছে, কেউ বলেন নেই। তবে আমি এ বিতর্কে না জড়িয়ে যেটি বলতে চাই সেটি হলো, এতে মন আকৃষ্ট করার মতো এক অদৃশ্য বা অকল্পনীয় গুণ বা ক্ষমতা রয়েছে– যা মানুষকে তার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখতে পারে। এবার মানুষ কিছু শিখতে পারছে কিনা সে প্রশ্ন

www.pathagar.com

করে লাভ কী? টেলিভিশনের সার্থকতা হলো সে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষকে তার সামনে বসিয়ে রাখতে পারছে এটিই। আর শিক্ষা সে তো দু'রকমের। ০১. সুশিক্ষা, যাকে আমরা আদর্শ শিক্ষা বলি। যা জীবনের সফলতার জন্য আবশ্যক। ০২. কুশিক্ষা, যা অনাদর্শিক। যা মানব জীবনকে ব্যর্থ-স্থবির ও জড়সড় করে দেয়ার জন্যে ঘৃণ্য। এখন এ দু'টি থেকে কোন্ শিক্ষাটি তুলনামূলক বেশি পাচ্ছে তা টেলিভিশনের নিয়মিত শ্রোতা-দর্শকই চিন্তা করবে। তবে কিছু শিখছে যে এটাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ছাত্র জীবনের দাবি অনুযায়ী একাডেমিক পড়ালেখা কি টেলিভিশনের সামনে বসে শিখতে পারছে? এ পর্যন্ত কোনো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী কী তাদের ফলাফল প্রকাশের পর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে একথা বলেছে যে, আমরা টেলিভিশন এত ঘন্টা করে দেখে ভালো ফলাফলের অধিকারী হয়েছি? প্রশ্ন থাকলো, টেলিভিশন দেখার প্রতি আসক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি!

এবার কেউ কেউ হয়তো টেলিভিশনে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করানোর পদ্ধতির কথা বলবেন, আমারও মাথায় এটি আছে। ধরে নেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা সুশিক্ষিত ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষকবৃন্দ টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের লেকচার অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই ছাত্র-ছাত্রীরা যদি আর বাসায় না পড়ে তাহলে কী পাস করবে! তারা কী সফলতায় পৌঁছবে! এক্ষেত্রেও হয়তোবা স্বয়ং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আত্মপক্ষ অবলম্বনকারী অবুঝ মানুষের ন্যায় জবাব আসতে পারে সফলতায় পৌঁছছে। কিন্তু আমি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে একজন গবেষক হয়ে এখানেও আপনাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলবো, যদি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশনের পর্দায় ক্লাস লেকচার প্রচার করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে রেখে পড়ালেখা সম্পাদন করাতে পারত তাহলে তাদের বই আর সপ্তাহে বা পনের দিনে বা মাসে কতিপয় নির্দিষ্ট দিন বিভিন্ন টিউটোরিয়াল সেন্টারে সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করাত না।

সুতরাং বলব, টেলিভিশন ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন ও কর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। ছাত্র জীবনের দাবিই হলো প্রচুর অধ্যয়ন। তাই অধ্যয়নের স্বার্থে একজন পড়ুয়া হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তা না করে দর্শক ও শ্রোতা হতে গেলে মূল কাজ বা উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে এবং তখন এটি হবে বদঅভ্যাস।

www.pathagar.com

৮.৯. খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে না যাওয়া

পড়ালেখার মতো খেলাধুলাও ছাত্র-ছাত্রীদের নিত্য সঙ্গী। সুস্থ, সবল, ক্লান্তিহীন নিরোগ শরীরের জন্য খেলাধুলা করা উত্তম। কিন্তু এ খেলাধুলা যদি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়ার মতো পর্যায়ে চলে আসে তবে তা বর্জন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবার পড়ার সময়ে খেলাধুলা না করা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সৎ গুণেরই বহিঃপ্রকাশ।

অন্যদিকে যেসব খেলাধুলা মহান স্রষ্টার আনুগত্য করা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিরত রাখে, সালাত আদায়ের কথা ভুলিয়ে রাখে এবং শরীরের যেটুকু অংশ পর্যন্ত ঢেকে রাখা অবশ্যই কর্তব্য তা লঙ্ঘন করে হাফপ্যান্ট পরিধান করে খেলা হয় এমন খেলায় অংশগ্রহণ ও দেখা দুটিই নিষিদ্ধ। এমনটি করা কখনোই ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ হতে পারে না।

৮.১০. দিবস বরণে সংগীত বা কনসার্টে গা ভাসিয়ে না দেয়া

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এ তিনটি দিবসের সাথে আমাদের মায়ের ভাষা, জন্মভূমির স্বাধীনতা এবং বিজয়ের এক গৌরব গাঁথা ইতিহাসের সম্পৃক্ততা রয়েছে। যার আলোচনা আমাদের নাড়ির টানেই আকৃষ্ট করে, গাঁয়ের পশমকে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেদিন যারা এর সম্মান রাখতে যেয়ে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। আর তাই এ দিবসগুলোর আলোচনা আমাদের অস্তিত্বের আলোচনা হওয়ায় আজ ও আগামীর সন্তানদের কাছে তার সঠিক ইতিহাস এবং কোনো ভেদাভেদ না করে, বিভেদের সুর না তুলে সে সময়ে কে কী করেছে না করেছে এসব প্রশ্ন তুলে যারা জীবন দিয়েছে তাদের মাগফিরাতের কামনা থেকে কাউকে দূরে ঠেলে দেয়ার মতো সংকীর্ণতার পরিচয় না দিয়ে সকলকেই তাদের জন্য কিছু করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করা আজকের প্রবীণদের দায়িত্ব। ভাষা আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছে, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এখনো বেঁচে আছেন তারা সীমানার দাবিতে সকলেরই ভাই। আবহাওয়া, জলবায়ু বা অক্সিজেন গ্রহণ কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগের মধ্য দিয়েও সকলেই বাংলাদেশী।

সুতরাং আজকের ছাত্রী-ছাত্রীদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গঠনে উজ্জীবিত করতে এ দিবসগুলোর আলোচনা, তাৎপর্য, গুরুত্ব জানানো উচিত। কিন্তু তাই বলে সমগ্র দিন এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে, আনন্দের নামে ঢংকা বাজিয়ে সংগীত আর কনসার্টে মগ্ন রেখে সমগ্র দিনকে অর্থহীন করে দেয়া ভালো ছাত্রী-ছাত্রীদের

www.pathagar.com

সদঅভ্যাসে পড়ে না। তাই সেদিকে খেয়াল রেখে আগামী দিনে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ছাত্রত্বের দাবি অনুযায়ী এ দিবসগুলো বরণে কোনো অনুষ্ঠানে গেলেও তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তাদের মূল কাজ পড়ালেখায় মনোনিবেশ করবে বলে আশা করি।

৮.১১. কম্পিউটার গেমস বা নেটে বসে চ্যাট করে সময় নষ্ট না করা

আজকাল অনেক ছাত্র-ছাত্রীর দাবি কম্পিউটার চাই, দিতে হবে। কিন্তু কেন? স্কুলগামী, কলেজ ও মাদরাসায় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার লাগবে কিসে? অবশ্য কলেজ স্তরে কেউ-কেউ কম্পিউটার বিষয়টি নিয়ে থাকে বলে তাদের দাবি না হয় কিছুটা যৌক্তিক। কিন্তু স্কুল ও মাদরাসায় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার কেন চায়? প্রয়োজনটা কী? এরপর এখানেই শেষ নয় কম্পিউটার পেলে চায় ইন্টারনেট কানেকশন। পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে নানাভাবে ম্যানেজ করে তাও কেড়ে নেয়। কিন্তু তাতে তাদের পড়ালেখার কী অবস্থা! হ্যাঁ, পড়ালেখা যা ইচ্ছে তাই। বাংলাদেশে যখন রাত্র তখন উন্নত বিশ্ব নামে খ্যাত অনেক দেশে দিন। তাই তাদের টিনেজ ছেলে-মেয়েরা কম্পিউটারে বসে যা-যা করে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সারা রাত ধরে তা প্রত্যক্ষ করে আর দিন ভরে ঘুমায়, প্রচার করে সারা রাত পড়ে।

সুতরাং পুরো বিষয়টিই দুঃখজনক। আর তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বলব, এইচএসসি পাস করা পর্যন্ত কম্পিউটারে বা নেটে চ্যাট করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এতে পড়ালেখার অনেক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

৮.১২. মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া

মোবাইল ফোন হলো আধুনিক প্রযুক্তির একটি অন্যতম আবিষ্কার, যা মানুষকে দিয়েছে কিছু নিয়েছে বহু। যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থান থেকে কথা বলার সুযোগে কেড়ে নিয়েছে সকল শ্রেণীর মানুষদের ইজ্জত-আব্রু, সম্মান, বাড়িয়ে দিয়েছে হতাশা-উদ্বিগ্নতা। আর পরিবারে দ্বন্দ্ব-কলহ, অবিশ্বাসের দাবানল– যার শেষ পরিণতি হয়তো ভাঙ্গন। ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যস্ততা, তথা বন্ধুত্বের বন্ধন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান পড়ালেখার সময় ইথারে কথা ভেসে আসা-যাওয়ার মধ্যেই পণ্ড। তাই মোবাইল ফোন সম্পর্কে প্রথম অভিমত হচ্ছে পিতা-মাতার অসচেতনতা বা অদূরদর্শিতার অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছার ফলে তাদের পড়ালেখা এবং সুন্দর চরিত্র হচ্ছে হুমকির মুখোমুখি। আর এ জন্যই অবাধে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র জীবনকে বিঘ্ন ঘটিয়ে দেয়ার নামান্তর। আশা করছি, ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সুন্দর জীবন গঠনের স্বার্থে ছাত্র জীবনকে পিছু টেনে ধরার অত্যাধুনিক উপকরণ মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে দূরে থাকবে। শিক্ষা জীবন শেষে কর্ম জীবনে একে গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

৮.১৩. অবসরে আদর্শ গ্রন্থ পড়া

অবসরে আদর্শ গ্রন্থ পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বের একটি অন্যতম প্রধান গুণ। কেননা ছাত্র জীবন হলো জ্ঞান অর্জনের জীবন। জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে আদর্শ গ্রন্থের বিকল্প নেই। আর বেশি-বেশি গ্রন্থ পাঠ করা সুঅভ্যাসের বিষয়। ফলে পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁদের মাঝে যারা ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের সুঅভ্যাস গঠন ও লালনের প্রতি সুদৃষ্টি দিয়ে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের বই উপহার দিতে পারে। এখানে বিভিন্ন উৎসব যেমন :

০১. ঈদ উৎসব;

০২. জন্ম উৎসব;

০৩. সুন্নাতে খাতনার উৎসব;

০৪. পরীক্ষা শেষ হলে অবসর সময়ে পড়ার জন্যে;

০৫. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হলে তার ভিত্তিতে;

০৬. নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়াকে স্বাগত জানিয়ে ঐ শ্রেণীর প্রথম স্কুল দিবসে;

০৭. ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারায় আদর, ভালোবাসা জানিয়ে;

০৮. বিশ্ব স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম পড়তে শুরু করায় তাকে মোবারকবাদ ও দু'আ জানিয়ে;

০৯. আল কুরআনুল কারীম প্রথম এক খতম হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে;

১০. জীবনে প্রথম সালাত আদায় করেছে তাকে দু'আ দিয়ে, সিয়াম পাঁচটি, দশটি, বিশটি ও ত্রিশটি আদায়সহ সুন্দরভাবে সালাত ও আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করেছে বলে তাকে মোবারকবাদ ও জীবনে কামিয়াবী কামনা করে স্মৃতিস্বরূপ আদর্শ গ্রন্থ উপহার দেয়ার রীতি এবং এমন সংস্কৃতি সবার মাঝে চালু করে দেয়ার চেষ্টা করা উত্তম। এবার তাদের হাতে অন্য কালির কলম দিয়ে এক একটি করে বই পড়িয়ে সুন্দর ও তাদের মনে প্রভাব বিস্তার বা সুন্দর-সুন্দর বাক্যসমূহ দাগিয়ে রাখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বই পড়ার অভ্যাস গড়তে পারলে আগামীতে তারা সহজেই আদর্শবান হয়ে উঠতে দিক-নির্দেশনা পাবে। গড়ে উঠবে এদের মাঝে বই পড়া ও সংগ্রহ আরেকটু এগিয়ে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি করার অদম্য আগ্রহ ও স্পৃহা– যা এলাকাভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও অবসরে আদর্শ গ্রন্থ পড়তে উৎসাহী করে তুলবে।

www.pathagar.com

৯. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে পিতা-মাতার উপদেশ শ্রবণ ও গৃহ অঙ্গনে নিজেদের সম্পৃক্ততা

ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো হওয়ার লক্ষ্যে পরিবার ও গৃহ অঙ্গনের পরিবেশ সুন্দর হওয়া এ শতাব্দির দাবি। সেইসাথে পরিবারে প্রধান হিসেবে পিতা-মাতার কাছে তাদের আর্থিক অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা উপকরণ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করবে। তবেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পিতা-মাতা যেমন সন্তুষ্ট থাকবেন তেমনি আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন।

এছাড়াও গৃহ হলো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে খড়ি দেয়ার উত্তম স্থান। আর এ জন্যে অনেকেই গৃহকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে সম্বোধন করে থাকেন। আসলে সত্যি কথা বলতে কী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে– গৃহ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হচ্ছেন– পিতা-মাতা। ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতার কাছ থেকে যা শিখে পৃথিবীর অন্য যে কোনো শিক্ষক থেকে তা অনেক বেশি। সুতরাং গৃহ অঙ্গন যে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অঙ্গন, জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র, অভ্যাস সুদৃঢ়করণে ভিত্তি ভূমি, নিজেদের গড়ার আপন অঙ্গন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীর বুকে এর চেয়ে উন্নত ও কার্যকরী শিক্ষাঙ্গন আর দ্বিতীয় কোনোটি নেই। বরং যা আছে সবই তার সহায়ক মাত্র। আর এজন্যই ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে গৃহ ও গৃহের অঙ্গনে নিজেদের পজিটিভ সম্পৃক্ততা অবশ্যই প্রয়োজন।

৯.১. পিতা-মাতাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা

ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো হিসেবে গড়ে উঠতে পারার এক নম্বর শর্ত হলো সকল ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পিতা-মাতাকেই তাদের শিক্ষক মনে করবে। জীবনের শুরু তথা মাতৃগর্ভে অবস্থান থেকে শুরু করে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতার দায়িত্ব অপরিসীম। তাছাড়া কম বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েদের উচিত পিতা-মাতার আদেশ নিষেধ মেনে তাদের কথামত জীবন গঠন করা। এছাড়াও পিতা-মাতার ইচ্ছানুযায়ী মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের জুতা পর্যন্ত সুসজ্জিতকরণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পিতা-মাতার দাবি। আর এভাবে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতার সুন্দর উপদেশ, আদেশ নিষেধ অনুযায়ী জীবন গঠন ও পড়ালেখা করে সে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই ছাত্র জীবনে পড়ালেখায় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

কেননা পিতা-মাতার সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক শুধু ছাত্র শিক্ষকরূপী নয়, এ সম্পর্ক রক্তের, এ সম্পর্ক নাড়ির বন্ধনের, এ সম্পর্ক চিরস্থায়ী ও চিরকল্যাণকামী আত্মিক সম্পর্কের। সুতরাং এ সম্পর্কের দাবি হলো শুধু গঠন, শুধু ভালোবাসা

www.pathagar.com

নিজেদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তাদের কল্যাণ কামনা করে তাদের সুন্দর জীবন গড়ে দেয়া, আর এতেই পিতা-মাতা খুঁজে নেন তাদের পিতৃ ও মাতৃত্বের স্বাদ ও সার্থকতা।

৯.২. পিতা-মাতার কথা মতো পড়ালেখা করা

সন্তানের জীবনে সবচেয়ে আপনজন পিতা-মাতা। পৃথিবীর বুকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পর পিতা-মাতা ছাড়া সন্তানের চিরকল্যাণকামী আর কেউ নেই। কেননা একদিকে রক্তের বন্ধন, অন্যদিকে তিল-তিল করে তাদের সকল চাহিদা পরিপূর্ণকরণ এবং স্নেহমাখা আদর ও ভালোবাসার মাঝে জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে পরিবার ও পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারক পতাকাবাহী হিসেবে সন্তানদের গড়ে তোলার অদম্য ইচ্ছা, পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতার মতো এতো নিছক ভালোবাসা উজার করে মহান স্রষ্টার দরবারে চিরন্তন কল্যাণ কামনাকারী এমন তৃতীয় আর কোনো পক্ষ নেই। তাইতো জীবন গড়ার প্রতিটি ক্ষণে পিতা-মাতার কথা মেনে, আদেশ-উপদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে তথা ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র দায়িত্ব।

মূলতঃ পিতা-মাতা মাত্রই সন্তানের মঙ্গলকামী। কাজেই উচ্চ শিক্ষিত-কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোনো পিতা-মাতাই সন্তানের ভালো চায় না এমন খুঁজে পাওয়া ভার। আর সে জন্যেই যে সকল সন্তান তথা ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী জীবনের সকল কিছু পরিচালনা করবে পিতা-মাতার মন খুশি রাখতে সচেষ্ট হবে, তাদেরকে বুঝার চেষ্টা করবে, তাদের মন বুঝে সবকিছু করবে, পিতা-মাতার পাশে থাকবে, তাদের কথার অবাধ্য হবে না, তারা অবশ্যই ভালো ছাত্র-ছাত্রীতে গণ্য হবে, ভাল ফলাফল অর্জন করে শিক্ষা জীবনে সফলতা লাভ করবে, ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ ও কর্মে সফল হবে। জীবনে উন্নতির উচ্চাসনে উঠতে তাদের কোনো প্রতিবন্ধকতা পিছু টেনে ধরতে পারবে না।

৯.৩. পিতা-মাতার সাথে রাগ-ঢাক না করা

পিতা-মাতার আদেশ-উপদেশ, নিষেধ মেনে চলে জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে চলা সন্তানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভালো সন্তান তথা ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্রই পিতা-মাতার সাথে কোনো বিষয়ে রাগ-ঢাক না করে পিতা-মাতার সাথে সবকিছু পরামর্শ করে সুন্দর আগামী গড়ার স্বপ্নে বিভোর হবে। পিতা-মাতা পড়ালেখার কথা বললে তাতে মগ্ন হবে। কোনো কিছু নিষেধ করলে তা মেনে নিবে। কখনোই তাদের সাথে রাগ করে পড়ালেখা থেকে নিবৃত্ত হবে না। পিতা-মাতার সামনে বেয়াদবি প্রকাশ পায় এমন কিছু করবে না। কেননা এতে পিতা-মাতা

www.pathagar.com

ছেলে-মেয়েদেরকে বেয়াদব মনে করে মনে মনে কষ্ট পেয়ে থাকে। অবশ্য পিতা-মাতার কোনো কথায় ছেলে-মেয়েদের শয়তানের প্রভাবে রাগ আসলে রাসূল (সা.) আমাদের যে পরামর্শ দিয়েছেন তা মেনে নিবে। তবু বেয়াদবি প্রকাশ পায় এমন কিছু করবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

আবূ যার (রা.) বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের বলেন : যদি তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল; নয়তো সে শুয়ে পড়বে। (আল হাদীস, আবূ দাউদ শরীফ, অধ্যায় : আদব, হাদীস নং-৪৭০৭, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৮, ই.ফা.)

আবূ ওয়ায়েল বলেন, একদা আমরা উরওয়া ইবন মুহাম্মাদ সা'দী (রা.)-এর নিকট যাই। সে সময় তাঁর সাথে কোনো এক ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, যাতে তিনি রাগান্বিত হন। তখন তিনি উঠে যান এবং উযূ করেন এবং বলেন : আমার পিতা, আমার দাদা আতীয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : শয়তানের কারণে রাগের সৃষ্টি হয়। আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পানি দ্বারাই আগুন নির্বাপিত হয়। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে যেন উযূ করে। (আল হাদীস, আবূ দাউদ শরীফ, অধ্যায় : আদব, হাদীস নং-৪৭০৯, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬৮, ই.ফা.)

আসলে ভালো ছাত্র-ছাত্রী মানে মেধাবী, বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র তথা আদর্শিক ও চারিত্রিক গুণাবলীতে ম্রিয়মান ছাত্র-ছাত্রী। এমন ছাত্রী-ছাত্রীরা সকল ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে থাকে। তারা যে শুধু পড়ালেখায় ভালো হবে বিষয়টি ঠিক এমন নয়, বরং আমি বিশ্বাস করি, ভালো ছাত্রী-ছাত্রী মানে সকল ক্ষেত্রে, সকল অঙ্গনে, সকল কর্মকাণ্ডে ভালোর দিকটি প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। তবেই কেবল দেশ ও জাতি ভালো কিছু পাবে। জাতি উপকৃত হবে।

৯.৪. পিতা-মাতার আদর্শিক জীবনবোধ থেকে শিক্ষা

ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে পিতা-মাতার আদর্শিক প্রভাব অনেক তাৎপর্যবহ। একদিকে পিতা-মাতার সাথে তাদের রক্তের বন্ধন, অন্যদিকে পিতা-মাতার গড়া সামগ্রিক আয়োজনের উপর ভিত্তি করে তিল-তিল করে বেড়ে উঠা, শিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ সুন্দর জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সবই ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার আর পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা-চেতনার সামগ্রিক বিকাশ, রুচিবোধ ও আচার-আচরণের আদর্শিক সম্মিলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, রং-ঢং ইত্যাদি পিতা-মাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে, ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে পিতা-মাতাকেই হতে হয় আদর্শিক মডেল, আদর্শের রূপদানকারী, পিতা-মাতার জীবনবোধ ও কর্মকাণ্ড

www.pathagar.com

থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে আগামী পথ চলার সঞ্জীবনী শক্তি। তাইতো পিতা-মাতার প্রতিটি পথ চলা হতে হবে আদর্শমুখী। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

আবূ বকর ইব্ন হাযম (র.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেন : ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে। (অর্থাৎ ভালোবাসা ও আন্তরিকতা এমনি একটি গুণ– যা উর্ধ্বতন বংশধরদের নিকট হতে অধঃস্তন বংশধররা পুরুষানুক্রমে লাভ করে থাকে।) (আল হাদীস, আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৪৩, পৃষ্ঠা-৫২, ই.ফা.)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

নুমায়র ইব্ন আওস বলেন, তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন যে. মুরুব্বিগণ বলতেন : সৎপথে চলার প্রবৃত্তি আল্লাহর দান, কিন্তু আদব বা শিষ্টাচার পিতৃপুরুষের দান। (আল হাদীস, আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৯২, পৃষ্ঠা-৭৫, ই.ফা.)

৯.৫. পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী দাবি পেশ করা

পিতা-মাতার উপার্জন বা আয়ের অবস্থান বুঝে শুনে তাদের কাছে শিক্ষা উপকরণসহ নানা স্বাদ-আহলাদের দাবিটুকু পেশ করা ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষণ। পিতা-মাতা হাড় ভাঙা খাঁটুনি বা দিবানিশি পরিশ্রম করে সন্তানদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে, তাদের সুস্থতার দাবিতে চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে, লজ্জা নিবারণ ও সভ্যতার মাপকাঠিতে উন্নীত করার লক্ষ্যে বস্ত্রের দাবি নিবারণসহ ভালো মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার আয়োজন করতে যখন হিমশিম খায় তখন তাদের কাছে অতিরিক্ত দাবি পেশ করা বা এমন কোনো দাবি পেশ করে তাদের লজ্জা, দীর্ঘশ্বাস বা হতাশার দিকে ঠেলে দেয়া কোনো ভালো সন্তান তথা ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ হতে পারে না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মানবতাবাদী ধর্ম ইসলাম কখনোই এমন কোনো প্রেক্ষাপটকে সমর্থন করে না। কাজেই পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ খেয়াল রেখে তারা যা-যা দিতে পারে তা পেয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তাদের প্রতি সম্মান অটুট রেখে তাদের নাম ভবিষ্যতে সম্মানের সাথে উচ্চাসনে তুলে ধরতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে হওয়া চাই অন্তরে ঐশ্বর্যশালী, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া চাই দারিদ্র্যে জয়, হেরে যাওয়া নয়।

মূলত এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা আর্থিক দৈন্যতায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা উপকরণের খরচ নির্বাহ করতে হিমশিম খেয়ে উঠেন আর শিক্ষক রেখে পড়ালেখা করানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক খরচ নির্বাহকরণ ইত্যাদি তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা যদি প্রচুর পড়ালেখায় মনোনিবেশ করে কেবল তাহলেই কোনো শিক্ষার্থী প্রাইভেট না পড়ে, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়েও ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে। এ দেশে দরিদ্র

www.pathagar.com

পিতা-মাতার সন্তানদের ভালো ফলাফল অর্জনের এমন অনেক বাস্তব সাফল্যময় ঘটনা প্রতিবছর ফলাফল প্রকাশের পর সংবাদ পত্রের সুবাদে আমরা জানতে পারি।

কাজেই দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য করে বলবো, দরিদ্রকে জয় করার চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে দৃপ্ত শপথে মহান আল্লাহ্‌র কাছে সবকিছু সোপর্দ করে চোখের পানি ফেলে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত থেকে, পিতা-মাতার চোখে মুখে স্বস্তির হাসি ফুটিয়ে তোলার মানসে কঠোর অধ্যবসায়, দৃঢ় সিদ্ধান্ত, আদর্শিক চিন্তা-চেতনা আর স্বপ্ন জয়ে দুর্বার নেশা নিয়ে এগিয়ে চলো। রাত-দিন একাগ্রচিত্তে পড়ালেখা করো। প্রাইভেট শিক্ষক নেই, উচ্চ খরচ ও বিলাসবহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী হতে পারোনি, শিক্ষা উপকরণের যোগানও তেমন নেই, তাতে কী মূল বই হাতে নিয়ে পড়তে-পড়তে শেষ করে লিখে-লিখে তা পারফেক্ট করে তোলো; একদিন তোমরাই বোর্ডের সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে, তোমরাই হবে দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী, চারদিকে দেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে তোমাদেরই বিজয় কথা, তোমাদের পথ অনুসরণ করেই এগিয়ে আসবে অন্যরা। সেই দু'আ করে সেই তোমাদের অপেক্ষায় আমরা...।

৯.৬. অসময়ে পিতা-মাতার কাছে বেড়ানোর দাবি পেশ না করা

যখন তখন বেড়ানো, বেড়ানোর ইচ্ছা পোষণ, দাবি পেশ, গৃহে হাঙ্গার স্টাইক বা না খেয়ে হরতাল করে নিজেদের দাবি পূরণে পিতা-মাতাকে বাধ্য করা দুঃখজনক। মেধাবী ও ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তা কখনোই কাম্য নয়। কেননা বেড়ানোর এ দাবির সাথে যা সম্পৃক্ত তা হলো :

পিতা-মাতাকে অর্থের যোগান দিতে হয়, অনেক সময় বেড়ানোকে কেন্দ্র করে নতুন বস্ত্র, জুতা, ব্যাগ কেনার প্রয়োজন দেখা দেয়, যাওয়া-আসার বাহন খরচসহ উপহার কেনা বাবদ অনেক অতিরিক্ত অর্থের যোগান দিতে হয়– এক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অতিরিক্ত এ অর্থের যোগান দিতে হিমশিম খেতে হয়, তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় ব্যাঘাত তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস মিস হওয়া, বাসায় রুটিন মাফিক পড়ালেখা না হওয়া, বেড়াতে যেয়ে অন্যমনস্ক হওয়া, অন্যত্র গোসল ও ভ্রমণ করে অসুস্থতাসহ বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের বেড়াতে আমি একদম নিষেধ করছি না বা করবো না। তবে আমি যা বলবো তা হলো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পঞ্চম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা শেষের সময়টুকুতে বেড়াতে যাবে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি বার্ষিক পরীক্ষা শেষে বা ঈদের ছুটিতে পিতা-মাতার কাছে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে দেখো। এবার পিতা-মাতা বেড়াতে যাওয়ার জন্য যে টাকা পয়সা প্রয়োজন তার যোগান দিতে সক্ষম হলে অবশ্যই তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী বেড়াতে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কেননা আমরা জানি, জগতে এমন পিতা-মাতার দৃষ্টান্ত বিরল যারা ছেলে-মেয়েদের মুখে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাসি ফুটাতে চায় না। সুতরাং যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পড়ালেখার প্রতি খেয়াল রেখে যখন তখন বা পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্য চিন্তায় রেখে যে কোনো সময় বেড়ানোর দাবি পেশ করে না তাদের প্রতি তাদের পিতা-মাতারা সন্তুষ্ট থাকায় আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হতে থাকে। ফলে এমন ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় সফলতা অর্জনে এগিয়ে থাকে। তারাই ভালো ছাত্র-ছাত্রীতে পরিণত হয়ে থাকে।

৯.৭. পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহে কোনো পক্ষ অবলম্বন না করা

পরিবার অঙ্গনে কখনো কখনো প্রীতিকর-অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা ঘটে থাকা স্বাভাবিক। সংসার ও সাংসারিক জীবনে ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, আর্থিক অভাব অনটনে বা টাকার অহংকারে অথবা মানুষের চিরশত্রু শয়তানের শয়তানীতে অকস্মাৎ কিছু বেদনাময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর এসব ঘটনা দেখে-শুনে ছেলে-মেয়েরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে নিজেদের সুন্দর জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারে। তাই প্রথমত ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতা তথা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্তানদের সামনে কোনো দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ যেন না ঘটে সেদিকে সহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা উত্তম। তবে পাতিল একসাথে থাকলে ধাক্কা খাবে, বাঁশ ঝাড়ে বাঁশে বাঁশে ঘষা খাবে এটা যেমন স্বাভাবিক তেমনি সাংসারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কখনো কখনো কতিপয় ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে।

এ অবস্থায় ছেয়ে-মেয়েদের উচিত কোনো পক্ষ অবলম্বন না করা, পিতা বা মা কারোর পক্ষই না নেয়া, বরং দু'জনই আপন, দু'জনকেই প্রয়োজন এ বিষয়টি মাথায় রেখে ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার মাঝে সংঘটিত মন-কষাকষি দূর করে দেয়ার চেষ্টা করবে। পড়ালেখায় সফলতা লাভ করে পিতা-মাতার মুখে হাসি ফুটিয়ে দিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখবে। আর তাহলেই দু'জনের কাছ থেকে দু'আ ও আদর পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে তাদের সঠিক গন্তব্যস্থলে উপনীত হতে সক্ষম হবে।

১০. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ

১০.১. শিক্ষকদের সালাম দেয়া

শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য হলো যেখানেই শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ হয় সেখানেই তাদের প্রতি সালাম পেশ করা এবং সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলা, খোঁজ-খবর নেয়া, শিক্ষকের সামনে এমন কোনো কথা, সহপাঠীদের সাথে গল্প গুজবে মগ্ন হয়ে না যাওয়া যা শুনতে

www.pathagar.com

দৃষ্টিকটু বা শিক্ষককে পাশ কাটিয়ে নিজেরা কোনো গল্প গুজব না করা, শিক্ষকের প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া, সর্বোপরি শিক্ষকের সাথে আদবপূর্ণ আচরণ করা, শিক্ষক দেখা মাত্রই আদবের সাথে নম্র হয়ে পথ চলা, মুচকি হাসির সাথে সালাম দেয়া ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

১০.২. শিক্ষকদের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বলা

শিক্ষক ধরনীর দীক্ষক, ভালো ছাত্র-ছাত্রী তথা ভালো মানুষ গড়ার মন-মানসিকতায় নিবেদিত সমাজের উঁচু শ্রেণীর একজন। কোলাহলমুক্ত সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ, অন্যায়-অপকর্মমুক্ত আদর্শিক চরিত্রের অধিকারী, বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ার নির্মাতা, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নির্লোভ ও নির্মোহ আদর্শিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসারী, পৃথিবীর বুকে আগত সকল নবী ও রাসূলের উত্তরসূরী। পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতার পর ছাত্র-ছাত্রীদের গঠনে শিক্ষকের শিক্ষা দানের কোনো বিকল্প নেই। বিকল্প হবেও না কখনো। ছাত্র-ছাত্রীদের গঠনে, ছাত্র জীবনে সফলতা আনয়নে শিক্ষক, একমাত্র শিক্ষকগণই সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। সমগ্র বিশ্বে গ্রহণযোগ্য। তাইতো এমন শিক্ষকদের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনোরূপ মন্দ আচরণ বেয়াদবির শামিল।

ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো শিক্ষকদের সাথে নিবিড় শ্রদ্ধাপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। শিক্ষকদের দেখামাত্রই সালাম পেশ, শিক্ষকদের যে কোনো প্রয়োজনে এগিয়ে আসা, শিক্ষকদের বিপক্ষে বা তাঁদের মান সম্মানে আঘাত আসবে এমন কোনো কথা বা কর্ম ও আচরণ কোনোভাবেই ব্যক্ত না করা। আসলে শিক্ষা জীবনের প্রত্যেক স্তরের শিক্ষকদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন শিক্ষার প্রকৃত দাবি। ভালো ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনকারী। আর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের কথা মেনে সে অনুযায়ী পড়ালেখা করে তাদের ভালো ফলাফল সুনিশ্চিত হয়। তাদের জীবন হয়ে উঠে সুন্দর ও সুখময়।

অন্যদিকে যারা শিক্ষকের দেয় দিক-নির্দেশনা মেনে চলে না, পড়ালেখা ভালোভাবে করে না, তাদের পড়ালেখা জীবন যেমন ধ্বংস হয় তেমনি সমগ্র জীবন হয়ে পড়ে অন্ধকার, তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সবই হয়ে পড়ে অনিশ্চিত, দেশ ও দশের সকলেই হয় তাদের দ্বারা অতিষ্ঠ, এতে দেশ ও দশের সকলেই হয় তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। আর তাইতো এমন অকল্যাণকামী বা অনাদর্শিক মানুষ থেকে যেন সকলেই মুক্ত থাকতে পারে সেজন্যই ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতার পর যাদের স্থান এমন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সাথে কোনোভাবেই

www.pathagar.com

বেয়াদবীমূলক কোনো আচরণ না করা, সবসময় তাদের সম্মান পেশ করা, তাদের মনে কষ্ট লাগবে এমন কোনো কথা বা আচরণ প্রকাশ না করা। সবসময়ই শিক্ষকদের সম্মান বৃদ্ধিতে সোচ্চার হওয়া।

১০.৩. শিক্ষকদের সম্মান করা

দেশের প্রধান থেকে শুরু করে সকলকে যারা গড়ে; সভ্যতার বীজ যারা বপন করে; তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা যে কেমন হওয়া উচিত, একথা লেখা একজন শিক্ষকরূপী লেখকের পক্ষে কঠিন। আর তাই ইসলামের অন্যতম খলীফা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত প্রিয় সাহাবী হযরত আলী (রা.) শিক্ষকদের সম্মান ও হক প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের জানার সুবিধার্থে উল্লেখ করছি।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন : "একজন শিক্ষকের হক বা অধিকার হলো তুমি তাকে বেশি প্রশ্ন করবে না, তাকে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা করতে পারবে না, তার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারবে না যদিও তিনি অলসতা করেন। তাঁর কাপড় ধরে বসাতে পারবে না, যদি তিনি উঠে যান। তার কোনো গোপন তথ্যের ব্যাপারে প্রতারণা করবে না, যদি তার পদস্খলন হয়; তাহলে তার উজর গ্রহণযোগ্য হবে। তোমার জন্য আরো অত্যাবশ্যক হলো তুমি তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সম্মান করবে যতক্ষণ সে আল্লাহর আদেশ সংরক্ষণ করে। আর তুমি শিক্ষকের সামনে বসবে। যদি তার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তার খেদমতের জন্য এগিয়ে যাবে এবং তাকে এমন কথা বলবে না অমুক ব্যক্তি আপনার মতের বিপক্ষে বলেছে।"

১০.৪. শিক্ষকদের আদর্শিক জীবনবোধ থেকে শিক্ষা

শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শিক পথ-প্রদর্শক, পৃথিবীর বুকে পেশাগতভাবে শিক্ষাদানে রত এ শিক্ষকদের কাজ শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শিক জীবন গঠনেও পিতা-মাতার পরেই রয়েছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার চেয়েও শিক্ষকের আদর্শিক দিক-নির্দেশনা, শিক্ষকের জীবনবোধ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে করে আন্দোলিত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের দেখে, শিক্ষকদের কথা শুনে, শিক্ষকদের অনুসরণ-অনুকরণ করে জীবন পরিচালনার দীক্ষা লাভ করে থাকে। আর তাইতো শিক্ষকদেরকেই হওয়া চাই আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

জগতের সবাই শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকের দেখানো পথে পথ চলে, এগিয়ে চলে জীবন বিকাশে। আর এভাবেই শিক্ষকদের আদর্শিক

www.pathagar.com

অনুকরণ ও অনুসরণে ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শিক জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে চলে। সুতরাং বলা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শিক গঠনে শিক্ষকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১০.৫. শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে জীবন পরিচালনা

শিক্ষকগণ সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষ। সমাজ সামাজিকতার অঙ্গনে কোনো রকম জটিলতা বা দ্বন্দ্ব-কলহে শিক্ষকগণ জড়িত হোন না। তাঁরা কখনোই কোনো মানুষের পেছনে ক্ষতির নেশায় বা সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন না। শিক্ষকগণ সবসময় যে কোনো বিষয় তাঁদের জ্ঞান চক্ষু দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেন। সর্বদা এলাকার লোকজনের দেশের ও দশের কল্যাণ কামনা করেন। মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে থাকেন। ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সকলের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন। তাইতো ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত এমন শিক্ষকদের সাথে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সুসম্পর্ক বজায় রাখা, যেকোনো সময় যেকোনো প্রয়োজনে শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে এগিয়ে চলা, জীবনের শিক্ষা পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষকদের সাথে কথা বলা, শিক্ষকদের দেয় দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী কর্মসূচি গ্রহণ করা। এতে একদিকে যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়া যাবে আরেকদিকে শিক্ষকদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দেয় পরামর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত কামনায় দু'আও পাওয়া যাবে। যার বদৌলতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আগামী দিনগুলোও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

তাছাড়া জীবনে চলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জ্ঞানী-গুণী আদর্শবাদী ও কল্যাণকামী লোকজনদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে সুন্দর জীবন ধারণ করা তো বুদ্ধিমানের কাজ। আর এ জন্যই ছাত্র-ছাত্রীরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের প্রিয় শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলবে।

১১. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় গুণাবলী অর্জন

ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন হবে; আদর্শিক বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হবে এ যেন সবারই চাওয়া, সবারই কামনা। তাইতো ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা-চেতনার ঘাটতি বা অপ চিন্তার স্বীকৃতি, উন্নত রুচিবোধের অনুপস্থিতি, অভীষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দুর্বল বা অসুস্থ ইচ্ছা শক্তি, নিজেদেরকে ব্যক্ত করার অসুন্দর ও অশালীন ভাষারীতি, আদবের বিপরীত বেয়াদবিমূলক নীতি এবং সময় সম্পর্কে অসচেতনতা, উচ্ছৃঙ্খল

www.pathagar.com

অগোছালো অবস্থা ইত্যাদি দিকগুলো যখন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দেখা যায় তখন সকলেই আপসোস করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেদের ছাত্র-ছাত্রী জীবনের কথা স্মরণ করে বলতে শুরু করে–আমরাও তো একদিন ছাত্র-ছাত্রী ছিলাম। কিন্তু আমরা তো সেদিন এমন করিনি, হতাশা আর দূরাশা তাদেরকে গ্রাস করে।

কেননা একথা তো সর্বজন বিদিত, ছাত্র-ছাত্রীরা আজ যা শিক্ষা লাভ করবে কাল কর্মময় জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটাবে। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে তারা আজ যে মানসিকতার অনুশীলন করবে কাল তাদের মাঝে সে মানসিকতাই প্রতিফলিত হবে। আজ যারা ছাত্রাবস্থায় সুশৃঙ্খল হবে কাল তারা উচ্ছৃঙ্খল হবে না, আজ যারা কঠোর পরিশ্রমী তথা শ্রমের মূল্য দিতে জানবে। ফলে সে অলস বা শ্রমের অবমূল্যায়ন করবে না, আজ যারা দৈনন্দিন কর্মতৎপরতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হবে কাল সে কর্মজীবনে অগোছালো হবে না। আজ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত হবে কাল সে নিজে কোথাও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে না এবং অপরকেও আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবে।

আর এজন্যেই তো প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার শেষ সীমা পর্যন্ত যারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তাদের প্রতি শুধু তাদের পিতা-মাতা আপনজন, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনই নন বরং সমগ্র দেশবাসী, মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্ববাসী অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে। শিক্ষা জীবন শেষ করে তারা দেশ-বিদেশের উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে, তাদের সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ এ আশাই পোষণ করছে। সেই সাথে সকলেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শিক গঠনে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করছে। কেননা আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই সমাজ সেবার সুমহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দেশকে গড়ে তুলবে, বিশ্ববাসীকে আদর্শের পথ বাতলে দিবে। সর্বস্তরে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে।

১১.১. ভালো চিন্তা-চেতনার বোধোদয়

ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা-চেতনার পরিধি কখনোই সংকীর্ণ হবে না, কখনোই পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদি গণ্ডিতে আবদ্ধ হবে না। তবে নিজ জন্মভূমি, স্বদেশ, স্বজাতির কল্যাণ কামনা সবার উপরে স্থান পাবে। ঠিক এভাবেই স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের পর যদি সম্ভব হয় তাদের কর্মকান্ডের সুফল সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের কর্তব্য। আর এজন্যেই ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই সর্বদা ভালো চিন্তা-চেতনা করতে হবে, সকলের কল্যাণমুখী পরিকল্পনা ও ভিশন সেটআপ করে

www.pathagar.com

এগিয়ে যেতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা জীবন থেকেই কোথায় ছিলাম? কোথায় এসেছি? কিভাবে এসেছি? কেন এসেছি? কী আমাদের করণীয় হওয়া উচিত? কোন্‌টি করা উত্তম? কোন্‌টি অনুত্তম? কোন্‌টি গঠনমূলক? কোন্‌টি সকলে সমর্থন করে? কোন্ কাজ দেখে অন্যরা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে, মুখ কালো তথা অপছন্দ করে, পিতা-মাতা, শিক্ষক, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন কষ্ট পায়– এ সবগুলো বিষয় মাথায় রেখে ভালো চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সকলেরই কাম্য; সকলেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এমনটি প্রত্যাশা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হাদীসে কুদসীতে বলেন : আল্লাহ তা'আলা সমুদয় সৎ ও অসৎ কর্মের হিসাব লেখেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে আরও বিস্তৃত করে বলেন : সুতরাং যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা গ্রহণ করেছে অথচ তা সম্পাদন করেনি আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। তার ইচ্ছার পর কাজে পরিণত করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুন পর্যন্ত সাওয়াব লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি কোনো মন্দ কর্মের অভিপ্রায় করে এবং তা কাজে পরিণত না করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। আর অভিপ্রায়ের পর তা সম্পাদন করে ফেললে তিনি একটি মাত্র গুনাহ লেখেন। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-২৩৮, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৪, ই.ফা)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী তাঁর সমীপে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু সংশয়ের উদয় হয়, যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন : সত্যই তোমাদের তা হয়? তারা জবাব দিলেন, জ্বী, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটিই স্পষ্ট ঈমান। (কারণ ঈমান আছে বলেই সে সম্পর্কে ওয়াস্‌ওয়াসা ও সংশয়কে মারাত্মক মনে করা হয়। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-২৪০, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৫, ই.ফা)

১১.২. সুন্দর রুচিবোধের সম্মিলন

ছাত্র-ছাত্রী মানেই সর্বদা সরব, চৌকস, আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নত রুচিবোধসম্পন্ন অগ্রজ। প্রত্যেক পরিবারের প্রিয় সন্তান, সমাজের আগামী দিনের অগ্রজ, দেশের ভবিষ্যৎ– এ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কুরুচিপূর্ণ কথা-বার্তা, কুরুচিপূর্ণ চলাফেরা, কুরুচিপূর্ণ খাওয়া-দাওয়া, কুরুচিপূর্ণ বস্ত্র পরিধান করা, কুরুচিপূর্ণ কর্মকাণ্ড,

www.pathagar.com

কুরুচিপূর্ণ নীতি ও নৈতিকতার স্খলন, সংকীর্ণ মন-মানসিকতা, অদূরদর্শিতা তথা কুরুচিপূর্ণ অসচ্চরিত্র কোনোভাবেই কাম্য নয়। সমাজ দেহে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এরকম কোনো কিছু কেউ কামনা করে না, কেউ প্রত্যাশা করে না, ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই সমাজের কল্যাণের প্রতীক, সচ্চরিত্রের মূর্ত প্রতীক।

দুনিয়া ও আখিরাতে জবাবদিহির কাঠগড়ায় বিজয়ী হওয়ার নেশায় প্রাণচঞ্চল উদ্দীপ্ত এক একজন। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সকল প্রকার অনৈতিকতা দূরে ঠেলে তারা শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্ম জীবনে প্রবেশ করে দেশকে গড়বে আলোকময় করে– এ প্রত্যাশা সমগ্র দেশবাসীর, সকলের, সকল মযলুম ও নির্যাতিতদের, সকল কল্যাণকামী আদর্শ মানুষের, সকলের।

১১.৩. অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দুর্নিবার ইচ্ছা শক্তি

ছাত্রী-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে সে অনুযায়ী পড়ালেখা করা উচিত। লক্ষ্য পানে বাধা বিঘ্নহীনভাবে ছুটে চলা, সব সময় সেই লক্ষ্যকে চোখের সামনে কল্পনায় তুলে ধরে সেই অনুযায়ী পরিশ্রম করা, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরই কাজ। সেই সাথে আরো যা করণীয় তা হলো :

০১. নিজেদের মনকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে এবং নিজের জন্যে এমনসব সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে যার ফলে নিজের জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি বিকশিত হয়, সেখান থেকে কিছু শিখা যেতে পারে, ভুল ধ্যান-ধারণা শুধরানো যেতে পারে এবং মন-মস্তিষ্ককে সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে অনেক বড় করে বা প্রসারিত করে নেয়া যেতে পারে।

০২. নিজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজের মধ্যে থাকতে হবে সুদৃঢ় অঙ্গীকার; গ্রহণ করতে হবে দৃপ্ত শপথ। প্রতিনিয়ত কথা-বার্তা চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে। এর ফলে নিজের মধ্যে, পরিবারের পিতা-মাতা ও অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদের মাঝে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা, উদ্যম ও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাওয়া যাবে।

০৩. অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে মনের মধ্যে কোনো দুর্বল ও নেগেটিভ ধারণা-কল্পনা এবং চিন্তা-ভাবনার উদয় হলে সাথে-সাথে সেটাকে প্রবল বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের স্পিরিটে প্রতিহত ও ধরাশায়ী করে দিতে হবে। নিজের ব্যাপারে, নিজের চিন্তা-চেতনা ও অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে কোনো দুর্বল ও

www.pathagar.com

নেগেটিভ চিন্তা বা হতাশা মনের মধ্যে দেখা দেয়ার সাথে সাথে পজিটিভ চিন্তার প্রচণ্ড আঘাতে সেগুলোকে কুপোকাত করে দিতে হবে।

মনে রাখবে, তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে এসব কিছু কতিপয় বাধা বা শয়তানের প্ররোচনা মাত্র। কাজেই অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক বা অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য নয় এমন কোনো চিন্তা-চেতনা বা কর্মোদ্দনা তোমাদেরকে পেছন থেকে ধরে রাখতে চায়, বাধা দিতে চায়, ভিন্নমুখি করে দিতে চায়; এ অবস্থায় দুর্নিবার ইচ্ছা শক্তি ছাড়া কোনোভাবেই তোমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। আর তাই এ অবস্থায় আরো প্রয়োজন–

নিজেদের সামগ্রিক অগ্রগতির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে একমত পোষণকারী এমন অগ্রজদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করা। নিজেদের অবস্থান মূল্যায়ন করা, পুরো উদ্দ্যমে পুনরায় দীপ্ত শপথে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রধান ও একমাত্র কাজ পড়ালেখায় মনোনিবেশ করবে, পড়ালেখায় আত্মনিয়োগ করবে; পড়ালেখা নিয়ে সময় কাজে লাগাবে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দিকে স্টেপ বাই স্টেপ সফলতা অর্জনের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে– এটাই সকলের কাম্য। এটাই তাদের কাছে সকলে প্রত্যাশা করে।

১১.৪. নিয়মিত সালাত আদায়

সালাত মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার। বিশ্বাসের দলিল। পুণ্য কাজের মূল। সর্বোত্তম ইবাদত। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। মুক্তি ও নাজাতের পূর্বশর্ত এবং ঈমানের অতন্দ্র প্রহরী।

সালাত ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির দ্বিতীয় ভিত্তি। মানুষ ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মাঝে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্যতম সেতুবন্ধন। এটি পরিহার করলে কবীরা গোনাহ হবে। অস্বীকার করলে কাফির হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮২ বার এ সালাত আদায়ে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

"তোমরা সালাত আদায় কর, আর মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না।" (আল কুরআন, সূরা আর-রূম, ৩০ : আয়াত-৩১)

এ সালাত আদায়ের মাধ্যমেই মুসলিম ও অন্যান্য মতাবলম্বী জাতি-গোষ্ঠীর পার্থক্য করা যায়। অন্যদিকে এ সালাত আদায়ের মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেয়ার কথা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করতে পারে। সেই সাথে একমাত্র সালাত আদায়ই তাদের মনকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে পড়ালেখা ও ভাল ফলাফল অর্জনে নিয়োজিত করতে পারে। তাইতো

www.pathagar.com

আল্লাহ সালাত আদায়ের বিশেষ দিক সম্পর্কে স্পষ্ট কুরআনে বলে দিয়েছেন :

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ করা থেকে বিরত রাখে।" (আল কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : আয়াত-৪৫)

তারপর অন্যত্র আল্লাহ মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন :

"তোমরা সাহায্য-সহযোগিতা তলব কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে।" (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-৪৫)

ছাত্র-ছাত্রীরা যখন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে তখন আল্লাহই তাদের জ্ঞান দান করবেন। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন এবং যাকে জ্ঞান দান করেন, সে নিশ্চয়ই প্রচুর ভালো ফল পেয়েছে এবং উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।" (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-২৬৯)

"আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি। সত্যি বলতে কী তোমাদের রব বড়ই প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী।" (আল কুরআন, সূরা আল-আন'আম, ০৬ : আয়াত-৮৩)

"আমি যার ব্যাপারে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন।" (আল কুরআন, সূরা আল-ইউসুফ, ১২ : আয়াত-৭৬)

কাজেই ছাত্র-ছাত্রীরা সালাত আদায়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন আল্লাহর হক আদায় করবে অন্যদিকে নিজেদের পড়ালেখায় সফলতার জন্য স্মৃতি শক্তি ও সামগ্রিকভাবে সুন্দর শৃঙ্খল আদর্শিক জীবন লাভে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।

একথা মনে-প্রাণে বদ্ধমূল রাখবে যে, দুনিয়ার জমিনে যা কিছু ভাল হয় তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়, কেউ খুব ভালো ফলাফল অর্জন করে তাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আবার কেউ খারাপ করে তাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। কাজেই যারা ছাত্রজীবনে সফলতা ও ভালো ফলাফল চায় তারা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই চায় এবং সালাতের মাধ্যমেই চায়। কারণ কুরআনের পরিভাষায় সালাতের অর্থই হলো আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়া, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া, তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। যারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হবে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই তাদের মনের আশা পূর্ণ করে দিবেন। এজন্যেই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আল্লাহর কাছেই চায়। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা দৃঢ়তার সাথে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন :

www.pathagar.com

"মানুষের যে কল্যাণ হয় (হে মানব) তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমাদের যা অকল্যাণ হয়, তা হয় তোমাদের নিজেদের কারণে।" (আল কুরআন, সূরা আন-নিসা, ০৪ : আয়াত-৭৯)

১১.৫. মাহে রামাদানে সিয়াম আদায়

সিয়াম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা বা বিরত হওয়া। কিন্তু শরীয়াতের পরিভাষায় সিয়ামের অর্থ হলো শর্ত সাপেক্ষে কতিপয় বিষয় যেমন : পানাহার, জৈবিক চাহিদা, ঝগড়া, পরনিন্দা ও ক্রোধ ইত্যাদি থেকে মানুষকে বিরত রাখা। প্রতি বছর মাহে রামাদানে এক মাস সিয়াম আদায়ের ফলে যে প্রশিক্ষণ হয় তা মানব মনের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তির উপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং সিয়াম আদায়কারীর মনে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি জাগ্রত করে দেয়। তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো। যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।" (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-১৮৩)

মূলত পুরো মাসব্যাপী সিয়াম পালন শুরু হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের ১৫তম বছরে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদানকে স্বাগত জানিয়ে, রামাদানের গুরুত্ব বর্ণনা করে রজব মাসের শেষ দিকে মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। তাঁর এ ভাষণ হাদীস হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থগুলোতেও, যার সারাংশ নিম্নে পেশ করা হলো :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে জনতা! তোমাদের সামনে একটি মাস সমাগত– ০১. এটি হলো মহান মাস (শাহরুন আযীম)। ০২. এটি একটি বরকতময় মাস (শাহরুন মুবারাকুন)। ০৩. এ মাসে আছে এমন একটি রজনী যার মূল্য হাজার মাসের চেয়ে বেশি (শাহরুন ফীইহে লাইলাতুল ক্বাদরি খায়রুন মিন আলফি শাহর)। ০৪. এটি হচ্ছে এমন মাস যে মাসে সিয়াম পালনকে ফরয ঘোষণা করা হয়েছে (শাহরুন জায়ালাল্লাহু সিয়ামাহু ফরীদাতুন)। ০৫. এটি হচ্ছে ধৈর্যের মাস (শাহরুন আছ-ছাবর)। ০৬. এটি হচ্ছে সমতার মাস (শাহরুন ইয়াজী)। ০৭. এ মাসে মানুষের রিযিক বৃদ্ধি করা হয় (শাহরুন মুয়াসা)। ০৮. এটি গোনাহ বা অপরাধ মুক্তির মাস (শাহরুন মাগফিরাতুন লিজজুনুব)। ০৯. এ মাস জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস (শাহরুন ইতকু রাকাবাতিম মিনান্নার)। ১০. এ মাস সিয়াম আদায়কারীদের ইফতার করানোর

www.pathagar.com

মাস (শাহরুন ইফতারু আছ-ছায়েম)। ১১. এটি ঐ মাস যে মাসের প্রথম ভাগে রহমত বা দু'আ-করুণা, মধ্য ভাগে রয়েছে মাগফিরাত বা মাফ চাওয়া এবং শেষ ভাগে ক্ষমা বা অপরাধ থেকে মুক্তি। ১২. এ মাস হচ্ছে কর্মচারীদের থেকে কর্মের বোঝা কমিয়ে দেয়ার মাস; সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। (বায়হাকী সূত্র : মিশকাত)

মূলত ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে তার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ যথাক্রমে যাকাত ও হাজ্জ। এ দু'টি সম্পদশালী তথা ছাত্র-ছাত্রী থাকা অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই আদায় করা দুরূহ। কিন্তু ইসলামের পঞ্চম ও শেষ স্তম্ভ মাহে রামাদানে সিয়াম আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপরও ফরয। তবে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটবেলা থেকেই সিয়াম পালনে অভ্যাস করানোর লক্ষ্যে তাদের উপর ফরয না হওয়া সত্ত্বেও অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে।

অন্যদিকে আলিম-উলামাদের অভিমত হচ্ছে, সাত-আট বছর বয়স তথা যখন পরিবারের ছেলে-মেয়েরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী তখন থেকেই তাদের ধীরে-ধীরে সিয়াম আদায়ের প্রতি আকর্ষণ ও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর চার বছর বয়সে পড়ালেখা শুরু করলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ালেখা করা অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স দশ বছর পূর্ণ হবে এবং এ বয়স থেকেই সিয়াম আদায় করতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে পীড়াপীড়ি ও মারধর করতে হবে। এ বয়স থেকে যারা কোনো ওজর বা রোগ ব্যতীত সিয়াম আদায় করবে না তাদের প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো ওজর বা রোগ ব্যতিরেকে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করে, তার সারা জীবনের রোযা আদায় দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। (আল হাদীস, জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুস সাওম, হাদীস নং-৬৭১, খণ্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৬৫, বিআইসি)

উল্লিখিত হাদীসে ওজর বলতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাময়িক পরীক্ষা এটাকে ওজর ধরে সিয়াম আদায় করা থেকে মুক্ত রাখা বা থাকা যাবে না। অত্যন্ত দুঃখ লাগে আজকাল এক শ্রেণীর পিতা-মাতাকে দেখা যায়, সন্তানদের স্বাস্থ্য এবং তাদের পড়ালেখার প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেয় যে, মাহে রামাদান মাসে মহান স্রষ্টার আদেশ তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক বা অধিকার সিয়াম আদায় করা থেকে তাদের দূরে রাখে। এমনও ছেলে-মেয়ে আছে যারা সিয়াম আদায়ের জন্য সাহরী খেতে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য পিতা-মাতাকে অনুরোধ করে।

www.pathagar.com

এরপর না জাগানোতে সকালে ঘুম থেকে জেগে কান্নাকাটি করে, সাহরী না খেয়েও সিয়াম আদায় করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

কিন্তু কী দুর্ভাগা সেই পিতা-মাতা অবুঝ সেই ছোট মানুষগুলোর কর্তা বা অভিভাবক হওয়ার সুবাদে তাদেরকে মহান স্রষ্টা, পৃথিবীর সকলের কর্তা সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ লঙ্ঘনে তাদেরকে উৎসাহিত বা বাধ্য করে তোলে। ভুলে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে তাদের জবাবদিহির কথা। ভুলে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণ, সিফাত ও শক্তিমত্তার কথা। তা না হলে ছেলে-মেয়েদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য যিনি সত্যিকার অর্থে শরীরের মালিক, সুস্থ রাখার ক্ষমতা যার হাতে সেই আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে যেয়ে সেটি কামনা করা, যিনি জ্ঞান দিবেন, ভালো ফলাফল দিতে পারেন, যিনি রাজি-খুশি না থাকলে কোনো ছাত্র-ছাত্রীই ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে না আর যিনি ভালো ফলাফল দিলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তা রোধ করতে পারবে না সেই আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনে বাধ্য করে আল্লাহর হাতে যে জিনিস তা পেতে চায়, সেই পিতা-মাতাকে কী আহমক বলব নাকি অবিবেচক বলব!

আর এজন্য একটি বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে সত্য, যে সকল পিতা-মাতা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের আল্লাহ বিমুখতার প্রতি উৎসাহ দিয়ে থাকে তারা আর যাই হোক দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী হাসিল করতে পারে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বলব, ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার ইচ্ছা যদি তোমাদের মনের কোণে লালন করতে চাও তাহলে আল্লাহর আদেশ বাস্তবে মেনে নিয়ে জীবন গঠন ও পড়ালেখা করো। অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের দুনিয়ার অঙ্গন ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন।

১১.৬. আমানতের হিফাযত

আমানত মানে একজনের কাছে কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা হলে তা হিফাযত করা। এখানে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা বলতে যেমন আল্লাহ গচ্ছিত রেখেছেন মানব জাতির কাছে আল কুরআন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) গচ্ছিত রেখেছেন তাঁর জীবনাদর্শ, দেশ ও দশের মানুষ গচ্ছিত রাখতে পারে দেশের সম্পদ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ, ব্যক্তি গচ্ছিত রাখতে পারে কোনো দৃশ্যমান সম্পদ তথা টাকা-পয়সা, একে অপরের কথা, শিক্ষক গচ্ছিত রাখতে পারে আদর্শিক জ্ঞান ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ, পিতা-মাতা গচ্ছিত রাখতে পারে তাদের দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য এভাবে প্রত্যেক মানুষ এক একজন আমানতদার

www.pathagar.com

হিসেবে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ পুরো জীবনই আমানতের ছকে আবদ্ধ। আর এ আমানত হিফাযত করতে পারা একটি অন্যতম মহৎ গুণ।

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তরুণ বয়স থেকেই এ আমানত সম্পর্কে জানা এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রতি সোচ্চার হওয়ার মনোভাব জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। কেননা আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই দেশকে গড়বে। তারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এ সদ গুণের সমাবেশ ঘটা আবশ্যক। ছাত্র-ছাত্রীরা সবসময় শিক্ষকদের দিক নির্দেশনা মেনে চলবে, স্যারদের দেয় পড়া ও উপদেশকে আমানত মনে করে যথাযথভাবে তা বাস্তবায়ন করবে, সহপাঠীদের সাথে সদভাব বজায় রাখবে, শিক্ষক ও সহপাঠীদের ব্যাপারে কখনোই কোনোরূপ সমালোচনা করবে না, রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে যে কোনো দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকবে।

১১.৭. দান-সাদাকা করা

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দান-সাদাকা করার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা যেতে পারে। স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় যাওয়ার সময়, পিতা-মাতার সাথে বাসা থেকে বেরিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় রাস্তা-ঘাটে যখনই কোনো দরিদ্র লোক দেখবে পিতা-মাতা টাকা বের করে তাদের হাতে দিয়ে দরিদ্রদের দেয়ার ব্যবস্থা করবে। যখনই কোথাও যাবে সেখানে অবস্থিত মসজিদে সালাত আদায় করে সেই মসজিদের দান বাক্সে কিছু টাকা দিয়ে আসতে উপদেশ দিবে। আর এভাবেই তাদের মাঝে গড়ে উঠতে পারে দান করার মতো মন-মানসিকতা। প্রচলন ঘটতে পারে একটি আদর্শিক ধারা। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছ না? অথচ আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পর খরচ করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো তাদের সমান হতে পারে না, যারা বিজয়ের আগে খরচ করেছে ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা তাদের তুলনায় অনেক বেশি। যারা বিজয়ের আগে খরচ করেছে ও জিহাদ করেছে। অবশ্য আল্লাহ সবার জন্যই ভালো ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কিছু করো তা আল্লাহর জানা আছে। এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দেবে– করযে হাসানা, যাতে তিনি তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দিতে পারেন? আর তার জন্য রয়েছে উত্তম বদলা। (আল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, ৫৭ : আয়াত-১০-১১)

তারপর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি দান করো, আমি তোমাকে দান করবো। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত্র দিনের অনবরত কোনো দানই তা হ্রাস করতে পারে না। তোমরা কি দেখনি, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর হতে তিনি কি পরিমাণ দান করেছেন? কিন্তু এ দান তাঁর হাতের সম্পদের কিছুই কমাতে পারেনি। তিনি বলেন, তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অপর হস্তে রয়েছে মৃত্যু। তিনি (যাকে ইচ্ছা) উন্নীত করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) অবনমিত করেন। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : যাকাত, হাদীস নং-২১৭৮, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৫, ই.ফা)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদাকা করা ওয়াজিব। প্রশ্ন করা হলো, যদি সাদাকা করার জন্য কিছু না পায়? তিনি বললেন, তবে সে নিজ হাতে উপার্জন করবে এবং নিজে উপকৃত হবে ও সাদাকা করবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো যদি সে এতেও সক্ষম না হয় তবে কি হবে? তিনি বললেন, তাহলে সে অসহায় আর্ত মানুষের সাহায্য করবে। রাবী বলেন, আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি সে এতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তাহলে সৎ কাজের কিংবা কল্যাণের আদেশ করবে। আবারো জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি সে তাও না করে? তিনি বললেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সাদাকা। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : যাকাত, হাদীস নং-২২০২, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৫-২৬, ই.ফা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যহ মানুষের যখন ভোর হয়, তখন দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। অতঃপর তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তার বদলা দাও। অপরজন বলেন, কৃপণের ধন ধ্বংস করো। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : যাকাত, হাদীস নং-২২০৫, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৬, ই.ফা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোনো মুসলিম ফলবান গাছ লাগাবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্যে দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খায় তাও দান স্বরূপ। পাখী যা খায় তাও দান স্বরূপ। আর কেউ অন্যের কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্যে দান স্বরূপ। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : মুসাকাত ও মুযারা'আত, হাদীস নং-৩৮২৪, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৮৫, ই.ফা)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে কি আমি

www.pathagar.com

তোমাদের অবহিত করবো না? সে হলো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তৈরি থাকে। আমি কি তোমাদেরকে এর পরবর্তী লোকটি সম্পর্কে অবহিত করবো? এ হলো সেই ব্যক্তি যে কিছু বকরী নিয়ে জন সমাগম থেকে দূরে অবস্থান করে আর এতে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হকসমূহ (যাকাত-সাদাকা) আদায় করে। তোমাদের কি নিকৃষ্ট লোকটি সম্পর্কে অবহিত করবো? সে হলো এমন ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহ্‌র ওয়াসীলা দিয়ে যাঞ্চা করা হয় কিন্তু এরও সে কিছু দান করে না। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : জিহাদের ফযীলত, হাদীস নং-১৬৫৮, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৬, ই.ফা)

১১.৮. সুন্দর কথোপকথন

ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই সুন্দর কথোপকথনের অধিকারী হবে, পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্য-সদস্যা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর ও স্পষ্ট করে গ্রহণযোগ্য কথা বলবে এটা সবাই কামনা করে।

আর ভালো কথার ব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন-এ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

"একটি ভালো কথা একটি ভালো গাছের মতো, মাটিতে যার বদ্ধমূল শিকড়, আকাশে যার বিস্তৃত শাখা, সবসময় সে দিয়ে যায় ফল আর ফল।" (আল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪ : আয়াত-২৪-২৫)

কী সুন্দর উপমা! এত সুন্দর ও সহজবোধ্য উপমার পরও কী সুন্দর করে কথা বলবে না? তা কী করে হয়!

এবার ঠিক তার পরের আয়াতেই মন্দ কথা বলা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

"আর একটি মন্দ কথা একটি বাজে গাছের মতোই সে গাছের মতো যাকে ভূমি থেকে উপড়ে ফেলা হয়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।" (আল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ২৪ : আয়াত-২৬)

আর তাই মন্দ কথা না বলে সুন্দরভাবে নিজেদেরকে সকলের মাঝে ব্যক্তকরণের লক্ষ্যে সুন্দর কথা বলার নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ বলেন :

"তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তাদের উপদেশ দাও এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী কথা বল।" (আল কুরআন, সূরা আন নিসা, ০৪ : আয়াত-৬৩)

"কেউ যখন তোমাকে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ (সালাম) জানাবে, প্রতি উত্তরে তুমি তাকে তার চাইতে উত্তম ধরনের সম্ভাষণ জানাও কিংবা অন্তত ততটকুই জানাও;

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (আল কুরআন, সূরা আন নিসা, ০৪ : আয়াত-৮৬)

"তোমরা কণ্ঠস্বর নিচু করিও; উচ্চস্বরে কথা বলো না; কণ্ঠস্বরকে গাধার মতো কর্কশ করো না।" (আল কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১ : আয়াত-১৯)

"হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।" (আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, ৩৩ : আয়াত-৭০)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বলেন, চারটি গুণ যদি তুমি প্রাপ্ত হও তবে দুনিয়ার অন্য সব কিছু না পেলেও তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। সে সৎ গুণগুলো হচ্ছে– (১) সদাচার-সচ্চরিত্র, (২) জীবিকার পরিচ্ছন্নতা (হালাল রিযিক), (৩) সত্য কথন এবং (৪) আমানত সংরক্ষণ। (আল হাদীস, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-২৪০, পৃষ্ঠা-১৫২, ই.ফা)

কাজেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত আদেশ-নির্দেশ এবং রাসূল (সা.)-এর উপদেশের পর ছাত্র-ছাত্রীরা মন্দ কথা থেকে দূরে থেকে সুন্দরভাবে নিজেদেরকে ব্যক্ত করবে, সকলের কাছে উপস্থাপন করবে এমন প্রত্যাশাই আমরা করছি। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনোভাবেই মন্দ কোনো কিছুর সাথে আপোষ করবে না, মন্দ কোনো কিছুতে জড়াবে না, মন্দ কোনো কিছু প্রাকটিস করবে না এমন বিষয়টিই সবার কাম্য।

১১.৯. আদবের সাথে পথ চলা

ভালো ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন, শিক্ষকদের বাসায় যাওয়া-আসা, রাস্তায় চলাফেরা করাসহ সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত শালীন ও নমনীয়তার সাথে হাঁটাচলা করে। তারা ধপাস ধপাস করে বা সজোরে মাটির উপর বা সিঁড়িতে চলাফেরা করে না। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন :

"মাটির বুকে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই তুমি মাটিকে ফাটিয়ে দিতেও পারবে না, আর পাহাড়ের সমান উঁচু হতেও পারবে না। এসব বিষয়ের মধ্যে যেগুলো মন্দ, সেগুলো তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়।" (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : আয়াত-৩৭-৩৮)

"মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোনো বড়াইকারী ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তোমরা চাল-চলনে মধ্যম পন্থা গ্রহণ কর এবং

www.pathagar.com

তোমার আওয়াজকে নিচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে বেশি খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।" (আল কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১ : আয়াত-১৮-১৯)

মুরুব্বিদের চোখে বেয়াদব হিসেবে পরিগণিত না হওয়া

বাড়ির ও পাড়া-প্রতিবেশিদের মাঝে যারা বয়সে বড় তারা সকলেই ছোটদের কাছ থেকে সালাম ও শ্রদ্ধা পাওয়ার হকদার। এছাড়াও ছোটরা তাদের সামনে দিয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলাফেরা করবে, তাদের কোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে যাবে, তারা যা পছন্দ করে সেদিকে খেয়াল রাখবে, তাদের ভ্রু কুঞ্চিত হয় এমন কোনো কিছু করবে না, তাদের সাথে খারাপ বা মন্দ আচরণ করবে না, তারা কোনো কিছু বললে তা শুনবে, তাহলে তারা ছোটদের আদর করবে; ভালোবাসবে। আর এ আদর ও ভালোবাসা ছোটদের জন্যে দু'আ, ছোটদের জীবনে সফলতা অর্জনে বিশাল পাথেয়।

অন্যদিকে ছোটরা যদি মুরুব্বি বা বয়সে বড়দের সাথে সুন্দর করে কথা না বলে, তারা কখনো ডাক দিলে দৌড়ে না যায়, তারা কোনো কিছু নিষেধ করলে তা মেনে না চলে, বয়সের ভারে নুব্জ যারা তাদের এটা-সেটা এগিয়ে না দেয় বিশেষ করে দাদা-দাদী ও চাচা-চাচী বা জ্যাঠা-জ্যাঠী শ্রেণীর বয়সীদের ডাকে সাড়া না দেয়, দেখলে বসার স্থান থেকে উঠে তাদের বসতে না দেয়, তাদের সামনে তারা যা জানতে চায় শুধু তাই সুন্দর ভাষায় জবাব না দেয়, প্যাচানো বা তারা কিছু বুঝে না এমন মনে করে কোনো কথা বলে তাহলে তারা কখনোই তাদের পছন্দ করবে না, ভালোবাসবে না। তাদের জীবনে সফলতা কামনা করবে না, তাদের জন্যে দু'আ করবে না।

কাজেই ছাত্র জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে শুধু পড়ালেখা করলেই হবে না, সমাজ, পাড়া-প্রতিবেশি বা এলাকায় পিতা-মাতার চেয়ে বেশি বয়সের যারা তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান পেশ করতে হবে। তাদের দেখামাত্র সালাম দেয়ার মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। এটি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোত্ব অর্জনের একটি অন্যতম দিক। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনো আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দেবো না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১০০, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩১, ই.ফা)

www.pathagar.com

নিজেদের গৃহে প্রবেশে সালাম দেয়া

নিজস্ব বাসগৃহ, যেখানে অন্য কারোর আসার সম্ভাবনা নেই এমন গৃহে প্রবেশ করতে কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে এমন গৃহে প্রবেশ করতেও আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাহগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, বলে প্রবেশ করা উত্তম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

"যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা নিজেদেরকে সালাম দিবে।" (আল কুরআন, সূরা আন নূর, ২৪ : আয়াত-৬১)

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, যুহুরী, মুজাহিদ, কাতাদা প্রমুখ বলেন, গৃহে প্রবেশ করার সময় গৃহে যারা রয়েছে তাদেরকে সালাম করবে। আর যদি গৃহে কেউ না থাকে তাহলে প্রবেশ করার সময় বলবে, "আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮০, দার আলামিল কুতুব, সৌদি আরব।)

১১.১০. আত্মীয়-স্বজনদের অবমূল্যায়ন না করা

আত্মীয় মানে আত্মার সম্পর্কীয়, রক্তের সম্পর্কীয় লোকজন। আর স্বজন মানে আপনজন। এভাবে আত্মীয়-স্বজন মানে আত্মার সম্পর্কীয় আপনজন। সাধারণত বাবার বাবা ও মা তথা দাদা-দাদী, বাবার বোন ফুফু– এ থেকে ফুফা ও ফুফাত ভাই-বোন, বাবার ভাই চাচা– এ থেকে চাচী ও চাচাত ভাই-বোন, মায়ের বাবা-মা তথা নানা-নানী, মায়ের বোন খালা– এ থেকে খালু ও খালাত ভাই-বোন, মায়ের ভাই মামা– এ থেকে মামানী ও মামাত ভাই-বোনসহ পিতার মামার বাড়ি ও মায়ের মামার বাড়ির লোকজনও এ সম্পর্কের মধ্যে আওতাভুক্ত। এমন আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার এবং যথাযথ হক বা অধিকারের প্রতি খেয়াল ও যত্নশীল হওয়াই হলো তাদের মূল্যায়ন করা।

অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে অচেনাভাব করা, তারা বেড়াতে আসলে তাদের সাথে সুন্দর করে কথাবার্তা না বলা, তাদের খোঁজ-খবর না নেয়া, তাদের সুবিধা-অসুবিধা বা প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল না রাখা, তারা কোন্ কক্ষে কিভাবে ঘুমাবে, কখন খাওয়া-দাওয়া করবে, কোথায় বসবে ইত্যাদিসহ তাদের সৎ উপদেশ ও পরামর্শ মেনে না নেয়া, তাদের সুন্দর-সুন্দর কথাগুলো মেনে না চলা, তাদের সাথে বিনয় ও নম্রভাবে আচরণ না করাই হলো তাদের অবমূল্যায়ন করা। অথচ পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম বলছে আত্মীয়-স্বজনদের অবমূল্যায়ন করা যাবে না, তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের হক তাদেরকে দিতে হবে। এ দেয়াটাই হলো তাদের মূল্যায়ন করা। আর এটি সম্ভব ভালো ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা। ভালো

www.pathagar.com

ছাত্র-ছাত্রীরা কখনোই আল্লাহর বাণী আল কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর বাণী আল হাদীসের ব্যতিক্রম করতে পারে না অথবা এ দু'টি আদর্শিক গ্রন্থের বিপরীতে জীবন গঠন করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

"অতএব (হে মুসলিম!) আত্মীয়দেরকে তাদের হক দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও (তাদের হক) দাও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য এ নিয়ম খুবই ভালো। তারাই ঐসব লোক, যারা সফল।" (আল কুরআন, সূরা আর রূম, ৩০ : আয়াত-৩৮)

১১.১১. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

ছাত্র-ছাত্রীরা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হবে এটা সবাই কামনা করে। নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ সুন্দর মন নিয়ে গড়ে উঠা এ ছাত্র-ছাত্রীরা যখন জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত, আল্লাহর হুকুম পালনে নিয়োজিত তখন সকল অপবিত্রতা ও অপরিষ্কার বিষয় থেকে তারা মুক্ত থাকবে এটাইতো স্বাভাবিক। কেননা পড়ালেখা অত্যন্ত পবিত্রতম একটি কাজ। পৃথিবীর বুকে সকল পবিত্রতার মূল হলো এটি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"তোমার পোশাক পাক পবিত্র রাখো এবং মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।" (আল কুরআন, সূরা আল মুদ্দাসসির, ৭৪ : আয়াত-০৪-০৫)

এখানে পোশাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার অর্থ কয়েকটি। যেমন :

০১. পোশাক যাবতীয় নাপাকী থেকে পবিত্র রাখা।

০২. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

০৩. পোশাককে সতর (সতর বলতে মানব শরীরের যে অংশ থেকে যে অংশ পর্যন্ত ঢেকে রাখা অবশ্যই কর্তব্য সে অংশকে বুঝানো হয়েছে) ঢেকে রাখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা।

০৪. পোশাকে বিনয় ও নম্রতার ছাপ থাকা।

০৫. বিশ্রী, কুশ্রী, অহংকারী বা অশালীন পোশাক পরিধান না করা।

■ এবার মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার অর্থ কয়েকটি–

০১. ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিশ্বাসের মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকতে জ্ঞানের সমাবেশ ঘটাবে।

০২. তাদের কথা-বার্তার অসৌন্দর্য ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকবে।

০৩. তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির অপবিত্রতা ও মন্দ দিক থেকে দূরে থাকবে।

www.pathagar.com

০৪. কর্মকাণ্ডের অসৌন্দর্য ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকবে।

০৫. আচার ব্যবহারের অসৌন্দর্য ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকবে।

০৬. শারীরিক অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকবে।

০৭. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহান স্রষ্টার প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোল মডেল হিসেবে গ্রহণ করে যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে।

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে সক্ষম হলে তাদেরকে সবাই ভালোবাসবে। তাদেরকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও ভালোবাসবেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"যারা অনুতপ্ত হয়ে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।" (আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ০২ : আয়াত-২২২)

এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, পবিত্রতা তিনি ভালোবাসেন; তিনি পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি ভালোবাসেন; তিনি দয়ালু, দয়া তিনি ভালোবাসেন; তিনি দানশীল, দানশীলতা ভালোবাসেন। সুতরাং রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন : তোমাদের ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইয়াহুদীদের মতো হয়ো না।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : কিতাবুল আদব, হাদীস নং-২৭৯৯, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৭, ই.ফা.)

১১.১২. সৌন্দর্য প্রিয়তা

ছাত্র-ছাত্রীরা সৌন্দর্য প্রিয় হবে, সুন্দর মনের অধিকারী হবে, সুন্দর করে নিজেদের জীবন সাজাতে সচ্চরিত্রের অধিকারী হবে, দেশ ও জাতির কল্যাণে সুন্দর-সুন্দর কাজ করবে এমনটি সমগ্র দেশবাসী প্রত্যাশা করে। এমনটি আল্লাহও পছন্দ করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সুন্দর এবং তাঁর নামসমূহও সুন্দর। এ প্রেক্ষিতেই কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে :

"তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, দাতা, সব উত্তম নাম তাঁরই।" (আল কুরআন, সূরা আল হাশর, ৫৯ : আয়াত-২৪)

তারপর আল্লাহ তা'আলার এ অপরূপ সুন্দর সৃষ্টি কৌশল অনুভব, অনুধাবন, উপভোগ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থে তিনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানীদের জন্য বলেছেন :

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর আবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন

www.pathagar.com

লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : আয়াত-১৯০)

আল্লাহ পাকের সুন্দরতম সৃষ্টিকলার মধ্যে যে কোনো অসুন্দর ও অসামঞ্জস্য কিছু নেই এটা তিনি প্রতিভাত করে বলেছেন :

"(তিনি) সাতটি আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কী?" (আল কুরআন, সূরা আল মুলক, ৬৭ : আয়াত-০৩)

এ পৃথিবীর দিকে তাকালেও দেখা যায়, বিচিত্র এরূপ পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগর, সমভূমি, মরুভূমি, মরুদ্যান, জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি, গাছ-পালা, তৃণলতা, ফলমূল, ফসলাদি ইত্যাদিতে সুশোভিত করে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে সে সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন :

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছি।" (আল কুরআন, সূরা আত তীন, ৯৫ : আয়াত-০৪)

কাজেই যে স্রষ্টা মানুষকে সবচেয়ে সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন সে মানুষ স্রষ্টার আদেশ মেনে সুন্দর জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে যাবে এমনটিই তো সবাই প্রত্যাশা করে। বিশেষ করে আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দর করে পড়ালেখার পাশাপাশি সুন্দর জীবন গড়বে, সুন্দর করে পুরো পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাকে সাজাবে, সকলের মাঝে সৌন্দর্যের আভা বিলিয়ে দিয়ে সুন্দর করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবে এমনটিই তো সবাই কামনা করে।

১১.১৩. বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা এমন মানবীয় গুণ, যা মহান আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোবাসেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

"অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি সংযতভাবে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো। স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।" (আল কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১ : আয়াত-১৯)

বিনয় ও নম্রতার মতো চারিত্রিক এ গুণকে মানুষের চরিত্রে প্রস্ফুটিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

www.pathagar.com

সাথে মুমিনগণ বিনয় ও নম্রতার সাথে কিভাবে আচরণ করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। হে মুমিনগণ! তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা মহান আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান পুরস্কার।" (আল কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : আয়াত-০১-০৩)

বিনয় ও নম্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কথা বলেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

হযরত আবূ দারদা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার স্বভাবে নম্রতা প্রদান করা হয়েছে, তাকে সমুদয় কল্যাণই প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে স্বভাবের নম্রতা হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, সে সমুদয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন মুমিনের নেকীর পাল্লায় সব চাইতে ভারী বস্তু হবে উত্তম আচরণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী বাচাল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।" (আল হাদীস, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৪৬৬, পৃষ্ঠা ২১৮, ই.ফা.)

তারপর অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (রূঢ়তা) যেকোন বস্তুতেই হউক না কেন, উহা তাকে দোষযুক্ত করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা নম্র ও নম্রতা তিনি ভালবাসেন। (আল হাদীস, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৪৬৮, পৃষ্ঠা ২১৮, ই.ফা.)

মানব জাতির এ উত্তম গুণাবলী প্রত্যেক মানুষের চরিত্রে প্রতিফলিত হোক সেদিক গুরুত্বারোপ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

আল্লাহ তা'আলা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন এবং নম্রতার দরুন (বান্দাকে) এমন (নিয়ামত) দান করেন যা কঠোরতায় দান করেন না। (আল হাদীস, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৪৭৪, পৃষ্ঠা ২২০, ই.ফা.)

www.pathagar.com

জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, হাদীস নং-৬৩৬২, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৬, ই.ফা)

উপরে উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের আলোচনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো প্রত্যেক মানুষ শিক্ষা জীবনের প্রথম দিক থেকেই এ মানবীয় গুণাবলী অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে, শিক্ষার্থী তথা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ছাত্র জীবন থেকেই এ বিষয়ে প্রাকটিস করতে হবে, তবেই এ গুণাবলীগুলো তাদের চরিত্রে স্থায়ী রূপ পাবে এবং সকলেই এর সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে।

১১.১৪. সতর সম্পর্কে সচেতনতা

ছাত্র-ছাত্রীদের সতর (লজ্জাস্থান) ঢেকে রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। মূলত পোশাক পরিধানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রাখার বিধানকে সতর বলা হয়। এখানে ছাত্রদের সতর হচ্ছে- নাভী হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। আর তাই ছাত্ররা নাভীর নীচে প্যান্ট বা পায়জামা ও লুঙ্গি পরিধান করা মানে সতর ঢেকে রাখার যে বিধান বা অবশ্যই কর্তব্য তা লঙ্ঘন করা। তদ্রূপ অনেকে হাফ প্যান্ট পরিধান করে থাকে যা হাঁটুর উপর পর্যন্ত হয়ে থাকে তাও পরিধান করা মানে সতর লঙ্ঘন করার শামিল। তবে বস্ত্র পরিধানে ছাত্ররা আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো, প্যান্ট বা পায়জামা, লুঙ্গি কোনোটিই যেন এমন লম্বা না হয় যা পায়ের টাখনুর নীচে চলে যায়। কেননা পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা ইসলামে নিষেধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না; কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের[৩] নিচে শয়ন করবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : হায়েয, হাদীস নং-৫৩৭২, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৯, ই.ফা.)

৩. এখানে এক কাপড় বলতে শীতকালে ব্যবহৃত লেপ, কম্বল, কাঁথা বা কোনো চাদরকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সাথে পুরুষ ও প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর সাথে নারীদের শয়ন করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

তারপর অন্যত্র প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি কতটুকু লম্বা বা দীর্ঘ পরিধান করা উত্তম সে সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ের গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নীচে পরতে পারো। যদি আরও নীচু করতে ইচ্ছা করো, তবে পায়ের গোছার নীচে পরবে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির গিরা যেন কাপড়ের নীচে না যায়। (আল হাদীস, সুনানু নাসাঈ শরীফ, অধ্যায় : সাজসজ্জা, হাদীস নং-৫৩২৯, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৩, ই.ফা.)

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা ও হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হলো, ছাত্রদের সতর কতটুকু এবং তা ঢেকে রাখতে কিভাবে পোশাক পরিধান করা উত্তম। কাজেই মনে রাখতে হবে, মেধাবী ছাত্ররা কখনোই এমন পোশাক পরিধান করবে না যা হবে সতর উলঙ্গ রাখারই নামান্তর। অর্থাৎ তারা নাভীর নীচে কখনোই কোনো পোশাক পরিধান করবে না। আবার পায়ের নীচে অথবা জুতার নীচে যেয়ে রাস্তার সব ময়লা আবর্জনা লেগে একাকার হয়ে যাওয়ার মতো লম্বা বা দীর্ঘ করেও কোনো প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধান করবে না।

অন্যদিকে ছাত্রীদের সতর তাদের পরিবেশে বুক থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং বাইরের পরিবেশে দু'হাতের তালু, দু'পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেহ। এটা মেনে চলা ফরয বা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। অবশ্য ইজমা কিয়াসের মাধ্যমে বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ ছাত্রীদের দু'চোখ ছাড়া মুখমণ্ডল পর্যন্ত ঢেকে রাখা সতরের অংশ বলে মনে করেন। তাদের দৃষ্টিতে ছাত্রীদের মুখমণ্ডল খোলা থাকলে তা দেখে তাদের সৌন্দর্য বা শারীরিক অবস্থান অনেকটাই আন্দাজ করা যায় বলে তারা এ অভিমত পোষণ করেছেন।

সুতরাং বলা যায়, যে পোশাক মানুষের সতর (লজ্জাস্থান) আবৃত বা ঢেকে রাখে না তা পোশাক হতে পারে না। উল্লেখ্য এখানে ছাত্র-ছাত্রী বলতে পুরুষ ও নারীকেও বুঝানো হয়েছে। যা সমগ্র মানব জাতির জীবনেই প্রযোজ্য।

১১.১৫. আত্মসচেতন ও চৌকস দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া

ভালো ছাত্ররা হবে সব সময় আত্মসচেতন ও সংঘবদ্ধ। তারা কখনোই অযাচিতভাবে কারোর গায়ে পড়ে দ্বন্দ্বে জড়াবে না এবং পরিবারে ছোটদের সাথে মারামারি, ঢোসাঢুসি করবে না। ছোটদের সাথে কথা-বার্তা চিন্তা-চেতনা ও

www.pathagar.com

আচার-আচরণের ব্যাপারে আত্মসম্মানবোধ বজায় রেখে পরিবারে অবস্থান করবে। কোন অবস্থাতেই নিজেদের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়ে বা অসম্মানের কোন কাজ করে অনুজদের (ছোট ভাই-বোন বা ছোটদের) পক্ষ থেকে সম্মানহারা হবে না। বরং ছোটদেরকে পড়ালেখার ব্যাপারে সহযোগিতা করে তাদের কাছে নিজেদের আসনকে করতে চেষ্টা করবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এটাই ইসলামের আদর্শ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"তোমরা (মুসলিমরা) আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আল কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : আয়াত-১০৩)

১১.১৬. সৎ কাজে উৎসাহী ও অসৎ কাজে নিবৃত্ত হওয়া

ভালো ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই সৎ ও উত্তম কাজে এগিয়ে যাবে, নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা করবে। কেননা এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা আবশ্যক যেন তারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং নেক কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। ঐরূপ লোক পূর্ণ মুসলিম হবে।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : আয়াত-১০৪)

কাজেই আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই আমাদেরকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। অবশ্য এ দায়িত্ব পালন করলে আমরাও সাওয়াব পাব। হাদীস শরীফে এ দায়িত্ব পালনে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করে বলা হয়েছে :

জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের প্রচলন করে, আর তদনুযায়ী আমল করা হয়, তার জন্য তার পুরস্কার রয়েছে যেরূপ, যেরূপ বিনিময় হলো তার আমলকারীর জন্য। আর তাদের পুরস্কার থেকে কিছু কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রবর্তন করে আর সে অনুসারে আমল করা হয়, তবে সেও তার তিরস্কারের ভাগীদার হবে, যে মন্দ আমল করবে। তাদের বিনিময় থেকে কিছুই কম করা হবে না।" (আল হাদীস, সুনানু ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ, হাদীস নং-২০৩, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১১৪, ই.ফা.)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য উক্ত আমলকারীদের সমান পুরস্কার রয়েছে। এতে আমলকারীদের পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি গুমরাহীর দিকে আহ্বান করে, তার জন্য

www.pathagar.com

উক্ত আমলকারীর অনুরূপ গুনাহ রয়েছে। এতে মন্দ আমলকারীদের গুনাহের কিছুমাত্র কম হবে না।" (আল হাদীস, সুনানু ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ, হাদীস নং-২০৬, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১১৫, ই.ফা.)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন বিনিময়ের দিকে দাওয়াত দেয়; কিয়ামতের দিন তাকে সেই দাওয়াতের সাথেই দাঁড় করানো হবে; যদিও সে একজন ব্যক্তিকেই মাত্র দাওয়াত দিয়ে থাকে।" (আল হাদীস, সুনানু ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ, হাদীস নং-২০৮, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১১৫, ই.ফা.)

সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শবান হবে, নিজেরা সৎ কাজ করবে, অন্যদেরকে সৎ কাজে উৎসাহ দিবে, সকলে মিলে অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকবে, অন্যদেরকে নিবৃত্ত থাকতে সহযোগিতা করবে এমন প্রত্যাশাই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সকলে করে।

১১.১৭. সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণে তৎপর থাকা

সুস্বাস্থ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দান, মানুষের জন্য বিশেষ নেয়ামত। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখতে সুস্বাস্থ্য প্রধান ভূমিকা পালন করে। এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা শারীরিকভাবে অসুস্থতার জন্য পড়ালেখায় যেভাবে শ্রম দেয়া দরকার তা দিতে পারে না। আবার ভাল ফলাফলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দিতে চাইলেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাদের প্রেসক্রিপশনে রোগী কোন ব্রেইন ওয়ার্ক করতে পারবে না, ছয় মাস/তিন মাস পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে ইত্যাদি পরামর্শ দিয়ে থাকে। সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়ালেখা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই সাথে মসজিদে গমন করে সালাত আদায়, সিয়াম ও নফল ইবাদত, প্রতিদিন সকালে আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীস অধ্যয়নসহ অন্যান্য আদর্শিক কাজে বিঘ্ন ঘটে থাকে। আর এই কারণেই সব সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে সালাত শেষে দু'আ ও সাহায্য কামনা করা এবং সর্বদা "আলহামদু লিল্লাহ" বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শুকরিয়া ও প্রশংসামূলক শব্দ বলে তুমি কেমন আছ– এ প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত।

সেই সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব দেহের সুস্থতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "ওয়া ইন্না লি-জাসাদিকা আলাইকা হাক্কুন" অর্থাৎ তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক রয়েছে; তা যথাযথভাবে পালন করো।

www.pathagar.com

(জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুয যুহ্দ, হাদীস নং-২৩৫৫, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪১-২৪২, বিআইসি)

এবার ছোটবেলাতেই ছাত্র-ছাত্রীদের জানা উচিত স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখার জন্যে শরীরের কী কী হক রয়েছে?

হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া

শরীর সুস্থ রাখার জন্য যে খাবার খাওয়া হয় তার প্রথম শর্তই হচ্ছে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"হে মানুষ! তোমরা খাও, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা থেকে এবং তোমরা অনুসরণ করবে না শয়তানের পদচিহ্ন। নিশ্চয় সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-১৬৮)

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হারাম কর না, যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তা, আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন না সীমালঙ্ঘনকারীকে।" (আল কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : আয়াত-৮৭)

"হে বনী আদম! তোমরা পরিধান করবে সুন্দর পোশাক প্রত্যেক মসজিদে যাওয়ার সময়। আর খাবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি ভালোবাসেন না অপচয়কারীদের।" (আল কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : আয়াত-৩১)

এরপর যে কোন কিছু খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা উত্তম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

উমর ইবনে আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত ছিল। তিনি বলেন : হে বৎস! এগিয়ে আস, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার নিকটের খাবার থেকে খাওয়া শুরু কর। (আল হাদীস, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুল আতইমা, হাদীস নং-১৮০৫, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪০, বিআইসি)

খাবার শেষে দু'আ করা উত্তম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার শেষ করে বলতেন : "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলনা মিনাল মুসলিমীন" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলিম বানিয়েছেন)।

www.pathagar.com

(আল হাদীস, সুনানু ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : আহার ও তার শিষ্টাচার, হাদীস নং-৩২৮৩, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০, আ.প্র.)

ব্যালেন্সড ডায়েট ও পরিমিত খাবার খাওয়া

ব্যালেন্সড ডায়েট বলতে স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্যে সুষম খাবার খাওয়াকে বুঝায়। সুষম খাবার দেহের ভারসাম্য রক্ষায় শক্তি যোগায় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে। এজন্য এমন খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, যাতে শরীরে সকল ধরনের ভিটামিন পরিমাণ মতো থাকে। বিশেষ করে শাক-সব্জি যেমন : লাউ, শসা, কচু, শাক, পুই শাক, কুমড়া, শিম, ছোট মাছ, তথা মলা-ঢেলা মাছ, দুধ ও বেশি-বেশি পানি পান করা সুষম খাবারের মধ্যে পড়ে। যদিও শহর এলাকার বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরাই বড় মাছ, গোশত ও ডিম ছাড়া কিছুই খেতে চায় না। এতে তাদের দৃষ্টিশক্তিসহ নানাবিধ পুষ্টির সমস্যা খুব কম বয়সেই দেখা দেয়। যার ফলে জীবন গঠনের একমাত্র কাজ পড়ালেখা বাধাগ্রস্ত হয়।

এছাড়া পরিমিত খাবার না খাওয়া বা কোন কোন পরিবারে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি খাওয়ানোর প্রবণতাও তাদের শরীরের সুস্থতার জন্য হুমকি হয়ে থাকে। তাই পরিমিত আহার উত্তম এবং বেশি খাওয়া যে স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এ প্রসঙ্গে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

একজনের আহার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের আহার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের আহার আটজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। (আল হাদীস, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুল আতাইমা, হাদীস নং-১৭৬৭, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৩, বিআইসি)

মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মানুষ পেটের চাইতে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। (যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোন ব্যক্তির জন্য দুষণীয় নয়।) যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে। (আল হাদীস, সুনানু ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : আহার ও তার শিষ্টাচার, হাদীস নং-৩৩৪৯, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫, আ.প্র.)

আবার কখনও কখনও ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা রাতে খাবার না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এতেও তাদের শারীরিক সুস্থতা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই রাতে খাবার না খেয়ে

www.pathagar.com

ছাত্র-ছাত্রীদের ঘুমাতে না দেয়াই উত্তম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

তোমরা অবশ্যই রাতের আহার করবে তা একমুঠ খেজুর হলেও। কেননা রাতের খাবার ত্যাগ বার্ধক্যের কারণ। (আল হাদীস, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : আবওয়াবুল আতাইমা, হাদীস নং-১৮০৪, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৯, বিআইসি)

অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া

ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হলে তাদের পড়ালেখায় যেন বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য যতটা সম্ভব দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উত্তম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেননি যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেননি। (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, চিকিৎসা অধ্যায়, হাদীস নং-৫২৭৬, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬১, ই.ফা.)

অন্যত্র রাসূল (সা.) কালো জিরাকে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহৌষধ উল্লেখ করেন। তাই প্রত্যেক বাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের কালো জিরা রীতিমত খাওয়ার অভ্যাস করতে পারলে ভাল হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। ইবন শিহাব বলেছেন : আর 'সাম' অর্থ হল মৃত্যু। আর কালো জিরা 'শূনীয'কে বলা হয়। (আল হাদীস, বুখারী শরীফ, চিকিৎসা অধ্যায়, হাদীস নং-৫২৮৬, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৫, ই.ফা.)

এবার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়ায় রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর আসলে এ চিকিৎসা প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়। কাজেই তোমরা পানির দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো। (আল হাদীস, সুনান ইবনে মাজাহ, চিকিৎসা, হাদীস নং-৩৪৭৩, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০৩, আ.প্র.)

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, ঔষধ সেবন করা সুন্নাত। তবে ঔষধ কাউকে সুস্থতা দান করতে পারে না, সুস্থতা আসে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়– আর একথা মনে বদ্ধমূল করার নামই ঈমান।

১১.১৮. কঠোর পরিশ্রমী হওয়া

ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই কঠোর পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক। পরিশ্রম ছাড়া পড়ালেখায় সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু পড়ালেখার সময়টুকুতেই

www.pathagar.com

কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। একাডেমিক পড়ালেখা শেষ করে জীবিকা উপার্জনের এ সময়টুকুতে ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মূলত সুফল ভোগ করার সময়। এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা অনুযায়ী উত্তম চাকুরিতে অংশগ্রহণের সুবাধে পরিশ্রম অনেক লাঘব হয়ে থাকে। আর তাই শিক্ষা জীবনে এ সময়টুকুতে পড়ালেখা ও পরীক্ষায় সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম করাই দাবি।

অন্যদিকে শিক্ষা জীবনে যারা কঠোর পরিশ্রম করতে চায় না, তারা পরীক্ষায় সফলতা লাভে সক্ষম হয় না। আর এ অবস্থায় এমন ছাত্র-ছাত্রীরা একাডেমিক পড়ালেখা শেষ করলেও চাকুরি জীবনে বা কর্ম জীবনে ভাল কর্ম পায় না। ফলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পরিশ্রম তাদের ছাড়ে না। তারা বরং পরিশ্রম করতে-করতেই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়ে থাকে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান, শিক্ষা জীবনের এ সময়টুকুতে কঠোর পরিশ্রম করে শিক্ষা লাভ করে আদর্শ জীবন গড়ো, দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করো।

১১.১৯. নিয়মানুবর্তিতা

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কাজ পড়ালেখা ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা; পড়ালেখায় স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে যাওয়া এবং উচ্চ শিক্ষা সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করে উন্নত জীবন পরিচালনা ও উত্তম জীবিকার সংস্থান এ সবই নিয়মানুবর্তিতার সুফল। একমাত্র নিয়মের অধীন থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় সফলতা অর্জন করতে পারে। আসলে শুধু পড়ালেখা নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন এবং নিয়মানুবর্তিতা পরিলক্ষিত হচ্ছেও। মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাঝেও নিয়মানুবর্তিতার এ নজীর উল্লেখযোগ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে, দিন-রাত্রির আবর্তনে, সমুদ্রে বিচরণশীল জাহাজসমূহে, যা মানুষের হিত সাধন করে, আর পানিতে যা আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে বর্ষণ করেন এবং যাদ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-১৬৪)

সৃষ্টি জগতে নিয়ম শৃঙ্খলা দেদীপ্যমান। এদিকেই ইশারা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

"তিনি আসমানসমূহকে খুঁটি ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন তোমরা তা দেখছো। তিনি

www.pathagar.com

পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা (পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু এবং আমিই আসমান হতে পানি বর্ষণ করে এতে উৎপন্ন করি সব রকম কল্যাণকর উদ্ভিদ। এটা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও! সীমালঙ্ঘনকারী তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১ : আয়াত-১০-১১)

এছাড়াও আসমান ও জমিনে প্রকৃতির সৃষ্টি যে সকল দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জিনিসগুলো রয়েছে সবগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে খুব সহজেই দৃশ্যমান হয় পৃথিবীর সবকিছুই নিয়মের অধীন থেকে এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রেখেছে। কাজেই মানুষও যদি জীবনে সফলতা অর্জন করতে চায় তাহলে তাদেরকেও সুষ্ঠু নিয়মের অধীন হয়ে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই কেবল কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধি পাবে, কাজের সুফল পাওয়া যাবে, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় সামগ্রিক সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে।

১১.২০. শৃঙ্খলাপরায়ণ

শৃঙ্খলা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন গঠনে একটি নিয়ামক শক্তি। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা শৃঙ্খলাবোধকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর তাই ইসলামের প্রতিটি কাজ তথা ঈমান, সালাত যাকাত, হজ্জ ও সিয়ামসহ মুয়ামেলাত, মুয়াশারাত ইকতিসাদিয়্যাত ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলাবোধের বাস্তব নমুনা আমরা দেখতে পাই। আল্লাহর যাত-সিফাতের মধ্যেই এ সুন্দর শৃঙ্খলা পরায়ণতা সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার প্রতিটি সৃষ্টি কলা-কৌশলেও তা পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কী? (আল কুরআন, সূরা আল-মূলক, ৬৭ : আয়াত-০৩)

না, মহান স্রষ্টার সৃষ্টি কোন কিছুতেই শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই, কিয়ামত পর্যন্ত কেউ কোনো ক্ষেত্রে ঘাটতি খুঁজে বের করতে পারবেও না। আর তাই প্রত্যেক সৃষ্টি জীবকেও শৃঙ্খলাবোধের সাথে সবকিছু সম্পাদন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষা জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ছাত্র জীবনের সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হবে না। আর এমন যারা তারা দেশের ও দশের জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে, যা দেশ মাতৃকার কল্যাণে কখনোই কাম্য নয়।

www.pathagar.com

১১.২১. তর্ক-বিতর্ক করে নিজের ধারণাকে উপরে রাখার অপচেষ্টা না করা

আলহামদু লিল্লাহ আজকে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখছে, আরো শিখবে একদিন অনেক বড় হবে। জীবনের বহু ক্ষেত্রে হবে বিজয়ী, সে কথা মনে রেখেই আজ দেশের সকল স্তরের পিতা-মাতা ও শিক্ষকবৃন্দ তাদের পড়াচ্ছেন, গড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, বিভিন্নভাবে আদর্শের পথ বাতলে দিচ্ছেন, তাদের সকল ক্ষেত্রে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন, কিভাবে বলতে হবে, উপস্থাপন করতে হবে যৌক্তিক আলোচনা পেশ করতে হবে তাও শিখাচ্ছেন।

এবার সেই ছাত্ররাই যদি স্বয়ং তাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক বা শিক্ষকের ন্যায় বড়দের সাথে কোন কিছু বা কোন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে নিজেদেরকে বিজয়ী করতে চেষ্টা করে তা তো হবে অপচেষ্টা। তা তো হবে বিরক্তিকর ও বাড়াবাড়ি। তাছাড়া হার-জিত বলে একটি কথা অবশ্য আছে কিন্তু তা তো শিক্ষকের সাথে করার চেষ্টা করা ছাত্র-ছাত্রীদের আদবের খেলাফ অর্থাৎ বেয়াদবি। কেননা সময়ের দাবি, প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষকদের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি জানার সুযোগ দিয়েছে বটে কিন্তু তাই বলে তা জেনে শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষককে পরাস্ত করতে চেষ্টা করা হবে বোকামী। আরেকটু এগিয়ে বেয়াদবি।

হ্যাঁ, হতে পারে পিতা-মাতা বা শিক্ষকগণ কোন বিষয় বা প্রযুক্তি সম্পর্কে না জানলে তা বিনয়ের সাথে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা এতে একটু বললেই তাঁরা বুঝে নিতে পারবেন। কিন্তু এ সুযোগে কোনভাবেই তাঁদেরকে কথায় পরাস্ত করে বা অন্য কোনভাবে পরাস্ত করে অপমান-লজ্জিত করার চেষ্টা করা চরম মূর্খতা। ছাত্র-ছাত্রীরা একদিন বিজয়ী হবে এবং হোক এটি তো সকলেই চায়। ছাত্র-ছাত্রীদের বিজয়ী হওয়াই তো পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের শিক্ষকতার স্বার্থকতা। তাই বিজয়ের উল্লাসে শ্রদ্ধাভাজন পিতা-মাতা এবং সম্মানিত শিক্ষককে পরাস্ত করতে চাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সদগুণে পড়ে না এটি বদদোষেরই লক্ষণ।

১১.২২. নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে নিজের দোষ ও গুণের তালিকা করা

দোষে গুণেই মানুষ, কারোর জীবনে দোষ কম গুণ বেশি। আবার কারো জীবনে দোষ বেশি গুণ কম। কিন্তু কেউ নিজের এ দোষ অন্যের মুখে শুনতে চায় না। বিশেষ করে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা তো শুনতেই চায় না; অপছন্দ করে।

অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের এ দোষ খুঁজে বের করতে বা নির্ণয় করতে যেয়ে পিতা-মাতা ও শিক্ষক বা বড়রা যে তাঁদের মেধা, শ্রম, সময় কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে অর্থ পর্যন্ত ব্যয় করে তা অবশ্য যাদের দোষ বলা হচ্ছে তারা চিন্তাও করে

www.pathagar.com

না। বরং রেগে যায়, মন খারাপ করে, মুখ কালো করে রাখে, মনে মনে জেদ ধরে উল্টো পিতা-মাতা, শিক্ষক বা বড়দের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করে। তারা একথা বুঝতেই চায় না পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিবারের বড় ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশির অগ্রসরজন তাদেরকে ভালোবেসে, তাদের জীবনে সফলতার ভিত গড়ে দেয়ার জন্যে যে মহব্বত করে এমনটি করেছে বা তাদেরকে ঐ দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করে ভালো মানুষ হওয়ার দিকে ধাবিত করতে এতকিছু করেছে; তারা তা ভবিষ্যৎ দূরদর্শিতার অভাব বা চিন্তাশক্তির বিকাশের অভাবে বুঝতে পারে না। তাছাড়া জগতে এমন কোন পিতা-মাতা বা আদর্শ শিক্ষক তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য, তাদেরকে দুনিয়ার আদালতে আসামী ও মানুষের কাছে অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত করার জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি বলবে এমনটি তো কল্পনাও করা যায় না। আর যদি কেউ করে তাহলে ধরে নিতে হবে একসেপশন– যা উদাহরণযোগ্য নয়। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

"হে ঐসব লোক! যারা ঈমান এনেছ, নিজেদেরকে ও আপন পরিবার-পরিজনকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর এবং যার উপর এমন সব ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা খুবই কর্কশ ও কঠোর; যারা কখনো আল্লাহর নাফরমানী করে না এবং যে হুকুমই তাদেরকে দেয়া হয় তা তারা পালন করে।" (আল কুরআন, সূরা আত-তাহরীম, ৬৬ : আয়াত-০৬)

সুতরাং আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যেহেতু বুঝে না (অবশ্য পরবর্তীতে বুঝবে কিন্তু তখন আর জীবন গঠনে কিছুই করার সুযোগ থাকবে না; সেহেতু সময় থাকতেই) ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকে বলব, তোমরা নিজেদের মাঝে আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনার অভ্যাস গড়ে তোল। তোমরা পড়ালেখায় ভালো করবে এটিই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু এ ভালো কতটুকু হচ্ছে! ভালো করছো ভালো কথা কিন্তু তারপরেও যে ভালো আছে তা অর্জনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তো আরো ভালো কথা। এটি তো আদর্শসম্মত। এতে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খুশি হোন।

আর তাই স্কুল, মাদরাসায় প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পর যখন স্কুল বন্ধ থাকে তখন নিজেই নিজের আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনা করবে। স্কুলের নোট বুক বা ডায়েরীর

www.pathagar.com

পেছনের দিকে নিজে নিজেই নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দোষ-ত্রুটিগুলো প্রয়োজনে অন্যরা যেন না বুঝে এমনভাবে সাংকেতিক চিহ্ন বা সংক্ষেপে তালিকা করে তা দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর অতীতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। পাশাপাশি নিজের গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তোমার মধ্যে তোমাকে খুঁজে বের করে তাও তালিকাবদ্ধ করে মহান স্রষ্টা এ পৃথিবীর মালিক আহকামুল হাকিমীন ও রাহমানুর রাহিমীনের কাছে দু' হাত তুলে প্রার্থনা কর। যেন সেই মহান আল্লাহ তোমার মাঝে এ গুণগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী এবং দোষগুলোকে দূর করে গুণে পরিণত করতে সহযোগিতা করেন। এভাবে ন্যূনতম বছরে তিনবার প্রত্যেক আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীরা যখন নিজেকে নিজের মাঝে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে তখন নাফসে আম্মারার প্রভাব তোমাদের থেকে দূরীভূত হবে এবং তোমরাই হবে কাঙ্ক্ষিত ভালো মানুষ ইনশাআল্লাহ।

১১.২৩. আদর্শের বিপরীত অন্য কোনো অনাদর্শের পেছনে ছুটে না চলা

আদর্শ মানে সেই যে আদর্শের রূপকার স্বয়ং পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। যে আদর্শের বাস্তবায়নে যুগে-যুগে এ পৃথিবীর বুকে সকল জাতি-গোষ্ঠীর কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রেরণ করেছেন অনেক নবী ও রাসূল। আদর্শের দীক্ষা এবং গাইড লাইন কিভাবে দিবে সেজন্য দিয়েছেন আসমানী কিতাব। ঠিক এরই ধারাবাহিকতায় আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের মরু প্রান্তরে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব জাতির কাছে আদর্শের প্রচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে; দিয়েছেন দীর্ঘ তেইশ বছরে এ জাতির সকল সমস্যার সমাধান এবং সর্বাধিক আদর্শের বাণী সম্বলিত আসমানী কিতাব আল-কুরআনুল কারীম।

ছোটবেলা থেকেই আদর্শের ধারক-বাহক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআনকে হাতে নিয়েই তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অনাদর্শিক জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে আদর্শ প্রচার করে তাদেরই শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষী। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার দিয়ে আদর্শ সমাজ আর আদর্শ মানুষ গঠন করেননি। তিনি মূলত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল্লাহ তা'আলার দেয় আদর্শিক আদর্শের ভিত্তিতে যে আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির মুক্তির জন্য পৃথিবীতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

■ আদর্শের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

"যিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না, আবার তাকিয়ে দেখো কোনো খুঁত দেখতে পাও কি না? তারপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা (তারকারাজি) দ্বারা।" (আল কুরআন, সূরা আল-মুলক, ৬৭ : আয়াত-০৩-০৫)

"আর তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র; এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (আল কুরআন, সূরা আর-রূম, ৩০ : আয়াত-২২)

কাজেই জ্ঞানী ও জ্ঞানের পথে অগ্রগামী ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশের কাছেই মাথা নত করা এবং আল্লাহর প্রতিই একমাত্র ভালোবাসা পেশ করা উচিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"আর কেউ-কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা অধিক দৃঢ়।" (আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ০২ : আয়াত-১৬৫)

তারপরও যারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যদেরকে ভালোবাসতে চায় তাদের সচেতন করে দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন :

"তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত মূর্তি পূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা করো তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা রিযিক আল্লাহর নিকট কামনা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : আয়াত-১৭)

সুতরাং বক্তব্য সুস্পষ্ট আল্লাহর এ দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া সবকিছু ভোগ করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে অন্য কোনো অনাদর্শের আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহ বলেন :

"তোমাদের ইলাহ এক, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করো এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।" (আল কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : আয়াত-৩৪)

www.pathagar.com

■ দুনিয়ার বুকে চিরন্তন আদর্শের ঔজ্জ্বল নক্ষত্র রাসূল (সা.)

সমগ্র সৃষ্টির মাঝে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহান স্রষ্টা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী ও রাসূল, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শের ধারক-বাহক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (আল কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : আয়াত-২১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীবাসীর জন্য শিক্ষকরূপে প্রেরণ করে বলেছেন :

"তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেরণ করে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন, যিনি তাঁর (আল্লাহর) আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (আল কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : আয়াত-১৬৪)

"এবং আমি তো আপনাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (আল কুরআন, সূরা আস-সাবা, ৩৪ : আয়াত-২৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ও দেয় শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন ও পরিচালনা করার জন্যে মানব জাতিকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন :

"রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (আল কুরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯ : আয়াত-০৭)

এরপরও যারা আল্লাহ তা'আলাকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে চলে কিন্তু জীবনের সামগ্রিক আদর্শ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ-অনুকরণ করে না তাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন :

"যে ব্যক্তি রাসূলের (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করলো, বস্তুত সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (আল কুরআন, সূরা আন-নিসা, ০৪ : আয়াত-৮০)

www.pathagar.com

"তোমরা আল্লাহ এবং রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করো। (আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও) তবে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।" (আল কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : আয়াত-৩২)

■ আল-কুরআন আদর্শের বাণী সম্বলিত সংবিধান

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেন :

"তাঁর বাণী (কুরআন পরিবর্তন করার কেউই নেই– অর্থাৎ কুরআন অপরিবর্তনীয় ও) চিরন্তন গ্রন্থ।" (আল কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : আয়াত-২৭)

"এ কুরআন বিশ্ব মানবের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা।" (আল কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : আয়াত-১৩৮)

"কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" (আল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : আয়াত-০১)

"না, তা হবার নয়, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী।" (আল কুরআন, সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : আয়াত-৫৪ ও সূরা আল-'আবাসা, ৮০ : আয়াত-১২)

"যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর এ-ই তাদের প্রতিপালক থেকে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন।" (আল কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : আয়াত-০২)

"এ কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ মাত্র।" (আল কুরআন, সূরা আস-সোয়াদ, ৩৮ : আয়াত-৮৭ ও সূরা আত-তাকবীর, ৮১ : আয়াত-২৭)

সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবনের সকল সমস্যার সমাধান যে আল-কুরআন সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মুমিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ।" (আল কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬ : আয়াত-৬৪)

আদর্শচ্যুত জাতিকে নিকষ কালো অন্ধকার থেকে বের করে জ্ঞানের আধারে ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপকরণ এ কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই এবং নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই যা তোমাদের মতো একটি উম্মাত নয়। কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে

www.pathagar.com

ওদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল-আন'আম, ০৬ : আয়াত-৩৮)

"এই কুরআনে বহু বিষয় আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।" (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : আয়াত-৪১)

মানুষের দুঃখ-কষ্ট, বেদনার মহা এক কার্যকরী চিকিৎসা হলো আল-কুরআন। সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের একটি উপদেশ এসেছে এবং মনের সকল রোগের শিফা এবং হিদায়াত ও রহমত সকল মুমিনের জন্য।" (আল কুরআন, সূরা ইউনুস, ১০ : আয়াত-৫৭)

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কুরআনকে মানব জাতির চিরন্তন, শাশ্বত ও বিশ্বজনীন আলোকবর্তিকা হিসেবে ঘোষণা করে বলেন :

"আল্লাহর নিকট থেকে এক নূর-জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।" (আল কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : আয়াত-১৫ ও সূরা আন-নিসা, ০৪ : আয়াত-১৭৪)

সুতরাং স্রষ্টা ও স্রষ্টার দেয় বিধান এ কুরআন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস এবং কর্মে বাস্তবায়ন করে তারাই বিশ্বের বুকে আদর্শ জাতি; তারাই সর্বোত্তম আদর্শের অনুসারী। এমন আদর্শিক আদর্শের অনুসারীদের নামকরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"তোমাদের জাতির পিতা হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম।" (আল কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : আয়াত-৭৮)

মূলতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের উত্তম এবং আদর্শ জাতি বলে অভিহিত করে বলেন :

"তোমরাই উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে (নির্বাচিত করা হয়েছে) মানবমণ্ডলীর জন্য। তোমরা নেক কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের নিবৃত রাখো এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ঈমান রাখো।" (আল কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : আয়াত-১১০ ও ১৪৪)

মুসলিমদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন :

"তারা হলো তাওবাকারী, ইবাদতগুজার, শোকরগুজার, সিয়াম পালনকারী, কুকূ ও সিজদাকারী, (নামাযী) সৎ বিষয় শিক্ষা প্রদানকারী ও মন্দ বিষয় বাধা

www.pathagar.com

দানকারী। আল্লাহর সীমা বা হুকুমসমূহের সংরক্ষণকারী, আর আপনি এমন গুণাবলীসম্পন্ন জাতিকে সুসংবাদ দিন।" (আল কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ০৯ : আয়াত-১১২)

এবার যে সমস্ত লোকজন মহান আল্লাহ তা'আলা, আল-কুরআনুল কারীম এবং নবী ও রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনে মনে স্বীকৃতি দেয়; কিন্তু তাদের সামনে আদর্শ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাত থেকে কোনো মানুষকে মনে-প্রাণে মেনে নেয়, পুরো জীবনে আল্লাহ তা'আলার বাণী আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত তথা কথা, কর্ম ও সম্মতিসূচক বাণী আল-হাদীস মেনে না নিয়ে ঐ ব্যক্তির কথা, কর্ম, চিন্তা-চেতনা ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন তথা সেই ব্যক্তির সামগ্রিক আদর্শ অনুসরণ-অনুকরণ করে; এর প্রচার-প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করে; এর মতানুসারীদের দলে আহ্বান করে তারা যে প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত, তারা যে বিপথগামীদের দলে অন্তর্ভুক্ত নামমাত্র মুসলিম, আল্লাহর আদালতে আসামী তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুসলিমদের পরিচয় থেকেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তাদের কথায় ব্যক্তির আদর্শ বলতে তারা যা বুঝায় তা হলো–

০১. ব্যক্তির সুন্দর সুন্দর কথা।

০২. কল্যাণকর কাজ ও

০৩. সচ্চরিত্র।

উল্লিখিত এ আদর্শগুলো ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে বা নেতাদের মধ্যে কতটুকু আছে তা প্রশ্ন না করে যদি আমরা এগুলোকে তাদের আদর্শই ধরে নিই তবুও তো কিছু প্রশ্ন আসে। অর্থাৎ বিষয়টিকে যদি এভাবে চিন্তা করি ঐ ব্যক্তির মাঝে যে আদর্শ প্রতিভাত হয়েছে তার ভিত্তি কোথায়? এবার যেখানে তার ভিত্তি আমরা যদি সেই আদর্শের সমর্থক এবং প্রচারক হই তাহলে কী তা আরো উত্তম হয় না– প্রশ্ন থাকল ঐ সকল ব্যক্তি মতবাদের অনুসারীদের কাছে।

আর তাই দেশ ও দশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দানকারী নাগরিক আজকের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠার লক্ষ্যে অবশ্যই আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শ অনুযায়ী পড়ালেখা ও আদর্শ জীবন গঠন করতে হবে। কোনভাবেই সত্য-সুন্দর শাশ্বত ও চিরন্তন এ আদর্শের বিপরীত অন্য কোনো ব্যক্তি, মতবাদ বা আদর্শের দিকে তাদের ছুটে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্ধের

www.pathagar.com

ন্যায় বা অসচেতন হয়ে কান চিলে নিয়ে গেছে একথা শুনে চিলের পেছনে দৌড়াতে পারে না। তাদেরকে অবশ্যই সঠিক, সত্য ও আদর্শিক জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের অনুসারী হতে হবে। মাথা নত করবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হয়েছে :

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না। চন্দ্রকেও না, সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।" (আল কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজদা, ৪১ : আয়াত-৩৭)

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলবে। আল্লাহ বলেন :

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।" (আল কুরআন, সূরা আল 'আরাফ, ০৭ : আয়াত-০৩)

সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত আমাদের সকলকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং মুমিনগণকে আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা উচিত।" (আল কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : আয়াত-১৩)

আর এভাবে আদর্শের পথে চললেই আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল অর্জন করে আদর্শ মানুষে পরিণত হয়ে আগামীদিনে আদর্শ জাতি গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। কেননা এ আদর্শ যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ; এর ধারক-বাহক ও সংরক্ষক যে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা; এটি যে সাড়ে চৌদ্দশত বছর ধরে বিশ্বের সর্বত্র আজও বিরাজমান এবং প্রতিদিন এ আদর্শের পতাকাতলে যে অন্য মতাদর্শের লোকজন সমবেত হয়ে শান্তির সুবাতাস পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে; আদর্শ জীবন যাপনে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং খুঁজে নিচ্ছে তাদের আসল ঠিকানা এটিই তার আদর্শিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে আজ সমগ্র বিশ্ববাসী একমত পৃথিবীর সকল শক্তিই মানবতার কল্যাণ এবং সকল সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ। পৃথিবীর মাঝে যত ব্যক্তিই আদর্শের প্রচারক ছিলো সকলেই নিজের জয়-জয়গান এবং নিজের স্বার্থ নিয়ে অতীতেও ব্যস্ত ছিলো আজও আছে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শই চিরন্তন শাশ্বত, সর্বজনীন। আজ

www.pathagar.com

এবং আগামীর সকল মানবতার পক্ষে অনুকরণীয় আদর্শ। এছাড়া বিশ্বের বুকে যত মতাদর্শের প্রবক্তা বা দল গোষ্ঠী আছে তা সবই অলীক, অসত্য এবং এককথায় সঠিক ও সত্য আদর্শের বিপরীত ব্যক্তি স্বার্থের পূজারী বা পাগল।

তাই ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা কোনভাবেই মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আল-কুরআনুল কারীম এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতার আদর্শ প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিপরীত অন্য কোনো ব্যক্তি আদর্শ বা জড় আদর্শের পেছনে ছুটতে পারে না। তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে স্রষ্টা; আল-কুরআনুল কারীমকে মুসলিমদের একমাত্র সংবিধান বা গাইড লাইন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ মনে করে ভালোভাবে পড়ালেখা করে নিজেদেরকে গড়তে চেষ্টা করবে।

১১.২৪. লজ্জা-শরমের প্রতি সতর্ক থাকা

লজ্জা-শরম মানব জীবনের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ যার দ্বারা বহুবিধ নৈতিক গুণাবলীর বিস্তৃতি ঘটে। স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ সাধিত হয় এবং সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের সুন্দর জীবন গঠনের এ পর্যায়েই লজ্জা শরমের প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত। মূলতঃ লজ্জার কথা মাথায় রেখেই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় খুব ভালোভাবে মনোনিবেশ করে, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের তাগিদ অনুভব করে, পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছে লজ্জা পাবে এ কথা ভেবে নিজেদেরকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলার প্রতি সচেতন হয়। আর এ জন্যই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার জীবনের শুরু থেকেই লজ্জাবোধের প্রতি সতর্ক করে তাদের মনোভাব গঠনের চেষ্টা করা উচিত।

১১.২৫. পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকা

ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

নাওয়াস ইবন সাম'আন আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি উত্তর দিলেন, পুণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ করো। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, হাদীস নং-৬২৮৫, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩, ই.ফা.)

www.pathagar.com

■ পাপের ক্ষতিসমূহ

যাবতীয় মন্দ বা খারাপ কাজই পাপের উৎস। মন্দ বা খারাপ কাজের দ্বারা মানুষ নিন্দিত হয়, ঘৃণিত হয়। যদিও মানব সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে, মন্দকারীকে ঘৃণা করো না, মন্দ কাজটিকে ঘৃণা করো। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, মন্দকারীকেই শাস্তি ভোগ করতে হয়। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। যারা মন্দ কাজ বা খারাপ কাজ করে তাদের শাস্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যিনি আমাদের স্রষ্টা ও পরিচালক তাঁর পক্ষ থেকেও আসে আবার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী হিসেবে রাষ্ট্রীয় আইনেও হয়ে থাকে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই পুণ্য-পাপের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। আর তাহলেই আমাদের কোমলমতি ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের শুরু থেকেই পাপের যাবতীয় ক্ষতি ও শাস্তি সম্পর্কে জেনে তা থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। এখানে ছাত্র জীবনে পাপের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা কী-কী ধরনের ক্ষতি ও শাস্তির সম্মুখীন তা উল্লেখ করা হলো :

০১. সঠিক জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়।

০২. মেধা বা স্মৃতি শক্তি বিলোপ পায়, পড়ালেখা ভুলে যায়।

০৩. আল্লাহর সাথে দূরত্ব বেড়ে যায়। যাবতীয় রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

০৪. শিক্ষকদের আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অন্তর থেকে যে মহব্বত করার কথা তা এ ধরনের পাপের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের করেন না।

০৫. এতে আত্মার পরিচ্ছন্নতা দূর হয়ে যায়। অন্তর বা শরীর ও মনে দুর্বলতা দেখা দেয়।

০৬. মনে পেরেশানি বেড়ে যায়। অধিকাংশ সময় মুশকিলে পড়তে হয়।

০৭. প্রতিবেশি ও সমাজের ভালো নেককার লোকদের আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

০৮. অব্যাহতভাবে পাপ করলে অন্তর থেকে খারাপের প্রতি যে ঘৃণাবোধ ও লজ্জাবোধ থাকার কথা তা দূর হয়ে যায়।

০৯. পিতা-মাতা কষ্ট পায় এবং মানুষ তাদের উপর বদ দু'আ বা অভিশাপ দিতে থাকে।

১০. রাসূল (সা.) ও ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে অভিশাপ পায়।

১১. এতে তাদের বয়স কমে যায়।

www.pathagar.com

১২. ইবাদত বা ভালো কাজের প্রতি যে চেতনাবোধ থাকার কথা তা দূরীভূত হয়ে যায়।

১৩. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব অন্তর থেকে চলে যায়।

১৪. পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে না। ফলে দুনিয়ার অঙ্গনে অশান্তি ভোগ করে। কোথাও কোনো কর্মে ফিট বা সফলতা অর্জন করতে পারে না।

১৫. শয়তানের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে যায়।

১৬. এ ধরনের পাপীরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। তাই তারা তাওবা ছাড়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ফলে তারা আখিরাতেও শাস্তি ভোগ করবে।

১২. ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত নানামুখী কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ততা

১২.১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে নেয়া

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ হবে সুন্দর, কোলাহল ও শব্দ দূষণমুক্ত, অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল সতেজ জ্ঞানোন্মুখ ও জ্ঞান অর্জনের সামগ্রিক আয়োজনে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের অঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের পা রাখতেই যেন চোখে পড়ে আদর্শের বাণী, মনে আসে ভালো মানুষ হওয়ার তামান্না। আর যেদিকে তাকায় সেদিক থেকেই যেন প্রেরণা ও কানে আসে আদর্শের সাওগাত, শুনা যায় শিক্ষকদের চমৎকার আহ্বান– এমন সুন্দর পরিবেশ যা সত্যিই ভালো মানুষ গঠনের জন্য কাম্য। সেই সাথে যতটা সম্ভব সংকীর্ণতা মুক্ত উচ্ছল ও প্রাণ চঞ্চল বায়ু আর চৌকস ও আদর্শবান শিক্ষকের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ পরিবেশ; যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদেরকে সত্যিকার অর্থে এক-একজন ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করে এ প্রতিষ্ঠানের পতাকাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরবে সকলের সামনে সবার উপরে– এমন একটি সুন্দর পরিবেশই সকল ছাত্র-ছাত্রীরা কামনা করে।

১২.২. ক্লাসে সবসময় উপস্থিত থাকা

আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতে পারে না। কোনো কারণে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও তারা পরবর্তীতে স্কুলে বা কলেজে এসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে আলোচ্য বিষয় অন্যান্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। অন্যথায় যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তা হলো :

০১. পড়ালেখার উৎসাহ, আগ্রহ ও উদ্দীপনা কমে যায়।

www.pathagar.com

০২. ক্লাস মিস হলে পরের ক্লাসে শিক্ষকের আলোচ্য বিষয় বা লেকচার বুঝা যায় না, ফলে পড়ালেখায় মন বসতে চায় না।

০৩. এতে পড়ালেখার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়।

০৪. শিক্ষকগণের সুনজর বা আদর্শিক দৃষ্টি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হয়।

০৫. ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে পড়ালেখার স্বাভাবিক গতিতে বিঘ্ন হওয়ায় পড়ালেখায় পূর্বের মতো মনোনিবেশ করা কষ্টকর হয়। তাই সব সময় ক্লাসে উপস্থিত থেকে শিক্ষকের আলোচ্য বিষয় বা লেকচার নোট করা ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষণ।

১২.৩. ছাত্রাবাস ও হলের পরিবেশ সাথে খাপ খেয়ে নেয়া

ছাত্র-ছাত্রীদের বসবাসের স্থানই হলো ছাত্রাবাস বা হল। কাজেই স্বভাবত কারণেই ছাত্রদের ছাত্রত্বের দাবিতে হলের পরিবেশ হওয়া চাই সব দিক দিয়ে সরব। কোনোভাবেই শিক্ষা ও আদর্শ জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হবে এমন কোনো কিছু হলে থাকা উচিত নয়। সেই সাথে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে-মিশে হলের পরিবেশ শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে পারলে শয়তানের প্ররোচনায় বা মদদে কোনো ছাত্র-ছাত্রী বিপথগামী হতে চাইলেও যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে সেদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই হতে হবে সোচ্চার। তবেই হয়তো একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে ছাত্র-ছাত্রী গঠনের এ আঙ্গিনাতে ভালো ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাবে। আর সেই সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হতেই আজকের এ লেখা।

১২.৪. লাইব্রেরী ও পাঠাগারে বইয়ের যোগান ও সংরক্ষণ

লাইব্রেরী মানে পুস্তক ভাণ্ডার আর পাঠাগার মানে যেখানে পুস্তক পাঠ করা যায় সে স্থান। সুতরাং প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ দু'য়ের সমন্বয় আছে এবং থাকা স্বাভাবিক। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক বইয়ের কালেকশনই থাকে বেশি। হ্যাঁ, একাডেমিক বইয়ের কালেকশন থাকা স্বাভাবিক এবং তা অবশ্যই হওয়া চাই সমসাময়িক বিশ্বে স্ব-স্ব বিষয়ের উপর সর্বশেষ প্রকাশিত বহু গ্রন্থের সমন্বয়ে। আর তখনই তা ছাত্র-ছাত্রীদের হ্যান্ড নোট প্রস্তুতকরণে অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বহুমুখী বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানোন্মুখ শিক্ষার্থীদের জন্য সবসময় লাইব্রেরী খোলা থাকা দরকার। বিশেষ করে টিফিন আওয়ারে খোলা থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে প্রবেশ ও জ্ঞানের বহুমুখী বিকাশে সহায়ক গ্রন্থ পড়ে জ্ঞানের তৃষ্ণায় আরো কাতর হতে পারে। তাছাড়া জ্ঞান সদাজাগ্রত এমন এক শক্তি যা মানুষের মাঝে ঢুকে মানুষের

www.pathagar.com

মানব সত্তাকে আরো বেশি জ্ঞানের সাহচর্যে যেতে ভূমিকা পালন করে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে শুধু একাডেমিক বই-ই না রেখে ভালো মানুষ হওয়ার যাবতীয় উপকরণ তথা আল কুরআনুল কারীম, আল হাদীস ও এ দু'টির অনুকরণে লেখা অন্যান্য জীবন ঘনিষ্ঠ আদর্শিক গ্রন্থগুলোর সমন্বয় ঘটানো উচিত। এ পর্বে কারো কারোর কাছে মনে হতে পারে কুরআন ও আল হাদীস রাখব কেন এটি তো মাদরাসা নয় বা এখানে তো ঐ সমস্ত বিষয়গুলো পড়ানো হয় না।

হ্যাঁ, আমিও জানি স্কুল ও কলেজ, মাদরাসা নয়। মাদরাসা আলাদা। স্কুল-কলেজে এ সকল বিষয় পড়ানো হয় না। কিন্তু তবু রাখতে পরামর্শ দিচ্ছি এ কারণে যে, আল কুরআনুল কারীম হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, সকল জ্ঞানের আধার, সকল জ্ঞানের উৎস।

স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী– যা সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণে স্রষ্টা নিজেই আমাদেরকে দিয়েছেন। আর আল হাদীস হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, নবী ও রাসূল মানবতার কল্যাণকামী, পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্ম চেতনার সম্মিলন। যা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতি তথা সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু আদর্শ মানুষ তথা সমগ্র মানবতার কল্যাণকামী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি বা গঠন করতে চায় তখন তাদের হাতে X. Y. Z এর লেখা যত বই-ই আমরা তুলে দিই না কেন বা ঐ সমস্ত গ্রন্থের জ্ঞান যতই তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন সেই সকল বইয়ের সুন্দর-সুন্দর কথা বা জ্ঞান তখনই তার পাঠককে প্রভাবান্বিত করতে পারবে বা নিয়ন্ত্রণ করে আদর্শ মানুষে পরিণত করতে পারবে যখন তার সাথে আল কুরআনুল কারীম ও আল হাদীস ভিত্তিক জীবন গঠনে দিক-নির্দেশনামূলক শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো হবে। পৃথিবীর বুকে এ দুই গ্রন্থের শিক্ষা ছাড়া যত X. Y .Z এর লেখা গ্রন্থই পড়ানো হোক না কেন তা সমগ্র জাতির কল্যাণে মানুষকে নিয়োজিত করতে ব্যর্থ হতেই বাধ্য। যা বর্তমান বিশ্বের একশত ভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ সর্বত্রই উচ্চ শিক্ষিত, বহু শিক্ষিত লোকদের আচার-আচরণ দেখে সহজেই প্রতীয়মান হয়। আর তাইতো আজ চিন্তাবিদদের মুখেও ধ্বনিত হচ্ছে সেই একই বক্তব্য। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ Stanly Hull বলেন :

"If you teach your Children Three "R"s [Reading, Writing and Arithmetic] and leave the fourth "R" [Religion] you will get fifth "R" [Rascality]."

www.pathagar.com

অর্থাৎ আপনি যদি আপনার সন্তানকে তিনটি 'আর' তথা পড়া, লেখা এবং গণিত বা হিসাব শিক্ষা দান করেন আর চতুর্থ 'আর' তথা ধর্মকে বাদ রাখেন, তাহলে পঞ্চম 'আর' তথা বর্বরতাই পাবেন।

কাজেই আমাদের একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আমরা কি বর্বর জাতি গঠন করতে চাই, না আদর্শ জাতি গঠন করতে চাই। সত্যিই উত্তর যদি হয় আদর্শ জাতি গঠন করতে চাই তাহলে আর দেরি কেন আসুন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কর্তৃপক্ষ সবাই মিলে কাজ শুরু করি এবং সর্বত্র আমরা সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সমন্বিত লাইব্রেরী ও পাঠাগার চালু করি। আমাদের আয়ত্তাধীন লাইব্রেরী ও পাঠাগারগুলোতে একাডেমিক বইয়ের পাশাপাশি আদর্শ গ্রন্থের সমন্বয় গড়ে তুলি। আর একথা মনে-মনে রাখি যারা এ গ্রন্থ পড়বে, জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করবে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমরাও সাওয়াব পাব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এমন ভাল কাজ করার তাওফীক দিন।

■ ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বহুমুখী বিকাশে নানা কর্মসূচী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও একমাত্র কর্মসূচী হলো ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। কিন্তু একজন মানুষ শুধু একাডেমিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ বা নির্ধারিত বিষয়ে শিক্ষিত হলেই তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলা যায় না। বরং একথা সর্বজনবিদিত যে, একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে পরিণত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো তার মেধার বহুমুখী বিকাশ ও সম্মিলিত আদর্শিক রেশ তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারা। তাছাড়া মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিতকরণে সর্বস্তরের মানবতার রাগ, ঢাক, চাহিদা, প্রাপ্তি-প্রত্যাশা ও হতাশার সাথে নানাভাবে পরিচিত হওয়ার বিকল্প নেই। আর তাইতো প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সেগুলোর আবেদন ও আদর্শিক দিকটিকে রেখাপাত করে দেয়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করে থাকে নানা কর্মসূচী। এ সকল কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের গঠন ও তাদের প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গণে সকল সৃষ্টির কল্যাণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠনে এর প্রয়োজনীয়তা আজ সকলের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তাই এ কর্মসূচীকে আরো সুচারুরূপে সাজানো এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জাগ্রত ও সরব অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেই এ লেখা।

১২.৫. উপস্থিত বক্তৃতা

মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধার প্রখরতা এবং তাদের মেধাকে অত্যন্ত চটপটে ও গতিশীল করার লক্ষ্যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করে

www.pathagar.com

থাকে। এতে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে, মেধার প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। হঠাৎ করে তৎক্ষণাৎ কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া যে কোনো বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও যৌক্তিক উপস্থাপনার দ্বারা অন্যদেরকে হারিয়ে দিয়ে নিজেকে সত্যিই মেধাবী হিসেবে পরিচিত করে তোলার এ প্রবণতা অত্যন্ত চমৎকার। এ প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করে তাদের কথা বলার ধরন, বর্ণ, শব্দের উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। সুতরাং স্কুল থেকেই আমাদের কচি মনের অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি উপস্থিত বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দিয়ে এ শতকের যোগ্য নাগরিক গঠনে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ এ যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পরম পাওয়া।

১২.৬. আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

বিখ্যাত কবিদের লেখা কবিতা সুন্দর বাচনভঙ্গিতে, শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থবহ করে পড়ার নামই আবৃত্তি। এতে উপস্থিত শ্রোতা, দর্শকের মনে-প্রাণে এমন এক স্পন্দন অনুভূত হয় যেন তারা স্বয়ং ঐ কবির কণ্ঠে এ কবিতা শুনছে বা কল্পনার রাজ্যে ঐ কবিকেই দেখছে। রক্তের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এর আবেগ ও চঞ্চল অবস্থা অনুভূত হয়ে থাকে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আবৃত্তি কঠিন একথা সত্য। অবশ্য তার চেয়ে আরো সত্য হলো আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাতের লেখার প্রতি যতটা জোর দেয়া হয় পড়া শেখার বিষয়াদি ততটাই উপেক্ষিত। ফলে আবৃত্তিকার হিসেবে আমরা খুব কম ছাত্র-ছাত্রীকেই পেয়ে থাকি। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কবিতা আবৃত্তির চর্চা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এর মাধ্যমেও ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়া এবং আগামীতে ভালো কবি ও সাহিত্যিক হওয়ার প্রেরণা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কাজ করবে। আর এভাবে তারা শুধু অন্য কবিদের কবিতাই আবৃত্তি করবে না, নিজেরা লিখে সমসাময়িক সমস্যা তুলে ধরে জাতির সামনে পেশ করতে চেষ্টা করবে।

১২.৭. প্রাতিষ্ঠানিক ও টিভি বিতর্ক

বিতর্ক একটি সৃজনশীল শিল্প, বিতার্কিক একজন নিষ্ঠাবান শিল্পী। বিতর্ক ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক দীপ্ত অঙ্গীকার এবং মানব সৃজনের একটি ধারাক্রম। বিতর্ক সত্যের অন্বেষণও বটে। এ সত্য বেরিয়ে আসে দ্বিমুখী মতবাদের সংঘর্ষে, যুক্তির দ্বন্দ্বে। আর প্রতিষ্ঠিত হয় উভয় দলের যুক্তিবোধে উজ্জীবিত প্রজ্ঞাময় সত্য। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চৌকস ও জ্ঞানোন্মুখ করে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের প্রোগ্রামের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামীদিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সেজন্যে আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের এ মনোভাব গড়ে দেয়া উচিত। তবেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা মেধার স্বাক্ষর রেখে প্রিয় জন্মভূমিকে গড়তে সচেষ্ট হবে।

১২.৮. আল কুরআন তিলাওয়াত ও আযান প্রতিযোগিতা

মহান স্রষ্টা ও পৃথিবীর মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে উজ্জীবিত করতে, সকলকে মূলে ফিরিয়ে নিতে আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের বিকল্প নেই। আর তাই মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আল-কুরআনের আলোকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি আল-কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত ও আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়ার লক্ষ্যে সমগ্র মুসলিমদেরকে জাগ্রত করতে মধুর সুরে আযান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে আজ ও আগামীর ছাত্র-ছাত্রীরা এ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে। ঘরে ঘরে এক একজন হযরত বেলাল (রা.) গড়ে উঠতে সহায়ক হবে। এতে মুসলিম উম্মাহ আবারো তাদের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে উদ্বুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।

১২.৯. হামদ ও নাত

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ছড়িয়ে দিতে অথবা মুসলিম উম্মাহর অতীত ইতিহাসকে, তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে সুন্দর সুরে আজ ও আগামীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জানাতে হামদ ও নাত বিষয়ক প্রোগ্রামের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুললিত কণ্ঠে ভেসে উঠে আরবের সেই মরু প্রান্তরে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রেমিক আদর্শ মানুষদের ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিচ্ছবি। আরো ভেসে উঠে মুসলিম জাতি সত্তার অতীত ইতিহাস ও বীরত্বের গাঁথা সকল সত্য কথা যা সকলকে সত্য প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যা, অসত্য, অন্যায় অপকর্মকে মুক্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সকলকে ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত করবে।

১২.১০. খেলাধুলা

ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও বুদ্ধিগত বিকাশে খেলাধুলা প্রধান নিয়ামক। এটি মন-মানসিকতাকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখতে সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তাই তো এ খেলাধুলা হতে হবে বিনোদন এবং শারীরিক ও আত্মিক প্রশান্তিদায়ক। এটি শারীরিক ও আত্মিক অলসতা দূর করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ালেখায় উদ্যমী করবে। তবে খেলাধুলার প্রয়োজনে হাফপ্যান্ট বা হাঁটুর উপরে

www.pathagar.com

প্যান্ট পরিধান করা এবং দীর্ঘ সময় ধরে খেলায় অংশগ্রহণ ও দেখার মাধ্যমে সালাত আদায় ও সিয়াম পালনকে বাধাগ্রস্ত করে দেয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না।

খেলাধুলা ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাকেও করে সজীব, সতেজ ও তীক্ষ্ণ। এতে তাদের মন প্রফুল্ল থাকায় তারা সহজেই পড়ায় মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু একথা পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আবার অসময়ে বা সময়ে খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে গেলে চলবে না। কখনো কখনো পরীক্ষার কারণে অবশ্য খেলাধুলা কিছু দিনের জন্য ত্যাগ করাও উত্তম। অবশ্যই এক্ষেত্রে পড়ালেখার সাথে একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, পড়ার সময় পড়া খেলার সময় খেলা তথা পড়ন্ত বিকেলে আধা ঘণ্টা খেলার সময় হিসেবে গণ্য হতে পারে কিন্তু এর বেশি কোনোভাবেই নয়। আর বিদ্যালয়ে তো অবশ্যই স্যারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিয়ম অনুযায়ী খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করবে। কোনোভাবেই তার ব্যতিক্রম করলে পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের পড়ালেখার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত সর্বাগ্রে।

১২.১১. বিএনসিসি, স্কাউটিং ও গার্লস গাইড

বিএনসিসি (বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) স্কাউটিং ছাত্রদের উপযোগী ও গার্লস গাইড ছাত্রীদের উপযোগী সংগঠন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য তারুণ্যে উচ্ছল ও প্রাণবন্ত শিক্ষার্থীদেরকে সদাজাগ্রত ও তাদের নৈতিক উন্নয়ন, নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ, দেশ সেবা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে নিজেদের মাঝে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গঠন করা।

এছাড়াও এ সংগঠনগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সময়ানুবর্তিতা এবং প্রচণ্ডভাবে শৃঙ্খলাগত চেইন অব কমাণ্ডের জগতে পরিচিত করিয়ে দেয়। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয় আর অনৈতিকতা হয় দূরীভূত।

১২.১২. পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী সংগীতের প্রতিযোগিতা

"Allah (SWT) made the country, man made the town" অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই পল্লীকে দেখার মতো আজ আর কেউ নেই। এক

www.pathagar.com

সময়ের সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা পল্লী যেন আজ তার অপরূপ সেই অতীত হারাতে বসেছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পল্লীর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠাকরণে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাগুলোতে পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালি সংগীতের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়। এতে তাদের মনে, চিন্তা-চেতনায় পল্লীর পথ-ঘাট, মাঠ সীমাহীন সবুজ প্রান্তরের প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠবে। ফলে যারা পল্লীতে বর্তমানে অবস্থান করছে তাদের পল্লীর প্রতি গভীর অনুরাগ জাগ্রত হবে।

আর শহরে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এ সম্পর্কে জানার ও দেখার প্রীতি বাড়বে। তাছাড়া শহরে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রীরা আজ বিভিন্ন ধরনের সংগীতের প্রতি যেভাবে ঝুঁকছে তা সত্যিই হতাশার। এতে তারা বিজাতীয় অপসংস্কৃতির কবলে জড়িয়ে মনের অজান্তেই তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিচ্ছে, যার জন্য মূলত যারা এমন কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছি আমরা সকলেই দায়বদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কোনোভাবেই এ দায় এড়ানোর সৎ সুযোগ নেই। তাই পল্লী ও গ্রামের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্যারদের তত্ত্বাবধানে এমন সুন্দর-সুন্দর প্রোগ্রাম পরিচালনা করা উচিত।

১২.১৩. দেশাত্মবোধক, জাগরণমূলক ও সর্বস্তরের অধিকারের কথা সম্বলিত সংগীত প্রতিযোগিতা

একটি দেশ, একটি সীমানা, একটি স্বাধীন পতাকা এগুলো জীবন বাজি রেখে কেড়ে আনল যারা জগৎ সেরা তারা। তাদেরই পথ অনুসরণ করে দেশকে গড়তে, দেশের পতাকাকে সর্বোচ্চে তুলে ধরতে আজ প্রয়োজন চৌকস উচ্চ শিক্ষিত দেশপ্রেমিক নাগরিক। যাদের চিন্তা-চেতনা, কর্ম ও মননে সব সময়ই বিরাজ করবে দেশের ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে অধিকার হারা, সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। যে কথায় অধিকার হরণকারীদের গায়ে ধরবে আগুন, নাড়াবে তাদের প্রাসাদ, কাঁপিয়ে তুলবে তাদের চিন্তা ও কর্মের ভীত। আর নব উদ্যমে পথ চলতে উদ্বুদ্ধ করবে অধিকার হারা সর্বত্র বঞ্চিত বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীর সকলকে। এজন্যেই প্রয়োজন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে মানবতাবাদী ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে পারে এমন সংগীতের আসর। যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সেই সংগীতের সুরের মুর্ছনায় ভেসে যায় সকল অন্যায়, অসত্য, দুর্নীতি ও কুনীতি। মানুষ যেন ভুলে যায় সকল ভেদাভেদ, দূর হয়ে যায় ধনী-দরিদ্রের পাহাড়সম ব্যবধান। তাই

www.pathagar.com

এ ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজ ও আগামীর আদর্শ নাগরিক গড়তেই করা হয়ে থাকে। আর এভাবেই আগামী বাংলাদেশ হবে আদর্শিক বাংলাদেশ, জাতিতে আমরা হতে পারব আদর্শ জাতি।

১২.১৪. ম্যাগাজিন ও বার্ষিকীতে লেখায় উদ্বুদ্ধ করা

স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাকে শাণিতকরণে, তাদের মধ্যে গণসচেতনতা আনয়ন ও আগামীদিনের যোগ্য লেখক, কলামিষ্ট হয়ে দায়িত্বপূর্ণ ও নেতৃত্বশীল আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে ম্যাগাজিন ও বার্ষিকী প্রকাশিত হয়ে থাকে। এতে শিক্ষকসহ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ, জ্ঞান বিচিত্রা, কৌতুক, কবিতা, ছড়া, চিত্রাঙ্কন, ভ্রমণ কাহিনী, তথ্য বিজ্ঞান, ধাঁ-ধাঁ ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় সম্বলিত লেখা, ছবি স্থান পেয়ে থাকে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে লেখার হাতে খড়ি এখান থেকেই শুরু হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত যত্নের সাথে লেখাগুলোকে জীবনের স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করে থাকে।

সাহিত্য জাতির দর্পণ– একথা সর্বজনবিদিত ও চিরায়ত। অন্যদিকে ম্যাগাজিন ও বার্ষিকী ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দর্পণ তথা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার ফসল। সেই সাথে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে অপসংস্কৃতির যে ছোঁয়া আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ প্রত্যেক পরিবারের কলিজার টুকরা কোমলমতি সন্তানগুলোর চরিত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে অমানুষে পরিণত করছে এ থেকে মুক্তি বা উদ্ধার প্রাপ্তির জন্যেই আজ প্রয়োজন একদল একনিষ্ঠ আদর্শবাদী সচ্চরিত্রবান যোগ্য কলম সৈনিকের। যারা তাদের ক্ষুরধার লেখনির সাহায্যে জাতিকে পথ দেখাবে সুস্থ সংস্কৃতির দিকে, মানবীয় মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপসংস্কৃতির লৌহ কপাট ভেঙে চুরমার করে আদর্শিক সংস্কৃতির ভীত রচনার ক্ষেত্রে এমন কলম যোদ্ধারা ভূমিকা রাখবে অত্যন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্মিলনে। যাদের কলমের নিপুণ ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে শান্তির সোনালী সমাজ, উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

১২.১৫. সুন্দর হাতের লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতা

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চিন্তাশীল ও গবেষণায় নিমগ্ন করার টার্গেটে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বছরের শুরুতে যে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে সুন্দর হাতের লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতা এ দু'টি ইভেন্ট থাকে। এতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাদের হাতের লেখা চমৎকার, যারা সুন্দর ও দ্রুত লেখায় পারদর্শী তারাই এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

www.pathagar.com

আর রচনা প্রতিযোগিতায়ও যারা অত্যন্ত মেধাবী, সমসাময়িক নানা বিষয় এবং দৈনিক পত্রিকা যারা পাঠ করে তাদেরই এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সহজ হয়। কেননা তথ্য ও তত্ত্ববহুল উপস্থাপনার সম্মিলন ঘটাতে না পারলে রচনা যে পূর্ণতা পায় না। আর তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে অনেক পড়ালেখা করতে হয়। এজন্যেই এ বিষয়টিও ভালো ছাত্র-ছাত্রী গঠনে দারুণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

১২.১৬. সমসাময়িক ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম

দেশ ও জাতির আগামী ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গঠনের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ইস্যুকে কেন্দ্র করে আয়োজন করতে পারে নানা সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুর উপর শিক্ষকদের আলোচনা, পর্যালোচনা এবং তা উপস্থাপনের বিষয়গুলো আয়ত্ত করে নিজেদেরকে সৎ, যোগ্য ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়তে সক্ষম হবে। এ জন্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সব সময় এ ধরনের সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা উচিত। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের বক্তব্য শ্রবণ ও বলার যোগ্যতা অর্জন করে খুব সহজেই নিজেদেরকে অন্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহসী করে তোলবে।

তাছাড়া দেশ-বিদেশে ঘটমান নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের চিন্তা-চেতনা ও তথ্য সংগ্রহ মনোভাব অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সজাগ হবে। এতে তাদের প্রতিভা বিকাশ ও নেতৃত্বশীল কথা বলার যোগ্যতা এবং মানব জাতির নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা ও প্রেরণা কাজ করবে। যা তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধনে বন্দী করে তোলবে। আর এভাবেই ছাত্র-ছাত্রীরা মনের অজান্তে নিজেদেরকে অন্যের জন্যে বিলিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়ে থাকবে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকটি মানুষের কাছে কাম্য।

১২.১৭. জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস– এ দিবসগুলো আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের ইতিহাসে ভাষাকে কেন্দ্র করে আর কোথাও জীবন দিতে হয়েছে, রক্তে পিচঢালা কালো পথ লাল করতে হয়েছে এমন নজীর আমার জানা নেই। কিন্তু মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য অনেক দেশই যুদ্ধ

www.pathagar.com

করেছে, আজও কোথাও কোথাও হচ্ছে। তাই এ দিবসগুলোতে যারা জীবন দিয়েছে তারা আমাদের ভাই, আমাদেরই প্রিয়জন; তাদের প্রতি আমরা সব সময়ই মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানাই, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যুকে শহীদি মৃত্যু হিসেবে কবুল করে নেন।

যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা প্রিয় ভাষা বাংলায় কথা বলছি, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করছি তাদের গৌরবগাঁথা কথা ও চিন্তা-চেতনা যুগ যুগ ধরে এ দেশের ভূমিতে আগত সন্তানদের জানানো অবশ্যই উচিত। আর তাই স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে যখন একুশে ফেব্রুয়ারী, ছাব্বিশে মার্চ ও ষোল ডিসেম্বর আমাদের মাঝে আসে তখন এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা পেশ করা উচিত। এভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দেশপ্রেমের তামান্না জাগ্রত হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারাও সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দেশ ও দেশের সীমানাকে শত্রু মুক্ত রাখতে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকবে। তাদের মনে লালিত হবে যে কোনো দেশ বিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে হুঙ্কার। আর গর্জে উঠতে তারা কখনো কুণ্ঠাবোধ করবে না। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে এদেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি, এ দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি আমাদের জীবনের চাইতেও খাঁটি; এ দেশের জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকটি মানব শিশু আমাদের ভাই-স্বজন; এ দেশের উন্নয়ন আমাদের সকলের কাম্য। তবেই আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা আরো সজাগ ও সমাজ সচেতন হয়ে গড়ে উঠবে এবং রাষ্ট্রের পতাকাকে উচ্চাসনে তুলে ধরতে হবে সোচ্চার।

১২.১৮. শিক্ষা সফর

একাডেমিক পড়ালেখার চাপ আর পরীক্ষার টেনশন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মুক্ত রেখে দেশের ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় স্থানগুলোতে বছরের কোনো এক সময়ে শিক্ষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে জ্ঞানের অন্বেষণে যে সফর করা হয় তাই শিক্ষা সফর। অনেকে একে বনভোজন বা চঁড়ুইভাতি বলে থাকে। যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় এ সফরকে শিক্ষা সফর ছাড়া অন্য কিছু বলা ঠিক নয়। কেননা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকবৃন্দ যা-যা করবেন তা সবই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বয়ে আনে, তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে করে সমৃদ্ধ। সার্বিকভাবে এ সফর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকে। যেমন : এ শিক্ষা সফরে ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানে যায় সেখানে যাওয়া থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য যা-যা

www.pathagar.com

করে তা সবই হয়ে থাকে শিক্ষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে, এতে দীর্ঘ সময় শিক্ষকবৃন্দের চোখে-চোখে ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান করে বলে তাদের চাল-চলন, রং-ঢং, কথা বলার ধরন, হাঁটা চলার ভঙ্গিসহ যে স্থানে যাওয়া হয় সেখানকার সকল কিছু থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে জ্ঞান আহরণের তৃষ্ণা জাগ্রত হয়। প্রবল আগ্রহে পরবর্তী বছরে তারা আবার ঐ সময়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন করতে শিক্ষকদের কাছে তাদের যৌক্তিক দাবি পেশ করে থাকে।

সুতরাং বলব, স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ যা-যা প্রোগ্রাম করে থাকেন– এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য একটিই তা হলো আজকের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীদিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গঠনে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা।

১৩. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাস, তারই পথ ধরে একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে এ ছাত্র সংগঠনগুলোর কমর্কাণ্ড তাদের নেতৃত্ব, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বক্তব্য থেকে আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো হওয়ার প্রেরণা লাভ করবে– এই আমাদের প্রত্যাশা। তাই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ডগুলো হওয়া উচিত এমন :

০১. ছাত্র-ছাত্রীর জীবন গঠনে আদর্শিক দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়া।

০২. মেধা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে আমানত এবং তার যথাযথ ব্যবহার ও পরিচর্যা করা, আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূল (সা.)-এর দিক-নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা সংগঠনের কর্মীদের দায়িত্ব।

০৩. ভালো ফলাফল অর্জনে হ্যান্ডনোট দিয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসা ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব।

০৪. যে সকল অগ্রজ মেধাবী ভাইদের মাঝে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত তাদের সাথে একত্রিত হয়ে সৎ কাজে ঐক্য এবং অসৎ কাজ থেকে সকলকে দূরে রাখার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা।

০৫. গ্রাম বা দূর-দূরান্ত থেকে আগত নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-কে ভালোবেসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করা।

www.pathagar.com

০৬. সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যারা স্রষ্টা ও রাসূল (সা.)-এর বাণী সমৃদ্ধ গ্রন্থ পড়ার প্রতি আহ্বান করে, গ্রন্থ উপহার দেয়, নিজেরা পাঠাগার গড়ে এলাকার অনুজ ছাত্র-ছাত্রীদেরদেরকে সেগুলো পড়ে ভালো জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

০৭. স্কুল, মাদরাসাগামী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ, পড়ালেখায় প্রতিযোগিতা আনয়ন এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম যেমন : বৃত্তি প্রকল্প, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আল-কুরআনুল কারীম সহীহ তেলাওয়াত, দারসুল হাদীস পেশ, বই পড়া, হামদ ও নাত এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

০৮. মেধাবীদের মেধার পরিচর্যায় কোচিং পদ্ধতি বা আদর্শ টিউটরের ব্যবস্থা করে দেয়া, দরিদ্রদেরও পড়ালেখার সুযোগ তথা ফ্রি কোচিং নেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া।

০৯. ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

১০. ইংরেজি, গণিত, হিসাব বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সকল ধরনের সহযোগিতা করা।

১১. পড়ালেখা ছাড়াও সালাত ও সিয়াম পালনসহ আদর্শিক পথে গাইড লাইন দিয়ে ভালো হওয়ার দিকে হতে ধরে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা।

১২. পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের পর আগামীতে যেন আরো ভালো করতে উৎসাহী ও সচেষ্ট হয় সেজন্য তাদের উৎসাহমূলক চমৎকার পুরস্কার দেয়া।

১৪. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে কতিপয় কু-অভ্যাস বর্জন

ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই আদর্শের মূর্ত প্রতীক হবে। তাদের প্রতিটি কথা ও চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় সু-অভ্যাস লালিত হবে এ স্বাভাবিকতা সকলের কাম্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী না বুঝে নিজেদের আদর্শিক পরিচয় সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে কিছু কু-অভ্যাস বা খারাপ অভ্যাসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে– যা দুঃখজনক। পরিবার, সমাজ ও জাতি-রাষ্ট্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এমন অভ্যাস কখনোই প্রত্যাশা করে না। তাই এ সকল কু-অভ্যাসগুলো সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করাতে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

১৪.১. মিথ্যা ও ফাঁকিবাজি থেকে মুক্ত থাকা

মিথ্যা ও ফাঁকিবাজি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা দূরে থাকবে, কেননা এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন :

www.pathagar.com

"তোমরা মিথ্যা কসম থেকে দূরে থাক বা বেঁচে থাক।" (আল কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, ২২ : আয়াত-৩)

তারপর অন্যত্র মিথ্যাবাদীদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আল্লাহর লা'নত তার উপর যদি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" (আল কুরআন, সূরা আন নূর, ২৪ : আয়াত-০৭)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রিয়নবী ও রাসূল (সা.) বলেন :

"তোমরা অবশ্যই সত্যকে অবলম্বন করবে। কেননা সত্য সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে আর সৎকর্ম ধাবিত করে জান্নাতের দিকে। কোন ব্যক্তি যদি সদা সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্যের প্রতিই সদা মনোযোগ রাখতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও সিদ্দীক হিসেবে তার কথা লিপিবদ্ধ হয়।

তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা মিথ্যা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, আর অন্যায় নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। কোন বান্দা যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার প্রতিই তার খেয়াল থাকে এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেও কায্যাব (অতি মিথ্যাবাদী) বলে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়।" (আল হাদীস, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় : সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, হাদীস নং-১৯৭৭, খণ্ড-৪র্থ, পৃ. ৩৯৪, ই.ফা.)

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, মিথ্যা কোনো অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয়। চাই গাম্ভীর্যেই হোক, চাই ঠাট্টাচ্ছলেই হোক। আর তাও অনুমোদনযোগ্য নয় যে তোমাদের মধ্যকার কেউ তার শিশু সন্তানের সাথে (কোনো কিছু দেয়ার) ওয়াদা করবে আর পরে তা তাকে দিবে না। (আল হাদীস, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৩৮৯, পৃষ্ঠা-১৯০, ই.ফা)

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা মিথ্যা কথা বলার পরিণাম স্পষ্ট হলো। আর তাই ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাবে যদি এ মন্দ বা বাজে বিষয়টি প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাহলে তাদের পড়ালেখা যেমন বিঘ্ন ঘটবে তেমনি পরিবারের পিতা-মাতা থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত মিথ্যা বলে তাদের পড়ালেখা এবং আদর্শিক জীবন গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদেরকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। অবশ্য পরবর্তীতে এ ফাঁকির কবলে নিজেরাই দগ্ধ হতে থাকে। আর তাই ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য-অবশ্যই পড়ালেখা ও আদর্শ জীবন গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে পিতা-মাতা বা অভিভাবক ও শিক্ষকদের আদেশ উপদেশগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলা উচিত।

www.pathagar.com

পাশাপাশি যে সকল কাজ তারা নিষেধ করেন তাও কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই বর্জন করা উচিত। আর তাহলেই তাদের স্বভাবে স্থায়ীভাবে এমন কোন কু-অভ্যাস স্থান লাভ করতে পারবে না।

১৪.২. দৃষ্টিকটু আচরণ কারোর সাথে না করা

দৃষ্টিকটু আচার-আচরণ ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আর তাই পরিবার ও পারিবারিক অঙ্গনে পিতা-মাতার সাথে, ছোটদের সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, পাড়া প্রতিবেশিদের সাথে, বাসে চলাফেরা করার সময় ড্রাইভার, কনডাক্টর ও হেলপারের সাথে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, অফিস ষ্টাফ থেকে শুরু করে দারোয়ান, সহপাঠী, উপরের শ্রেণীর বড়দের সাথে ও নীচের শ্রেণীর ছোটদের সাথেসহ সর্বস্তরের মানুষের সাথে সকল পরিস্থিতিতে উত্তম আচরণ করা উচিত। কেননা ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই সকলের আদরের, সকলের ভালোবাসার, সকলের প্রিয় সম্পদ; দেশের কল্যাণকামী সম্পদ; সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্পদ। এজন্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যখন কেউ কোন ত্রুটি বা একে অপরের সাথে দৃষ্টিকটু কথোপকথন দেখে তখন তারা দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত হোন। এ অবস্থায় অনেককেই বলতে শুনা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল এমন হয় কেন? আমরাতো শিক্ষা জীবনে এমন করিনি। আবার কেউ কেউ বলে, আমাদের ছেলে-মেয়েরাতো এমন করে না। এরা এতো বাজে! এরা কেমন পিতা-মাতার সন্তান!

কাজেই বলব! ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ-নিজ স্বভাবের এমন আচরণ যা তাদের ছাত্রত্বের সাথে, ভালো চিন্তা-চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে বলে মনে হয় তা তারা বর্জন করে চলবে। ছাত্রত্বের দাবি অনুযায়ী একনিষ্ঠ পড়ালেখায় মনোযোগী ও সুন্দর জীবন গঠনে সোচ্চার হবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি এ প্রত্যাশাই আমরা করছি। সেই সাথে একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ছাত্র-ছাত্রীরা কখনোই কোথাও কোন বিভাজন বা দ্বন্দ্ব-কলহ হওয়ার মতো কোন কাজ করবে না। হাদীস শরীফে আমাদের প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"তোমর ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি তোমার জন্য সাদাকা স্বরূপ। সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করাও সাদাকা, পথ হারানো ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেয়াও সাদাকা, দৃষ্টিহীনকে পথ দেখানো সাদাকা, রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড্ডি বিদূরিত করাও তোমার জন্য সাদাকা, তোমার বালতি থেকে তোমার (দ্বীনী) ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ।" (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, হাদীস নং-১৯৬২, খণ্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা : ৩৮৬-৩৮৭, ই.ফা.)

www.pathagar.com

তারপর অন্যত্র মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার প্রসঙ্গে বিশ্বনবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। আমি সে সময় তাঁর কাছে ছিলাম, তিনি বললেন, "কবীলার এই লোকটি বড় খারাপ।" যা হোক এরপর তিনি তাকে আসতে অনুমতি দিলেন এবং তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা-বার্তা বললেন। লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই লোকটি সম্পর্কে তো আপনি যা বলার বলেছিলেন অথচ পরে তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা-বার্তা বললেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! লোকদের মধ্যে সবচে' খারাপ হলো সেই ব্যক্তি যার অশ্লীল কথা থেকে আত্মরক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, হাদীস নং-২০০২, খণ্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা ৪০৪ ৪০৫, ই.ফা.)

১৪.৩. বাজে বন্ধু বা সহপাঠীর সাহচর্য ত্যাগ করা

পাড়া প্রতিবেশী ছেলে-মেয়ে বা স্কুল-কলেজে এক সাথে পড়ুয়া সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সহজেই বন্ধু-বান্ধবী রূপে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এতে বন্ধুত্বের দাবি অনুযায়ী একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একে অপরের চিন্তা-চেতনা, কর্মকাণ্ড, নীতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণ, কথা বলার ধরনসহ এককথায় মাথার চুলের স্টাইল থেকে পায়ের জুতার রং-ঢং পর্যন্ত অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকে। আর এজন্যই একজন বাজে বন্ধু বা সহপাঠীর সাহচর্য ত্যাগ করা আরেকজন ভালো বা সুন্দর পথ অনুগামীর জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাইতো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে এ ঘোষণা প্রদান করে বলেন :

"নিশ্চয়ই তোমাদের সত্যিকার বন্ধু হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর এসব ঈমানদার হলো যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা রুকূকারীও। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে সেসব আল্লাহর জামায়াতই সফলকাম হবে।" (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, ০৫ : আয়াত-৫৫-৫৬)

১৪.৪. বাজে চিন্তা না করা

কু-চিন্তা, বাজে চিন্তা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কাজকে বাধাগ্রস্ত করে, মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা হওয়া উচিত পড়ালেখা কেন্দ্রিক। সেই সাথে সুন্দর জীবন গঠন

www.pathagar.com

ও হালাল জীবিকা উপার্জনের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়নই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এ সময়ের দাবি। এ দাবি উপেক্ষা করে এ সময়ে যারা কু-চিন্তা করে, বাজে চিন্তা করে, যা তাদের চিন্তার বিষয় নয় তাও চিন্তা করে, কখনো বা শয়তান বা মানুষরূপী শয়তানের কু-প্রভাবে অবাস্তব ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় চিন্তা করে, দূর ভবিষ্যতের বিষয় ভেবে চিন্তে মাথা গরম করে পড়ালেখা করে, তাদের ফলাফল কখনোই আশানুরূপ হবে না; হতে পারে না। এ অবস্থায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনেকের শিক্ষা জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টি দেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দেন তোমাদের অন্তর ও কর্মের প্রতি। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, হাদীস নং-৬৩১১, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০০, ই.ফা.)

সুতরাং ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বা হতাশায় আচ্ছন্ন না হয়ে বরং পড়ালেখায় মনোনিবেশ করা। সব সময় পড়ালেখায় কিভাবে ভালো করবে, উন্নতমানের নোট প্রস্তুত এবং অধিক নম্বর অর্জনের মাধ্যমে ভালো ফলাফলধারী হয়ে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে কিভাবে উপনীত হবে– এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া। তবেই কেবল ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে।

১৪.৫. অহংকারী না হওয়া

ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অহংকার থাকা উচিত নয়। কেননা অহংকার ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বকে ধ্বংস করে। অহংকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সহপাঠীরাও ভালোবাসে না, শিক্ষকগণ বেয়াদব হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা সকলের কাছে ধিক্কার পায়। ফলে সকলেই তাদের বাঁকা চোখে দেখার পাশাপাশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও তাদের পছন্দ করেন না। এতে আল্লাহ তা'আলাও রুষ্ট হন। তাইতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মৌলিক বিধান আল কুরআন-এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। আর জমিনের উপর অহংকার করে চলাফেরা করো না। আল্লাহ কোনো আত্মঅহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (আল কুরআন, সূরা লুকমান, ৩১ : আয়াত-১৮)

www.pathagar.com

অন্যত্র আল্লাহ অহংকারীদেরকে লক্ষ্য করে আরো বলেন :

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনোই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : আয়াত-৩৭)

সুতরাং বক্তব্য পরিষ্কার, যে বদ কাজটি করা সম্পর্কে আমাদের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং নিষেধ করেছেন সেটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মানে আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বলবো, মেধা ভালো, স্মৃতি শক্তি প্রখর, হাতের লেখা চমৎকার, ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় গণ্য এসব কিছু ভেবে অহংকার করার চেষ্টা করো না। মনে রেখো, তোমাদের মেধা, তোমাদের স্মৃতি শক্তি, ভালো ফলাফল ইত্যাদি দাতা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে সামগ্রিক কল্যাণ। এর ব্যতয় ঘটলে লানত অবশ্যম্ভাবী। আজকে আমি মেধাবী, আমি ক্লাসের সেরা, স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় সেরা ছাত্র-ছাত্রী, আমাকে সবাই আদর করে, ভালোবাসে, তাই আমি যদি বিনয়ী ও নম্র হয়ে চলাফেরা না করি তাহলে এই মুহূর্তে যদি আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে যা দিয়েছেন, যার জন্যে সবাই আমাকে ভালোবাসে তা যদি নিয়ে যান, আমাকে কেউ কী ভালোবাসবে? আমি আমার জীবনে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে দেখেছি মেধার বিকৃতি ঘটে পাগল হয়ে যেতে। ফলে কেউ তাদেরকে মূল্যায়ন করে না, সম্মান করে না, ভালোবাসে না।

তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলবো, এমন মন্দ দিকটি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখবে। কখনোই অহংকার করবে না, অন্যদেরকে করতে দেখলে বুঝিয়ে বলবে। ক্লাসে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। সবার সাথে মিলে মিশে পড়ালেখা করবে। শিক্ষকদের আদেশ-নিষেধ কোনো রকম প্রশ্ন বা ইতস্তত ব্যতিরেকে মাথা পেতে নিবে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবে। তাহলেই সকলের দু'আয় মেধা আরো বৃদ্ধি পাবে, স্মরণ শক্তি বাড়বে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

১৪.৬. ধূমপানে অভ্যস্ত না হওয়া

ধূমপান মানে বিষপান। ধূমপান মানে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিণাম। পৃথিবীর বুকে এটিই একমাত্র পণ্য যার প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মানুষকে তা পান করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও একশ্রেণীর মানুষ অবাধে ধূমপানে আসক্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে ছাত্ররা এতে বেশি জড়িয়ে পড়ে– যা দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। মূলত ছাত্ররা ধূমপানের মতো এমন একটি বিষয়ে

www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়া শুধু ঐ ছাত্রের জন্য নয়, তাদের পরিবারের জন্য নয়, সমগ্র দেশবাসী এবং গোটা উম্মাহর জন্যই অশনি সংকেত। কেননা ধূমপান ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে হারাম হওয়ায় একদিকে যেমন তা আদর্শ বিরোধী, অন্যদিকে তা নিজ স্বাস্থ্য ও অন্যের স্বাস্থ্য বিরোধী। ধূমপায়ীরা ক্ষয়িষ্ণু স্টাইলে দিনের পর দিন আদর্শ বিরোধী, নৈতিকতা বিরোধী এবং মানবতা বিরোধী কাজ করতে করতে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ে, অকাল বয়সে মৃত্যু তাদের জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠে।

আর তাইতো ভালো ছাত্র মাত্রই ধূমপানের মতো এমন মন্দ একটি নেশা জাতীয় হারাম কাজে জড়াতে পারে না। বিশেষ করে যে জিনিসটি পান করার ব্যাপারে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড়, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ ক্রেতা-বিক্রেতা, উৎপাদনকারী ও ভোগকারী সকলেই এক বাক্যে সমকণ্ঠে দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করে থাকেন যে ধূমপান ভাল নয়, ধূমপান করলে অকাল মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হয়, নানা রোগ-শোকে কষ্ট পেতে হয়, এতে দুর্গন্ধে অন্যদেরও কষ্ট হয়, ফলে এমন একটি জিনিসের সাথে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ বলে খ্যাত, দেশ ও দশের সম্পদ বলে পরিগণিত, সকলের নয়নের মনি ছাত্ররা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবে তাতো স্বয়ং ছাত্রদের নিজেদের পক্ষ থেকেই হওয়ার কথা নয়। ছাত্ররা তাদের মান, তাদের স্থান এতটা নিচের দিকে ঠেলে দিবে তাতো আর যাই হোক ভালো ও মেধাবী ছাত্রদের কাজ হতে পারে না। আদর্শমুখি, আদর্শের অগ্রপথিক ছাত্ররা অন্তত এক্ষেত্রে নিজেদের জড়িয়ে আদর্শ বিমুখ হতে পারে না।

কাজেই কোন ছাত্র যদি না বুঝে এ ধরনের কোন কিছু পান করার দিকে এগুতেও থাকে সে যেন সে পথ থেকে ফিরে আসে, নিজের স্বকীয়তাবোধ বজায় রাখে সেজন্যই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এ লেখা। আশা ও দাবি ভালো ছাত্র মাত্রই ধূমপানের মতো এমন একটি হারাম দ্রব্যের সাথে জড়িয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও প্রিয়নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নীতি বিরোধী অবস্থানে যেতে পারে না। কারণ এ যে ভালো গুণের সাথে সাংঘর্ষিক। আর ভালো যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নীতি থেকেই উৎসারিত এ কথাতো চিরন্তন, চিরস্থায়ী, চিরদিনের জন্যই সত্য।

১৪.৭. অর্থ ও সম্পদের প্রতি ঝুঁকে না যাওয়া

ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র জীবন থাকা অবস্থায় অর্থ ও সম্পদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া ছাত্র জীবনকে ধ্বংস করে দেয়ারই নামান্তর। মূলত ছাত্র জীবনে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তাই বলে ছাত্র থাকা অবস্থায় অর্থ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়া ছাত্রত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করারই শামিল। কেননা পড়ালেখা এমন একটি জটিল কাজ যে এর পাশাপাশি অর্থ ও সম্পদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া, অর্থের পেছনে দৌড়ানো, শেয়ার

www.pathagar.com

ব্যবসা, অন্য কোন ব্যবসা, বিনা প্রয়োজনে শখের বশে চাকুরি করা, অন্য কোন কিছুতে জড়ানো, লাভ খুঁজে বেড়ানো ইত্যাদি কোনটিই ঠিক নয়। তাছাড়া অর্থ-সম্পদের প্রতি ঝুঁকে অনেকেই অন্যের হক হরণ করে থাকে। যা মানব সমাজে ঘৃনিত। হাদীস শরীফের বর্ণিত হয়েছে :

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরীকে শিং বিহীন বকরীর সামনে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হবে। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, হাদীস নং-৬৩৪৪, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১১, ই.ফা.)

এমনকি ছাত্র জীবনে পিতা বা বড় ভাইয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অবাধে যাতায়াত ও সময়ে সময়ে চেয়ারে বসে দায়িত্ব পালন যতক্ষণ সম্ভব না করতে চাওয়াই উত্তম। তবে পড়ালেখার ব্যয়ভার বহনে পিতা বা অভিভাবক যদি অপারগ হোন এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিচের শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে টিচিং দিতে পারে। এমন টিউশন করার ফলে মাসে যে টাকা আসে তাতে হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক যা দিতে পারে তার সাথে সংযুক্ত করে নিজেদের পড়ালেখা চলতে পারে। ফলে পিতা বা অভিভাবকের কষ্ট কিছুটা লাঘব হতে পারে।

কিন্তু লক্ষণীয় হলো কোনভাবেই টিউশন বেশি করবে না বা টিউশন করে টাকা পয়সা বিভিন্নভাবে বন্ধু-বান্ধবীর সাথে ঘোরাফেরা ও দামি দামি ড্রেস কিনে ব্যয় করবে না। এতে বেশি ঝুঁকে গেলে নিজের পড়ালেখায় আগ্রহ কমে যাবে। নিজেকে বাদ দিয়ে নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে যেতে হবে, যা হবে আত্মঘাতী বা নিজের ছাত্রত্বের বিপরীত। তাই পরামর্শ হলো একান্ত প্রয়োজনে টিউশন করা। আর করতে হলে যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু চাহিদা বা অভাব পূর্ণকরণে একজন বা বড়জোড় দু'জন ছাত্র পড়ানো। এর বেশি টিউশনে সম্পৃক্ত হওয়া নিজের পড়ালেখার অপমৃত্যু ঘটিয়ে অন্যের মাঝে আলো জ্বালানোর অপচেষ্টা হবে- যা সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

১৫. ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিজ আগ্রহেই জবাবদিহির মনোভাব গঠন

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিজ থেকেই নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করার মনোভাব জাগ্রত হতে হবে। সেই সাথে জীবনের শুরু থেকেই নিজেদের মাঝে নিজস্ব স্বকীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়চেতা ও শয়তানের শয়তানী থেকে নিজেদেরকে রক্ষায় পিতা-মাতার কাছে সর্বদা পেশ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। তবেই

www.pathagar.com

পিতা-মাতা প্রতিটি মুহূর্ত সেইফ গার্ড হিসেবে তাদের পাশে থেকে তাদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজন বুঝে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে– যা হবে ছাত্র-ছাত্রীদের একশতভাগ অনুকূলে বা কল্যাণকামী। তাছাড়া পিতা-মাতার চেয়ে আপনজন, পিতা-মাতার চেয়ে নিঃস্বার্থ কল্যাণকামী পৃথিবীর বুকে আর তো কেউ হতে পারে না। তাই নিজ থেকেই নিজের যাবতীয় দুর্বলতা বা তাদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে সবসময় জবাবদিহির চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া ভালো ছাত্র-ছাত্রীদেরই লক্ষণ।

১৫.১. অভিভাবককে পরীক্ষার ফলাফল জানানো ও মার্কশীট দেখানো

ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা শেষে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা থেকে দেয় ফলাফল ও পিতা-মাতাকে জানানো মার্কশীট বা নম্বরপত্র পিতা-মাতা বা অভিভাবকের হাতে তুলে দেয়া উত্তম। এতে পিতা-মাতা বা অভিভাবক ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্ বিষয়ে কী ধরনের নম্বর পেয়েছে, কেন কোন্ বিষয়ে কম পেয়েছে বা খারাপ করেছে? এ বিষয়ে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া দরকার তা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাবে। এরপর পড়ালেখা সংক্রান্ত নানা সাজেশন ও দিক-নির্দেশনা দিবে। বই ও নোট খাতা সংগ্রহ করে দেয়ার চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার প্রখরতা এবং পড়া শেষে স্মৃতি শক্তিতে যেন থাকে সেজন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে চোখের পানি ফেলে দু'আ করবে। যা হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একান্তই কল্যাণ কামনা।

কিন্তু তা না করে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি পরীক্ষার পর ফলাফল যেমনই হোক সেই ফলাফল সম্বলিত নম্বর পত্র বা তাদের মার্কশীট পিতা-মাতাকে রাগান্বিত মনোভাবের ভয়ে দেখাতে না চায় বা না দেখায়, তাহলে পিতা-মাতা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা সংক্রান্ত বর্তমান ঘাটতি ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং তাদের জন্য উপদেশ ও আল্লাহর কাছে দু'আর মাধ্যমে মেধা কামনা এটি তো করার চিন্তা তাদের মাথায় আসবে না। ফলে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ততো ছাত্র-ছাত্রীরাই হবে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলবো, তোমরা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করো না। পিতা-মাতা হয়তো তোমাদের পরীক্ষার মার্কশীট দেখে নানা প্রশ্ন করবে; জানতে চাইবে; অনুসন্ধান করবে; কেন তোমাদের ফলাফল আরো ভালো হলো না। (যদি ফলাফল খুব ভালো না হয়)। এতে কার কী ঘাটতি গবেষণা করবে। তারপর সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করবে কিভাবে হলে আরো ভালো হবে। কোথায় কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করবেন

www.pathagar.com

কিনা, করলে কোন্ কোন্ বিষয়ে করবেন ইত্যাদি। কাজেই সর্বশেষ লাভ তো তোমাদেরই হচ্ছে। তাই নিজ আগ্রহেই নিজেদেরকে পরীক্ষার ফলাফল ও নম্বরপত্র এনে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদেরকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। এতে তোমাদের জীবনই হবে সুন্দর ও সাফল্যময়।

১৫.২. বাসা বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে যাওয়া

ছাত্র-ছাত্রীরা কখনো বাসা বা ঘর থেকে বের হলে নিজ আগ্রহেই পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদেরকে বলে বের হবে। এতে নানাবিধ কল্যাণ রয়েছে। সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীরা যদি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় যাওয়ার সময় শহর অঞ্চলে তো পিতা-মাতা বা অভিভাবক কেউ সাথে যায়ই কিন্তু এ সময় ছাড়া যেমন প্রতিবেশি কারোর বাসায় যাওয়া, সহপাঠী কারোর কাছ থেকে বই বা শিক্ষা উপকরণ ধার আনতে যাঁওয়া, কোনো সহপাঠী এসেছে তাকে নিয়ে ছাদের উপর যাওয়া, বাসা থেকে বের হয়ে মাঠে যাওয়া, মাথার চুল কাটাতে যাওয়া, বিকেলে নাস্তা খেতে যাওয়া, কোনো কিছু কেনাকাটা করতে যাওয়া ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পিতা অফিসে থাকলে মাকে, আবার মাও অফিসে থাকলে বাসায় দাদা-দাদী, নানা-নানীসহ অন্যান্য যারাই থাকবে তাদের বলে যাওয়া উত্তম। এতে সবাই সতর্ক থাকার সুযোগ লাভ ও দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবে।

এবার ছাত্র-ছাত্রীদের হয়তো মনে হতে পারে এটা বেশি বেশি আশা করা। আমরা তো কাছেই যাচ্ছি এজন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে কেন? এটা বললেই হলো? এটা এমন কি? আমি জানি এ রকম অবশ্য ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা মনে করবে না, কিন্তু তারপরও শয়তানের প্ররোচনায় কোনো ছাত্র-ছাত্রী যদি এমনটি মনে করে ঠিক তাদের লক্ষ্য করেই বলছি :

মনে করো, বাসা থেকে বেরিয়ে কোথাও যাচ্ছো বা বাসায় ফিরে আসতেছ এ অবস্থায় আল্লাহ মাফ করুক, রিক্সাটি উল্টে গেলো, গাড়ির সাথে ধাক্কা খেলো অথবা অন্য যে গাড়িতে ছিলে তা ব্রেক ফেইল করলো, ছিনতাইকারী ধরলো, পকেটমার টাকা নিয়ে গেলো, আসার সময় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়লো রাস্তার পাশে কোনো প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরলো, রাস্তা বা মাঠের পাশে উঁচু নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইট, রড, পাথর ছুড়ে মাথায় পড়লো, রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা সন্ত্রাসী ও র‍্যাব-পুলিশের গোলাগুলির মাঝখানে পড়লে, শ্রমিক অসন্তোষের হাঙ্গামা ও ভাঙচুরের মাঝখানে পড়লে, হঠাৎ রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লে এভাবে অনেক দুর্ঘটনা বা শঙ্কাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে। তাই এ

www.pathagar.com

সকল পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও কম কষ্টের মধ্যদিয়ে মোকাবেলা করতে পিতা-মাতা যদি জানে যে তুমি বা তোমরা কোথায় গিয়েছ কতক্ষণের মধ্যে আসবে তাহলে তারা সেই সময় অতিবাহিত হলেই সতর্ক হবে, পদক্ষেপ নিবে, তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে না বলে বাসা বা ঘর থেকে বের হওয়ার প্রবণতা বা মনোভাব দূর করতে হবে।

১৫.৩. পড়ালেখায় ভালো করার ব্যাপারে অভিভাবককে আশ্বস্ত করা

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পর যদি পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হয়, তাহলে অভিভাবকের দিক-নির্দেশনা, প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহচর্য গ্রহণ ও নিজেদের চেষ্টা ও চর্চা বৃদ্ধি করে পরবর্তীতে পরীক্ষায় ভালো করবে এমন আশ্বাস অভিভাবককে দেয়ার চেষ্টা করবে। অভিভাবকের কাছে দু'আ কামনা করবে। নিজেদের মাঝে পড়ালেখার স্পিরিট বৃদ্ধি করবে। কোথায় কোন্ ধরনের ঘাটতি আছে তা দূর করে আগামী পরীক্ষায় আরো ভালো ফলাফল অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। এতে অভিভাবকের মনে যেমন আনন্দ আসবে; অভিভাবক যেমন গৌরববোধ করবে; তেমনি তোমরাও হবে সুফল ভোগকারী। কাজেই নিজেদের সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের জন্যে নিজেরাই এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করা উচিত।

১৬. ছাত্র-ছাত্রীদের স্বদেশ ও জন্মভূমিকে ভালোবাসায় আত্মনিয়োগ

স্বদেশ বা জন্মভূমি সবার কাছেই সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে খাঁটি। তাইতো অনেক রক্ত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে এক অনবদ্য ছবি। আর এই দেশের সীমানায় মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন বলে আমরা সেই মহান স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করি। শ্রদ্ধায় স্মরণ এবং সশ্রদ্ধ সালাম পেশ করি এ দেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ অন্যান্য সকল আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের প্রতি, যারা শহীদ হয়েছে তাদের মাগরিফাতের জন্য দু'আ, যারা আহত হয়েছে তাদের প্রতি সমবেদনা এবং একবিংশ শতাব্দীর আজ পর্যন্ত যারা বেঁচে আছে তাদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুখময়-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। সেই সাথে আমাদের ভাষা বাংলা, আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ, জাতিতে আমরা বাংলাদেশী– এ তিনের সম্মিলনে আমরা সবাই গৌরবান্বিত; গৌরবময় জাতি।

তাইতো অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষাসহ অগণিত মা-বোনদের ইজ্জত-সম্ভ্রম আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত লাল সবুজের এ বাংলাদেশকে আমাদের ছাত্র-

www.pathagar.com

ছাত্রীরা প্রাণাধিক ভালোবাসবে, এর প্রতিটি ইঞ্চি মাটি সংরক্ষণে সবাই আত্মনিয়োগ করবে এমনটি আজ তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা।

১৬.১. জন্মভূমির পতাকাকে উচ্চাসনে তুলে ধরতে নিজেদেরকে যোগ্যতম করে গঠন

জননী আর জন্মভূমি সকলের কাছেই পবিত্র, সকলের জীবনের চেয়েও মূল্যবান, বিকল্পহীন। এ জন্মভূমির ধুলো-বালি, আলো-বাতাস গায়ে মেখে দিনের পর দিন নবজাতক শিশুরা বেড়ে উঠে। তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা। এভাবে একদিন উচ্চশিক্ষিত হয়ে এ ছাত্র-ছাত্রীরাই বয়ে আনবে এ জন্মভূমির সম্মান, বহির্বিশ্বের সর্বত্র তুলে ধরবে এ রাষ্ট্রের পতাকা, এগিয়ে চলবে দৃপ্ত শপথে। আর এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে মেধাবীরা তথা ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা।

পক্ষান্তরে যারা ভালো ছাত্র-ছাত্রীতে পরিণত হতে সক্ষম হবে না তাদের দ্বারা রাষ্ট্রের সুনাম যেমন হবে প্রশ্নবিদ্ধ তেমনি সকল উন্নয়ন কার্যক্রম হবে স্থবির। তাইতো আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জন করার পাশাপাশি ভালোভাবে পড়ালেখা করবে, ভালো ফলাফল অর্জন করে অভিষ্ট লক্ষ্যের পানে ছুটে চলবে, যোগ্যতম চেয়ারে বসে জন্মভূমির পতাকাকে বহন করে দেশ-বিদেশে ছুটে চলবে, জন্মভূমি বাংলাদেশের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিবে, বিশ্ববাসীর কল্যাণে প্রতিনিধিত্ব করবে এমন প্রত্যাশা সবাকার।

১৬.২. স্বদেশের সম্পদ-সংরক্ষণে সোচ্চার হওয়া

স্বদেশ মানে নিজের দেশ, স্বদেশের সম্পদ মানে নিজের দেশের সম্পদ। এবার এ সম্পদ সংরক্ষণে নিজেরা সোচ্চার হওয়া এতো স্বাভাবিক। অধিকন্তু ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্বদেশের সম্পদ সংরক্ষণে দায়িত্বশীল আচরণ প্রাপ্তিই সকলের দাবি। কেননা আজকে যারা ছাত্র-ছাত্রী কাল তারাই হবে দেশ গঠনে নেতৃত্বদানকারী, দেশের কল্যাণে নিবেদিত কর্মী। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীরা যদি নিজেদেরকে সত্যিকার ভালো মানুষ হিসেবে গঠন করতে প্রস্তুত না হয়, ভালোভাবে পড়ালেখা করে ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে যোগ্যতম করে গড়ে তুলতে সক্ষম না হয় তাহলে দেশ ও দশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি যে স্থবির হতে বাধ্য। এতে সামগ্রিক কল্যাণ হয়ে পড়বে স্তিমিত।

সুতরাং ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের যেমনি করে পড়ালেখার প্রতি হতে হবে সচেতন ও যত্নশীল তেমনি দেশ ও নিজের দেশের সম্পদ সংরক্ষণে হতে হবে সোচ্চার। আর এমনটি দেশবাসী ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই প্রত্যাশা করে থাকে।

www.pathagar.com

১৬.৩. প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে যারা ভূমিকা রেখেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দু'আ করা

একটি দেশ, একটি ঠিকানা, বিশ্বের মানচিত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমানা অঙ্কন এর চেয়ে গৌরবের বস্তু পৃথিবীর বুকে আর কিছু হয় না। এখানেই শেষ নয়, পরাধীনতার গ্লানি মুছে এ অঞ্চলের জাতি সত্তাকে পৃথক একটি মানচিত্রের আওতাধীন করে স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের নামে পরিচিত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেয়া যে পৃথিবীর বুকে উত্তম কাজ করার শামিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাইতো প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, যারা যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন এবং যারা বেঁচে আছেন তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ এবং যারা একবিংশ শতাব্দীর এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি আজ আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো দু'হাত তোলে মহান স্রষ্টার দরবারে তাদের জান্নাত কামনা করা। পাশাপাশি আমরা যারা এখনো বেঁচে আছি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এ স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডের স্বাধীনতা খর্ব হয় এমন কোনো কাজ করা থেকে মুক্ত থাকা। প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার যোগ্যতা অর্জনে ভালোভাবে পড়ালেখা করে এগিয়ে চলা।

১৭. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শকে রোল মডেল ধরে নিজেদের গঠন

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এ ধরায় যত মহামানব পদার্পণ করেছেন মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষী, তাঁদের সকলেরই জীবনাদর্শ কোনো বিশেষ দিকের, বিশেষ বিভাগের, বিশেষ শ্রেণী বা গোত্রের, বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর বা বিশেষ সময়ের বন্ধনে সীমাবদ্ধ। তাইতো যুগে-যুগে কারোর আদর্শ সে গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও পরবর্তীতে অন্য জাতি গোষ্ঠীর কাছে তা হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে তাদের মনগড়া নীতি-আদর্শ তাদের নিজস্ব সত্তা বা গৌরবের বস্তুতে পরিণত হয়ে তাদেরকেই করেছে অগ্রহণীয়। তাছাড়া বিশ্বের সকল সমস্যা চিহ্নিত করে তার সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা প্রদানসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির সকল জীবন জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার মতো সাহস আজ পর্যন্ত কোনো নেতা বা নেত্রী দূরে থাক মহান স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবী রাসূল ও মানব জাতির সামনে পেশ করতে সক্ষম হননি।

তাইতো একবিংশ শতাব্দীর এ অশান্ত ও সমস্যা সংকুল বিশ্ববাসীকে শান্ত করতে, পৃথিবীর বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সৃষ্টির জন্য একমাত্র অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা হলো :

"তোমাদের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, ৩৩ : আয়াত-২১)

মূলত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো শ্রুতিমধুর কথামালা নয়। লোক দেখানো বা প্রচার সর্বস্ব কোনো নীতি বা আচার-আচরণের নাম নয়। তাঁর গোটা জীবন ও জীবনের সবকিছু আদর্শ, নবুয়তী জীবনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ ছোট থেকে বড়, ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ কাটা, গায়ের বস্ত্র থেকে পায়ের জুতা, পরিবার থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই একই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর বুকে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর অন্য কোনো মহামানব এমন নেই যার জীবনের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি মুহূর্ত এককথায় জীবনের সবকিছু সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাইতো এ পৃথিবীর বুকে যে কেউ যত আদর্শের ধারক-বাহকই হোক না কেন সকল ব্যক্তির আদর্শই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের পরিস্ফুটন, সকলেই ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ-অনুকরণ করে, আর এমনটি করা আল্লাহ তা'আলার আদেশও বটে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ পৃথিবীর স্রষ্টা, আমাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। আর নবী ও রাসূল মহান স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত সকল মানুষের জন্য একজন আদর্শ শিক্ষক শ্রেষ্ঠতম আদর্শ; সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আমি (আল্লাহ) তো আপনাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) বিশ্ব

www.pathagar.com

জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (আল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : আয়াত-১০৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সার্বজনীন রাসূল হিসেবে ঘোষণা করে বলেন :

"বলুন, হে মানব জাতি! আমি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান আনেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো যাতে তোমরা সুপথ পাও।" (আল কুরআন, সূরা আল আরাফ, ০৭ : আয়াত-৫৮)

"এবং আমি তো আপনাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (আল কুরআন, সূরা সাবা, ৩৪ : আয়াত-২৮)

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী এবং মহান শিক্ষক ও আল্লাহর অনুগ্রহ ঘোষণা দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন :

"কত মহান তিনি (আল্লাহ) যিনি তাঁর বান্দার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" (আল কুরআন, সূরা ফুরকান, ২৫ : আয়াত-০১)

"তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেরণ করে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন, যিনি তাঁর (আল্লাহর) আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : আয়াত-১৬৪)

আর এ জন্যেই স্রষ্টা হিসেবে মহান আল্লাহ পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করার প্রতি তাকিদ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন :

"যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করল, সে

www.pathagar.com

আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (আল কুরআন, সূরা আন নিসা, ০৪ : আয়াত-০৮)

এবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করতে হলে অবশ্যই তাকে জানতে হবে। সেই সাথে প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা বলো, যে নবী ও রাসূল সম্পর্কে মহান সৃষ্টিকর্তা নিজেই স্বয়ং উল্লিখিত নির্দেশ প্রদান করেছেন সেই নবী ও রাসূল-এর জীবনাদর্শ ব্যতিরেকে আর কারোর জীবনাদর্শ কী আজ এবং আগামীর সবার জন্য রোল মডেল হতে পারে?

তাই বলছি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, বিশ্ব নেতা, বিশ্বের সবার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই হতে পারেন আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ। আর এ জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শকে রোল মডেল ধরে আমাদের গঠনের লক্ষ্যে যেন কোনো দ্বিধাসংকোচ না আসে তাই সর্বস্তরের মানবতার কল্যাণে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কয়েকটি বিশেষ দিক এখানে উপস্থাপন করা হলো :

১৭.১. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশ্বের মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোজ সোমবার, রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখে মক্কার কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যে বংশ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলতেন : মহান আল্লাহ ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের থেকে 'কিনানা'-কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কিনানা-র বংশ থেকে, 'কুরায়শ'-কে বাছাই করে নিয়েছেন। আর কুরায়শ বংশ থেকে বনূ হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : ফযীলত, হাদীস নং-৫৭৩৯, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯৫, ই.ফা; তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : মানাকিব, হাদীস নং-৩৬০৬, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩৮, ই.ফা)

তারপর অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

আব্বাস (রা.) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলেন। (তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল) তিনি যেন (অনভিপ্রেত) কিছু শুনে এসেছেন। তখন নবী (সা.) মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : আমি কে?

সাহাবীগণ বললেন : আপনি তো আল্লাহর রাসূল। সালাম আপনার উপর।

তিনি বললেন : আমি হলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ তা'আলা সব মাখলূক পয়দা করে আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তমের মাঝে। এরপর তাদের দুই ভাগ করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম

www.pathagar.com

অংশে। এরপর তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করে আমাকে পয়দা করেছেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপর বানালেন বিভিন্ন গৃহ পরিবেশ আর আমাকে পয়দা করেছেন তাদের সর্বোত্তম গৃহ পরিবেশে এবং করেছেন আমাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : মানাকিব, হাদীস নং-৩৬০৮, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩৯, ই.ফা)

অন্যত্র আরো বর্ণিত হয়েছে :

ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবী বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি (ঘর থেকে) বের হয়ে তাদের কাছাকাছি যখন হলেন, শুনলেন তারা পরস্পর আলোচনা করছে। তিনি তাদের কথাবার্তাও শুনতে পেলেন। তাদের কেউ কেউ বলছিল : কি আশ্চর্য! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে একজনকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন! ইবরাহীম (আ.)-কে তিনি তার খলীফা (অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে) গ্রহণ করেছেন।

অপর একজন বলল : মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কালাম করা অপেক্ষা এটা আশ্চর্যের নয়। আল্লাহ্ তো মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বিশেষ কালাম করেছেন।

অন্য একজন বলল : ঈসা (আ.) তো আল্লাহর কালিমা ও তার (প্রদত্ত) রূহ।

আরেকজন বলল : আদম (আ.)-কে তো আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সমক্ষে বের হয়ে এলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। পরে বললেন : আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং বিস্ময়ের কথা শুনেছি। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্র খালীল অবশ্যই তিনি এই, মুসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে আলাপ করেছেন কথা ঠিক, ঈসা (আ.) আল্লাহ্র রূহ ও তার কালিমা, তিনি তাই, আদম (আ.) আল্লাহ্র মনোনীত, তিনি ঠিক তা-ই। তবে তোমরা শুনে রাখ, আমি হলাম হাবীবুল্লাহ্– আল্লাহ্র হাবীব, এ কোন অহংকার নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রশংসার পতাকা বহনকারী, এ কোন অহংকার নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে, এ কোন অহংকার নয়। জান্নাতের আংটাসমূহ আমিই প্রথম পরাব। আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার জন্য খুলে দিবেন এবং আমাকে সেখানে প্রবেশ করাবেন। দরিদ্র মু'মিনরা আমার সঙ্গে থাকবে তখন, এ কোন অহংকার নয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবার তুলনায় আমি সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী, এ কোন অহংকার নয়। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : মানাকিব, হাদীস নং-৩৬১৬, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৪৩, ই.ফা)

www.pathagar.com

১৭.২. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাচনভঙ্গি বা কথাবার্তা

আনাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রয়োজনে কোনো কথা তিনবার বলতেন যাতে (শ্রোতারা) ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪১৭২, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৮২, ই.ফা.)

হাসান ইবনে 'আলী (রা.) বলেন : আমি (আমার) মামা হিন্দ ইবনে আবূ হালা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র বিশেষজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাচনভঙ্গি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা আখিরাতে উম্মতের নাজাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এই কারণে তাঁর কোনো স্বস্তি ছিলো না। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি আগাগোড়া স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। তিনি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যালাপ করতেন। তাঁর কথা ছিলো একটি থেকে অপরটি পৃথক। তাঁর কথাবার্তা একেবারে বিস্তারিত ছিলো না কিংবা সংক্ষিপ্তও ছিলো না। অর্থাৎ তাঁর কথার মর্মার্থ অনুধাবনে কোনো প্রকার অসুবিধা হতো না। তাঁর কথায় কঠোরতার ছাপ ছিলো না। আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবও থাকতো না। আল্লাহর নিয়ামত যত সামান্যই হতো তাকে তিনি অনেক বড় মনে করতেন। তিনি তার কোনো দোষত্রুটি খুঁজতেন না। তিনি অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রীর ত্রুটি খতিয়ে দেখতেন না এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব কোনো বিষয় বা কাজের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতেন না এবং তার জন্য আপেক্ষও করতেন না। অবশ্য কেউ ধর্মীয় কোনো বিষয়ে সীমালংঘন করলে তখন তাঁর গোস্বার সীমা থাকতো না। এমনকি তখন কেউ তাঁকে বশে রাখতে পারতো না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কারণে ক্রোধান্বিত হতেন না এবং এ জন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না। কোনো বিষয়ের প্রতি ইশারা করলে সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলে হাত উল্টাতেন। যখন কথাবার্তা বলতেন তখন ডান হাতের তালুতে বাম হাতের আঙ্গুলের অভ্যন্তরীণ ভাগ দ্বারা আঘাত করতেন। কারোর প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং অমনোযোগী হতেন। যখন তিনি আনন্দে-উৎফুল্ল হতেন তখন তাঁর চোখের কিনারা নিম্নগামী করতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি স্মিত হাসতেন। তখন তাঁর পবিত্র দন্তরাজি বরফের ন্যায় সাদা উজ্জ্বলরূপে শোভা পেতো। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪১৭৩, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৮২-৩, ই.ফা.)

১৭.৩. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আচার-আচরণ

আনাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ভোরের সালাত আদায় করতেন তখন মদীনার খাদিমরা তাদের পাত্রে করে পানি নিয়ে আসত। তাঁর কাছে কোনো

www.pathagar.com

পাত্র আনা হলে তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। আর শীতের দিনেও কখনো কখনো তিনি হাত ডুবিয়ে দিতেন। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : ফযীলত, হাদীস নং-৫৮৩৫, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩০, ই.ফা.)

খারাপ কাজ থেকে রাসূল (সা.)-এর দূরে থাকা : 'আয়িশা (রা.) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দু'টো বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি না তা দোষের হতো। আর যদি তা দূষণীয় হতো, তবে তিনি তা থেকে সকলের চাইতে দূরে থাকতেন। নিজের জন্য তিনি কোনো দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হলে (প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন)। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : ফযীলত, হাদীস নং-৫৮৩৮, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩১, ই.ফা.)

নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা এবং আল্লাহ্‌র মর্যাদা হানিকর ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করা : আয়িশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিজ হাতে কোনো দিন কাউকে মারেনি, কোনো স্ত্রীলোককেও না, খাদিমকেও না, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ছাড়া। আর যে তাঁর ক্ষতি করেছে, তার থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র মর্যাদা হানিকার কোনো কিছু করলে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : ফযীলত, হাদীস নং-৫৮৪২, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩২, ই.ফা.)

১৭.৪. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যখন তরুণ, তিনি যখন নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি হননি ঠিক তার পূর্বেই তিনি মানবতার কল্যাণের তাকিদ অনুভব করে তৎকালীন আরবে সকল শ্রেণী গোষ্ঠীর কল্যাণে ৫৮৯-৯০ হিলফুল ফুযুল নামে একটি সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার মূলনীতি ছিলো :

০১. নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করা;

০২. অত্যচারীকে প্রাণপণে বাধা প্রদান করা;

০৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা;

০৪. দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে;

০৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করা।

পৃথিবীর বুকে মাত্র ১৯-২০ বছর বয়সে এমন মানবতাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা সত্যিই এক আদর্শিক চেতনাবোধের সৃষ্টি করে– যা একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

(সা.)-এর জীবনেই সম্ভব হয়েছিল। আর এজন্যেই তাকে রোল মডেল হিসেবে আজকের তরুণরাও অনুকরণ-অনুসরণ করতে পারে। আর এজন্যই বলা যায়, মানবতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ এমন মানুষই হতে পারেন সবার জন্য আদর্শ।

১৭.৫. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা

মালিক (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো 'যাফাফ' ব্যতীত তৃপ্তি সহকারে রুটি এবং গোশত ভক্ষণ করেননি। মালিক ইবনে দীনার (রা.) বলেন : আমি এক বেদুঈনের নিকট 'যাফাফ' অর্থ জিজ্ঞাসা করি। সে বলল, মানুষের সাথে একত্রে পানাহার করা। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪০২৬, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩৯, ই.ফা.)

আব্বাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর পরিবারবর্গ একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন যে, তাঁরা আহার্য বস্তু কিছু পেতেন না। আর অধিকাংশ সময় তাঁদের খাবার হতো যবের রুটি (অর্থাৎ ধারাবাহিক যবের রুটিরও সংস্থান হতো না। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪০৯৫, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫৮, ই.ফা.)

১৭.৬. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইবাদত

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এতে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আপনি এরূপ (কষ্ট সহ্য) করছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন : আমি কি শোকর গুযার বান্দা হবো না? (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪২০৭, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৯৮, ই.ফা.)

'আয়িশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) রাত্রে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, যার মধ্যে এক রাক'আত হতো বিত্‌র। সালাত শেষে তিনি ডান কাতে আরাম করতেন। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪২১৬, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০২, ই.ফা.)

'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন : আমি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে নবী (সা.)-এর সালাত (নফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি (নবী সা.) যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, এশার পরে দুই রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪২২৮, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০৬, ই.ফা.)

www.pathagar.com

ইয়াযীদ আর শিরক (রা.) বলেন : আমি মু'আযা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কি চাশতের সালাত আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ চাহেতো কখনো কখনো বেশিও পড়তেন। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪২৩০, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫০৭, ই.ফা.)

১৭.৭. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্ব

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শের কারণে যারাই তাঁর কাছে এসেছেন তাঁরাই তাঁর নেতৃত্ব জীবন বাজি রেখে মেনে নিয়েছেন। যার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখি বদরের যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মানুষকে নিয়ে তিনি প্রায় এক হাজার অস্ত্রশস্ত্র সম্বলিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধাদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেদিন বদরের প্রান্তরে সেই যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্ব এই কম সংখ্যক মানুষ জয়ী হয়েছিলেন। আর এভাবে একে একে ২৩টি যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ ও ৪৩টি যুদ্ধে তিনি পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অবশ্য এ কথাও সত্য, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্বময় নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরও অনেক লোক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর অনেক আঘাত করেছে কিন্তু তিনি পাল্টা আঘাত করেননি। বরং তাদের কল্যাণে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন। তবে রাষ্ট্র ও জনগণ এবং দ্বীনের আদর্শের উপর আঘাত আসলে তিনি তা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শক্ত হাতে প্রতিহত করেছেন। তিনি দৃঢ় প্রতিবাদ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। গোটা পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সরিষা পরিমাণ নমনীয় হোননি। তিনি জীবন বাজি রেখে পৃথিবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১৭.৮. হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্বের প্রথম সংবিধান প্রণেতা

বিশ্বের বুকে সর্বস্তরের মানব জাতির কল্যাণে সকলের হক বা অধিকার সংরক্ষণে ৬২৩ সালে মদীনা রাষ্ট্রে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্বের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করেন। এতে মোট ৪৭টি ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

এ সংবিধানের মাধ্যমেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তৎকালীন মদীনায় বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে ঐক্য গড়ে একটি কল্যাণময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে মজলুম হতে মজুদদার, শোষক থেকে শোষিত সকলের হক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সমভাবে। যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে বিরল। সেই সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আর কোনো রাষ্ট্র এমন পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সংবিধান রচনা

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হয়নি। বরং যা রচিত হচ্ছে তাও সময়ের দাবিতে মানবতার কল্যাণের কথা বলে বার বার পরিবর্তন করা হচ্ছে।

১৭.৯. হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রাষ্ট্র প্রধান হয়েও দরিদ্রদের ন্যায় জীবন যাপন

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান, ক্ষমতা, সম্পদ ও পতিপত্তির কোনো অভাব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরিবার পরিজনদের জন্য কোনো সম্পদ গ্রহণ করেননি। নিজের সুখের কথা চিন্তা করেননি। আজকের যুগের রাষ্ট্র প্রধানদের ন্যায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ করেননি। তিনি সবসময় অতি দরিদ্রদের ন্যায় জীবন যাপন করেছেন। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের কল্যাণে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত করেছেন– যার দৃষ্টান্ত বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বুকে বিরল।

১৭.১০. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পররাষ্ট্র নীতি

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার পর বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের কাছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ও বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয় বিধান আল কুরআন মেনে চলার জন্য দাওয়াত পত্র দিয়ে চিঠি লিখে পাঠান। তিনি একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও বিশ্বের তৎকালীন শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে ইসলামের পতাকাতলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং সে রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার বিরোধিতা যেন না করে সেজন্য ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নতজানু পররাষ্ট্র নীতির বিপক্ষে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। যে দৃষ্টান্ত আজকের পৃথিবীতে শুধু বিরলই নয়, সেই যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও এমন শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে পারে এমন রাষ্ট্রপ্রধান আর দেখা যায়নি।

১৭.১১. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বীরত্ব

আনাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল মানুষের মধ্যে অতি সুন্দর, অতি দানশীল এবং শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। কোনো এক রাতে মদীনাবাসী ঘাবড়িয়ে পড়েছিল। যেদিক থেকে শব্দ আসছিল, লোকেরা সেদিকে ছুটে চলল। পথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয় ও তখন তিনি ফিরে আসছিলেন। কারণ শব্দের দিকে প্রথম তিনিই ছুটে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আবূ তালহা (রা.)-এর জিনবিহীন ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। তার কাঁধে তরবারি ছিলো। তিনি বলছিলেন : তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না। তিনি আরো বললেন : আমি এ ঘোড়াকে পেয়েছি সমুদ্রের মতো অথবা বললেন, এ তো সমুদ্র। ইতোপূর্বে এ ঘোড়ার গতি ছিলো ধীর। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : ফযীলত, হাদীস নং-৫৮০১, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৮-১৯, ই.ফা.)

www.pathagar.com

১৭.১২. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ক্ষমা

পৃথিবীর বুকে বিজয়ী হয়ে বিজিতদের ক্ষমা করার এমন মহৎ দৃষ্টান্ত একমাত্র তিনিই পেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তৎকালীন মক্কাবাসীর সাথে যা আচরণ করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। বিজিতদের ক্ষমার মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞ রাষ্ট্র নায়কের পরিচয় দিয়েছেন, এতে যে তার মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, এতে যে তিনি স্বয়ং আল্লাহর একজন প্রিয় মানুষ তা ফুটে উঠেছে, তাতে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.)-এর বীরত্ব ফুটে উঠেছে, তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর শাসক ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন ক্ষমার নজীর কেউ স্থাপন করতে পেরেছে কিনা তা সকলেরই জানা। কাজেই আজকে যাদেরকে কেউ কেউ রোল মডেল হিসেবে মনে করতে চায়, কেউ কেউ রোল মডেল হিসেবে ধরে নিয়ে নিজেদের গঠন করতে চায় তাদের প্রতি আহ্বান হলো, একটু চিন্তা করো, আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূলের চরিতাদর্শের কাছাকাছিও তাদের অবস্থান আছে কিনা বা ছিলো কিনা? তাছাড়া তাদের চরিত্রের কিছু দিক হয়তো তোমাদের ভালো লাগছে, তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে এ নীতিটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, প্রশংসার দাবি রাখে, এ নীতির জন্যে তাকে অনুসরণ-অনুকরণ করা যায়। কিন্তু বলো আমাদের বিশ্ব নেতা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কোনো নীতিটি তোমাদের কাছে খারাপ লেগেছে! আছে কী এমন কোনো নীতি, পাবে কী খুঁজে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও! এমনকি কাফিরদের মুখেও কি এমন কোনো মন্দ দিক শুনতেও পাও! না কখনোই পৃথিবীর বুকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ব্যাপারে কোনো মন্দ দিক বা মন্দ কথা খুঁজে পাবে না, পেতে পারো না। সুতরাং এমন যে নীতিবান ও আদর্শবান মানুষ, যার জীবনে বিন্দু পরিমাণ মন্দ দিক নেই, যিনি জীবনের ৬৩ বছরের প্রতিটি মুহূর্ত মানবতার কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন সেই মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীকেই রোল মডেল ধরে নিজেদের গঠন করতে চেষ্টা করো। তা না হলে মনে রেখো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর প্রস্তুতি যে তোমাদের নিতেই হবে; তোমাদের যে সেখানে দাঁড়াতেই হবে এ কথাটিও মাথায় রাখবে।

১৭.১৩. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিত্র মাধুর্য

'আয়িশা (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো প্রকার অশোভনীয় কথা বলতেন না। বাজারেও তিনি উচ্চৈস্বরে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিকার মন্দ দ্বারা করতেন না; বরং মাফ করে দিতেন। কখনো তা

www.pathagar.com

আলোচনাও করতেন না। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪২৮৮, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫২৯, ই.ফা.)

হাসান ইবনে 'আলী (রা.) বলেন : হুসায়ন ইবনে আলী বলেছেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসি চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সদাহাস্যকারী ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি রূঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তিনি উচ্চৈস্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না এবং বখীল ছিলেন না। তিনি অশ্রাব্য কথা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি যেমন কাউকে নিরাশ করতেন না, তেমনি কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি দূরে থাকতেন : ঝগড়া বিবাদ করা, অহংকার করা এবং অযথা কথাবার্তা বলা। তিনটি কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতেন : কাউকে নিন্দাবাদ করতেন না, কাউকে অপবাদ দিতেন না, কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করতেন না। যে কথায় সাওয়াব হয়, তাছাড়া অন্য কোনো কথা বলতেন না। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন যে, তাদের মাথায় যেন পাখি বসে আছে। তিনি কথা বলা শেষ করলে অন্যান্যরা তাঁকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে পারত। তাঁর কথায় কেউ বাদানুবাদ করতেন না। কেউ কোনো কথা বলা শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কেউ কোনো কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত ব্যক্তির রূঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। অযথা প্রশ্ন বা বেয়াদবিতেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। কখনো কখনো সাহাবীরা অপরিচিত লোক নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, কারো কোনো প্রয়োজন দেখলে তা সমাধা করতে তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে থাকতেন। কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা বলা আরম্ভ করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিতেন অথবা মজলিস থেকে উঠে যেতেন, যাতে বক্তা নিজেই চুপ হয়ে যায়। (আল হাদীস, তিরমিযী শরীফ, অধ্যায় : শামাইল, হাদীস নং-৪২৯২, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৩০, ই.ফা.)

১৭.১৪. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ : ৯ যিলহজ্জ, ১০ হিজরি

৯ যিলহজ্জ, ১০ হিজরি। আরাফাতের ময়দানে প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার জনতা সমবেত। মহানবী (সা.) জনতার সামনে দাঁড়ালেন। ভাবগম্ভীর

www.pathagar.com

আবেগাপ্লুত জনতা। তাঁরা শুনতে চায় মহানবী (সা.) আজ কি বলবেন! এই সমাবেশ মুসলিমদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। এর আগে এত মুসলিম এক সাথে সমবেত হয়নি। তাই এত বড় সমাবেশে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন মহানবী (সা.) তা শুনার জন্য সবাই আগ্রহী, সবাই উদগ্রীব। মহানবী (সা.) প্রথমেই আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেন। মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তারপর তাঁর অভিভাষণ পেশ করেন।[৪]

"হে লোক সকল! আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কেননা, এ বছরের পর আমি তোমাদের মধ্যে এখানে মিলিত হতে পারবো কিনা জানি না।.....

❖ শোন! মূর্খতা যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং সকল প্রকার অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হয়ে গেলো।

❖ আজকের এই পবিত্র হজ্জের দিন যেমন মহান, এই মাস, এই নগরী যেমন পবিত্র তোমাদের প্রাণ, সম্পদ, সম্ভ্রমও তেমনি মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়। স্মরণ রেখো, তোমাদের একদিন আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে এবং তিনি সেখানে তোমাদের কাজের হিসাব নিবেন।

❖ হে জনমণ্ডলী! নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে পুরুষের উপরও নারীর সে রূপ অধিকার আছে। দয়া ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আচরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহর জমিনে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তারা তোমাদের জন্য বৈধ হয়েছে।

❖ আর তোমাদের দাস-দাসী! সাবধান এদের উপর নির্যাতন করো না, রূঢ় আচরণ করো না। মনে রাখবে, তোমরা যা খাবে এদেরকে তা খেতে দিবে, তোমরা যা পরবে এদেরকেও তা পরতে দেবে। মনে রেখো, এরাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদের মতোই মানুষ।

❖ সুদ অবৈধ ঘোষিত হলো। মূর্খতা যুগের সমস্ত সুদ রহিত করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমার চাচা আব্বাসের প্রাপ্য সমস্ত সুদ রহিত ঘোষণা করছি।

❖ জেনে রাখো, একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেয়া যায় না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে, পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না। আজ থেকে জাহেলিয়াত যুগের অনুশীলিত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ নিষিদ্ধ হলো।

---

৪. ভাষণটি একই সঙ্গে ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া দুষ্কর। হাদীস গ্রন্থ, বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ, ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে ভাষণটি এখানে যতটুকু সম্ভব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। গ্রন্থনার ক্ষেত্রে প্রণীত ও বিন্যাসগত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

www.pathagar.com

আজ থেকে আমার নিজ বংশের ইবনে রাবিয়া ইবনে হারিসের রক্তের দাবি রহিত করলাম।

❖ জেনে রাখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিম ভাই-ভাই। আর সকল মুসলিম নিয়ে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ সমাজ। তোমার ভাই ইচ্ছাপূর্বক কোনো জিনিস না দিলে তা গ্রহণ করবে না, জোর করে কোনো কিছু নিতে পারবে না।

❖ সাবধান! তোমরা যেন আমার পরে পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না। পরস্পর রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না।

❖ সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে, শিরক করো না, চুরি করো না, মিথ্যা বলো না, ব্যভিচার করো না। সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত থাকবে। পবিত্রভাবে জীবন যাপন করবে।

❖ হে লোক সকল! শয়তান নিরাশ হয়েছে যে, সে আর কখনও তোমাদের দেশে পূজা পাবে না। কিন্তু সাবধান, অনেক বিষয়কে তোমরা ক্ষুদ্র বলে মনে করে থাকো, অথচ শয়তান এ সবের মাধ্যমেই অনেক সময় তোমাদের সর্বনাশ করে থাকে, এগুলো সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকবে।

❖ সাবধান! ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। এই বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

❖ হে মুসলিম! নেতার আদেশ অমান্য করো না। যদি নাক কাটা হাবশী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করা হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করে তাহলে তার আদেশ মেনে চলবে।

❖ বংশের গৌরব করো না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয় তার উপর নেমে আসে আল্লাহর অভিশাপ।

❖ তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং আমি যা নির্দেশ দিয়েছি তা পালন করবে। এর দ্বারা তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

❖ হে আমার উম্মতগণ! আমি যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো তাহলে তোমাদের পতন হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।

❖ হে লোক সকল! স্মরণ রেখো, তোমাদের আল্লাহ এক, তোমাদের পিতাও এক! হুঁশিয়ার! কোনো আরবের উপর কোনো অনারবের যেমন প্রাধান্য নেই,

www.pathagar.com

তেমনি অনারবের উপরও আরবের প্রাধান্য নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর যেমন কৃষ্ণাঙ্গের প্রাধান্য নেই, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গের উপরও শ্বেতাঙ্গের কোনো প্রাধান্য নেই। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট হ্যাঁ, তাকওয়া ও সৎকর্মের ভিত্তিতে মানুষ মানুষে মর্যাদার পার্থক্য। সাবধান, আমি সত্যের আহ্বান তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমিও সাক্ষী থাকো।

❖ নিশ্চয় জেনো, আমার পরে আর কোনো নবী নাই। যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিত সকলের নিকট আমার এ সকল বাণী পৌছে দিও। হয়তবা উপস্থিত কারো চেয়ে অনুপস্থিত কেউ এ থেকে বেশী উপকার লাভ করবে।

অতঃপর বললেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন তোমরা কি জবাব দেবে?

সমবেত সকলে সমস্বরে বলে উঠল, আমরা বলবো, আপনি আল্লাহর পয়গাম আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং আপনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) আসমানের দিকে তাঁর পবিত্র (শাহাদাত) অঙ্গুলি উঠিয়ে তিন বার বললেন, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে যখন তিনি তাঁর শেষ ফরয আদায় করছিলেন তখনই নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা, ০৫, আয়াত-৩)

১৭.১৫. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করে জীবন গঠন প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ

আবদুল্লাহ (রা.) বলেন : আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে পানি সেচের আল-হাররার নালা নিয়ে তর্ক করলো, যা থেকে তারা খেজুর গাছে পানি দিতো। আনসার লোকটি বললো, পানি ছেড়ে দাও, প্রবাহমান থাকুক। যুবায়র (রা.) মানলেন না। শেষ পর্যন্ত সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে তর্ক করলে তিনি যুবায়রকে বললেন, হে যুবায়র! তুমি পানি ব্যবহার করে তোমার পড়শীর জন্য ছেড়ে দাও। তখন আনসার লোকটি রেগে গিয়ে বলা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যুবায়র তো আপনার ফুফাতো ভাই! এতে নবী (সা.)-এর চেহারার রং বদলে গেলো। তিনি বললেন : হে যুবায়র! নিজের গাছগুলোকে পানি দাও এবং পানি আটকে রাখো, যতক্ষণ না পানি বাঁধ পর্যন্ত

www.pathagar.com

পৌঁছে যায়। যুবায়র (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হয় এ আয়াত সে সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় : "তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না..... (৪ : ৬৫)। (আল হাদীস, মুসলিম শরীফ, অধ্যায় : ফযীলত, হাদীস নং-৫৯০১, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫০, ই.ফা.)

উল্লিখিত জীবনাদর্শকে অনুসরণ-অনুকরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানব গোষ্ঠীর জীবন গঠন করা মহান স্রষ্টা আল্লাহর আদেশ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল প্রয়োজন পূরণে, সকল সমস্যা সমাধানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ মহামানবের আনুগত্য করা প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ :

রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (আল কুরআন, সূরা হাশর, ৫৯ : আয়াত-০৭)

এছাড়াও সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ১৩২, সূরা আন নিসা, ০৪ : ৫৯ ও সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৪তম আয়াতগুলোতেও আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে যারা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যকে অস্বীকার করবে তাদের সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলেন :

"তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) অনুসরণ করো। (আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও) তবে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ০৩ : আয়াত-৩২)

প্রিয় পাঠক! এবার জানলে তো কে এই বিশ্বের মহামানব? কী তাঁর পরিচয়! এবার বলো, এমন যে ব্যক্তি, এমন যে মানুষ, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো মানবতার কল্যাণে নিবেদিত, যাঁর জীবনে সরিষা পরিমাণ মন্দ কোনো কম নেই। যার বিষয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগত কোনো মানুষ কোনো রকম সত্য সমালোচনা করর সৎসাহস রাখে না বল! বল! বল! তিনি ছাড়া আর কেউ কী আমাদের জীবন গঠনের জন্য রোল মডেল হতে পারে? আছে কি এমন সুন্দর চরিত্র মাধুর্য এ দুনিয়ার বুকে কোনো ব্যক্তির! নেই, নেই কখনো হতেও পারবে না। আর তাই আজ আহ্বান আসো! বিশ্বের এ শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিতাদর্শকে জেনে সে অনুযায়ী নিজেদের গঠনে উদ্বুদ্ধ হই। আর তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবো।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

আল কুরআন

০১. আল কুরআনুল কারীম, ২৬তম প্রকাশ : ২০০২, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আল হাদীস

০২. বুখারী শরীফ, খণ্ড-৫, প্রকাশকাল : (৬ষ্ঠ সংস্করণ), সেপ্টেম্বর-২০০৮; খণ্ড-৯, প্রকাশকাল : (৬ষ্ঠ সংস্করণ), সেপ্টেম্বর-২০০৭; খণ্ড-১০, প্রকাশকাল : (৫ম সংস্করণ), মার্চ-২০০৭, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৩. মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, প্রকাশকাল : (৩য় সংস্করণ), মে-২০০৭; খণ্ড-২, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), এপ্রিল-২০০৩; খণ্ড-৩, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), মে-২০০৪; খণ্ড-৪, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), এপ্রিল-২০০৩; খণ্ড-৭, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), মে-২০০৩, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৪. তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-৪, প্রকাশকাল : জুন-১৯৯২; খণ্ড-৫, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), মার্চ-২০০৭, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৫. জামে আত-তিরমিযী, খণ্ড-২, প্রকাশকাল : (২য় প্রকাশ), সেপ্টেম্বর-২০০২; খণ্ড-৩, প্রকাশকাল : (৩য় প্রকাশ), মে-২০০৭; খণ্ড-৪, প্রকাশকাল : (২য় প্রকাশ), এপ্রিল-২০০৪, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

০৬. আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-৫, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), আগস্ট-২০০৬, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৭. সুনানু ইবনে মাজাহ, খণ্ড-১, প্রকাশকাল : (২য় সংস্করণ), ডিসেম্বর-২০০৫, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৮. সুনান ইবনে মাজা, খণ্ড-১, প্রকাশকাল : (১ম প্রকাশ), অক্টোবর-২০০০; খণ্ড-৪, প্রকাশকাল : (১ম প্রকাশ), ডিসেম্বর-২০০২, আধুনিক প্রকাশনী।

০৯. সুনানু নাসাঈ শরীফ, খণ্ড-৫, প্রকাশকাল : অক্টোবর-২০০৪, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১০. আল আদাবুল মুফরাদ, প্রকাশকাল : (৪র্থ সংস্করণ), সেপ্টেম্বর-২০০৮, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১১. আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গঠন ও ভাল ফলাফল অর্জনের কৌশল, লেখক : জাবেদ মুহাম্মাদ, প্রকাশকাল : নভেম্বর-২০০৮, (১ম প্রকাশ), প্রকাশনায় : আদর্শ শিক্ষা ও গবেষণা সোসাইটি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com